INDEX

Date | Page

Tuesday, the 23rd December, 1986

Erratum— a) 'Statement by the Chief Minister' is to be read as Headlines on the Pages 3, 5, and 7 in place of 'Condolence Motion' printed thereon.

Wednesday, the 24th December, 1986

ERRATA:—a) ANNEXURES— 'A' & 'B' is to be read at in bottom of page 21, and the same Printed at page 22 stands deleted.

b) 'PAPERS LAID ON THE TABLE (Questions & Answers)' is to be read as Headline on pages 91, 93, 95, 97, and 99 in place of otherwise Printed thereon.

Friday, the 26th December, 1986.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBED UNDER THE PROVISIONS CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on 23rd December, 1986 Tuesday at: 11 00 A.M.

PRESET

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister the Deputy Chief Minister, 8 (Eight) Ministers. the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

Mr. Speaker :— আজকের কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য গনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগনের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীরাম রিয়াং (গন্ডগোল) মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল (গন্ডগোল)

মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা

মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২৩।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা জায়গায় বসুন। আপনারা প্রশ্ন উত্তরের সময়টা নষ্ট করবেন না, প্রশ্নোত্তরের পরে আপনারা বলবেন, এই ভাবে হাউসের কাজে বাধা দেবেন না। এইভাবে হাউসের কাজ চলতে পারে না।

আমি দশ মিনিটের জন্য হাউস এডজর্ণ করলাম।

The House re-assembled at 11-15 A.M.

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা জায়গায় বসুন ।

(গন্ডগোল)

আপনার জায়গায় বসুন ।

(গন্ডগোল)

এই হাউস আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতবি রইল ।

The House re-assembled at 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সকালবেলার আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়নি। ফলে আজকের আনস্টারড প্রশ্নের উত্তরপত্রগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের লে করে দিতে অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" & "B")।

আমি একটি জিনিস জানাতে চাই যে, সকালবেলার সেশনে যে অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সভার কাজ চালাতে পারি নাই। এরপর আমি বাধ্য হয়ে হাউস মুলতবী রেখেছিলাম। আমি পরে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, পশ্চিম বাংলাবাসায় যে, ঘটনা ঘটেছে তার উপর যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা স্টেটমেন্ট দেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব কখন তিনি স্টেটমেন্ট দিতে পারবেন, এখন পারবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— হ্যাঁ স্যার, এখনই দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, এর আগে আমি আরো দু, একটি কাজ শেষ করে ফেলি।

আমি এখন একটা শোক প্রস্তাব আনতে চাইছি।

CONDOLENCE MOTION

মিঃ স্পীকার :— গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, গতকাল২২ শে ডিসেম্বর, ৮৬ইং রাত্র আনুমানিক ৯,৩০ মিঃ অমরপুরের পশ্চিম মালবাসায় উগ্রপন্থী টি, এন, ভি, আক্রমনে ১০ জন নিরীহ নাগরিক নিহত হন ! নিহতদের মধ্যে নারী পুরুষ, এবং বৃদ্ধ আছেন। ৪ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে আনা হয়েছে। এ ধরনের আক্রমনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক মর্মান্তিক নিন্দার্হ ও ঘৃণ্য। ত্রিপুরা বিধান সভা কঠোরভাবে এর মোকাবিলা করার জন্যে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাহাদের আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

দু' মিনিট দাঁড়িয়ে নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

(সদস্যগন দাড়িয়ে দু মিনিট নিরবতা পালন করেন)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি কি এখন স্টেটমেন্ট দেবেন? যদি দেন তবে আমরা পরে অন্য বিজনেস আরম্ভ করব।

Shri Nripen Chakraborti :— Mr. Speaker Sir. on 22. 12. 86 at about 9.30 P. M. a group of armed extremists raided west Malba a Village under Amarpur P. S. of South Tripura District and killed 10 persons and injured 4 others with gun shot and sharp cutting weapons. All the 4 injured have been shifted to G. B. Hospital from Amarpur at about 12.00 A. M. and and they are going on treatment.

On information S. P. South with forces from Udaipur and 70 C.R.P.F. Battalion immediately rushed for the scene of Crime to supervise the pr limiminery action and organise operation to trace the miscreants involved in this incident. In course of prili-minery investigation 10 local suspects were broughtfor interrogation suspecting their complicity with the miscreants. Two incriminating documents are also seize from them.

Priliminary investigation reveals that the crime that was committed by the extremists in colabo a ion with the local suspects. Investigation of the crime is on progress. On information D. I. G (Training) and I. G. P. have left for the scene to supervise the operation organised by the S. P., South.

The particulars of the killed and injured persons are given below :—

I. Smt. Brajabashi paul (60),
W/O. Late Debendra paul.

2. Debendra paul (65)
S/O. Late Chandan paul,

3. Bhusan paul (39)
S/O. Late Debendra paul,

All of the members mentioned are of the family of Shri Debendra paul.

4. Subrata paul (8)
S/O. Bhusan paul.

5. Mani paul (4)
Daughter of Jogendra paul.

6. pradip paul (10)
S/O. Amar Ch. paul.

Smt, Malati Bala paul (20)
D/O. Amar Ch. paul.

All of the member mentioned are of the family of Sri Amar Ch. Paul.

8. Smt. Kamala Bala paul (20)
W/O Jogendra paul.

9. Sa·at Rudra paul (70)
S/O. Dwarikanath Rudra paul. All of the members mentioned are the family of Sri Amar Ch. Paul.

10. Dhananjoy Rudra paul. (10)
S/O. Sarat Rud a paul.

INJURED PERSONS

1. Amar Ch. paul (45)
S/O. kulak Ch. paul.

2. Sul a·hini Rudra paul (45).
W/O. Sa1a Ch. Rudra paul.

3. Ashalata Rud1a paul- 25.
D/O. Sa1at Ch. Rud a paul.

4. A ati paul- (30).
D/O. Amar Ch. paul.

The issue is very unfortunate and a political parties have called for Bunda. All arrangement are being made to see that the Bandh is p aceful and law and o·der situation of the moment have been kept under watch.

Shri Sudhir Rajan Majumder :— Mr. Speaker, Sir, I would like to move a motion in this House Sir having heard the statement of the Chife Minister on Killings of Malbasa under Amarpur Sub-division, I beg to move that the House does not agree with that statement of the Chief Minister.

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য, আপনি আগে নোটিশ দেবেন। তারপর তো।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— চীফ মিনিস্টার নোটিশ দিয়েছিলেন ?

মিঃ স্পীকারঃ— গভর্ণমেণ্ট উইদাউট নোটিশ যে-কোন স্টেটমেন্ট দিতে পারেন। যদি স্টেটমেণ্ট দেওয়া উচিত মনে করেন !

মহারাণী বিভূকুমারী দেবী ঃ— পেজ ৭১ রুলসের মধ্যে আছে স্যার। আপনি তো ব্রেক করেছেন রুলস।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— স্যার এখানে গতকাল শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, টি এন, ভি, কে নিষিদ্ধ করা হবে কিনা এবং রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করা হবে কিনা এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন অ্যাসুরেন্স নাই। কাজেই আমি দাবী করছি এইগুলির ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখুন।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনার জন্য আপনি নিশ্চই নোটিশ দিতে পারেন। আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না এরা ও করব কিনা।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— উই হ্যাভ গিভেন দি নোটিশ অ্যান্ড উই হ্যাভ রাইটটু গিভ নোটিশ।

শ্রী রসিকলাল রায় ঃ— আমরা তো নোটিশ দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নোটিশ অ্যালাও করা হয়নি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল সেই অনুযায়ী মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি এবং সেই অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন।

Shri Sudhir Rajan MaJunder :— Mr. Speaker Sir, Please go Through the page 571 of Kaul and Shakdher.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আপনাদের অনুরোধে আমি মাননীয় চীফ মিনিস্-টারকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে তিনি একটা স্টেটমেন্ট দেন। সেই অনুযায়ী চীফ

মিনিস্টার স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। (গোলমাল) আইটেমস অব বিজনেস আমাদের হাতে প্রচুর আছে। সুতরাং আপনারা আমাকে নোটিশ দিলে আমি দেখতে পারি। আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না (গোলমাল) হাউস চলতে দিন।

(এই সময়ে বিরোধীদলের সদস্যরা স্পীকারের আসনের দিকে যা যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁদের বাধা দেন — গোলমাল চলতে থাকে।)

মিঃ স্পীকার :—কতগুলি কলিং এটেনশান এবং রেফারেনস, পিরিয়ডের নোটিশ ছিল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন স্টেটমেন্টগুলি দেন। যদি আজকে না দিতে পারেন (গোলমাল) আপনারা বসুন। আমি চাই হাউসটা ঠিকভাবে চলুক। আপনারা জায়গায় যান এবং আমি আপনাদের সাহায্য চাই। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের জায়গায় গিয়ে বসুন। আমি আশা করি আপনারা জায়গায় যাবেন। (গোলমাল) এভাবে হয় না। সমস্ত জিনিসের একটা নিয়ম-কানুন আছে। আপনারা বসুন, একটা উপযুক্ত পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় সেইভাবে কাজ করুন। আমরা আপনার সাহায্য চাই। এটা আমার ব্যাপার নয়। এটা সরকারের ব্যাপার, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। এটা তো আমার দেখার কথা নয়। এই ব্যাপারে মিনিস্টারের বক্তব্য থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন। যদি এই ব্যাপারে চীফ মিনিস্টারের কোন বক্তব্য থাকে, তিনি এই অবস্থায় তো আর বলতে পারছেন না। জায়গায় যান আপনারা।

(বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁদের আসন গ্রহণ করেন।)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতি দিয়েছেন। আমরা এবার অন্যান্য দিকে যাই। আপনাদের দাবী আছে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর কাছে! মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন। কিন্তু হাউসটা চলতে দিন। (ভয়েস— এক্ষুনি টি, এন, ভি,কে নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে হবে এবং ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষনা করতে হবে। তারপর বিজনেস চলবে।

আমাদের অন্যান্য বিজনেসগুলি চলতে দিন।

(ভয়েস— না, স্যার, হবে না)

মিঃ স্পীকার ঃ— অন্যান্য যে বিষয়গুলি ছিল সেগুলি চলতে দিন (ইন্টারাপশান) মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের যদি এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকে তাহলে তিনি বলবেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি প্রতিশ্রুতি দিন জনগনের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করবেন কি না এবং আগামী দিনে এই ধরণের খুন যাতে না হয় তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি না (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি (ইন্টারাপশান) এই সম্পর্কে আর কোন বক্তব্য আছে কি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ—স্যার, তাহলে আমরা হাউস চলতে দিতে পারি না (ইন্টারাপশান—বিরোধী পক্ষের সমস্ত সদস্য হাউসের টেবিলের সামনে এসে শ্লোগান দেওয়া সুরু করেন)।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি হাউস চালাতে বাধ্য হব (ইন্টারাপশান) ব্রীচ অব কনডাক্ট আমি কয়েকজন সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য করছি। এটা চলতে দেওয়া যায়না (ইন্টারাপশান) আমি মাননীয় সদস্য জহর সাহাকে অনুরোধ করছি এখানে এই ভাবে শ্লোগান দেবেন না (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহাকে অনুরোধ করছি আপনি জোর করে ঢোকার চেষ্টা করবেন না, আমি বাধ্য হব অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে। আপনারা জায়গায় যান হাউস চলতে সাহায্য করুন (ইন্টারাপশান শ্লোগান)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আমি আজ ৩টি নোটিশ মাননীয় সদস্য গোপাল দাস, শ্যামাচরন ত্রিপুরা এবং জহর সাহা মহোদয়গনের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি সেগুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। প্রথম নোটিশটি হল মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহোদয়ের। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল, "গত ১৯, ১২, ৮৬ইং 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ত্রিপুরা ভূমিহীন কলোনীতে অজানা রোগে শিশু সহ ১১ জনের মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি তিনি এখন বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে কবে তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৬শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব। (শ্লোগান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে আগামী ২৬, ১২, '৮৬ইং বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন ত্রিপুরা আর একটি নোটিশ দিয়েছেন নোটিশটির বিষয় বস্তু হল " Action Committee of Unemployed Personsদের চার দফা দাবীর ভিত্তিতে ২৫শে ডিসেম্বর থেকে প্রস্তাবিত আমরন অনশন সম্পর্কে "। যেহেতু মাননীয় সদস্য তাঁর নোটিশটি সভায় উত্থাপিত করতে পারছেন না সেজন্য নোটিশটি ফলস থ্রু হল। (শ্লোগান) মাননীয় সদস্য জহর সাহা আর একটি নোটিশ দিয়েছিলেন সেই নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত ৪ঠা ডিসেম্বর ' দৈনিক সংবাদে " পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত রাস্তায় চিঠি ফেলে সি, পি, এম, অফিসে বৈঠক, বিনন্দেব ব্যবহৃত গাড়ী চড়ে টি, এন, ভি'র নামে সি, পি, এম, সমর্থকেরা চাঁদার চিঠি বিলি করছে— সংবাদ প্রসংগে "। যেহেতু মাননীয় সদস্য তাঁর নোটিশ সভায় উত্থাপিত করতে পারছেন না সেজন্য নোটিশটি ফলস থ্রু হল। (শ্লোগান)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে দুইটি রেফারেনস পিরিয়ড আছে। গত ১৯, ১২, '৮৬ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয় বস্তু হল " গত ১৩ই নভেম্বর ১৯৮৬ইং তারিখে বাইখোরা থানান্তরগর্ত রাধাকিশোরগঞ্জে সন্ত্রাসবাদী টি, এন, ভি,দের হাতে ৯জন নিরীহ সমবাসী নিহত হওয়া সম্পর্কে "। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৬, ১২, '৮৬ইং বিবৃতি দেব। (শ্লোগান)

মিঃ স্পীকার :— গত ২২, ১২. ৮৬ইং তারিখ মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয়

কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। বিষয় বস্তু হল "সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে পাওনা মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দেওয়া সম্পর্কে"। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৬, ১২. ৮৬ইং বিবৃতি দেব।

(শ্লোগান)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ১২ই নভেম্বর কমলপুর মহকুমার অন্তগর্ত পশ্চিম ডলুছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের খাসিয়াপুঞ্জি গ্রামে টি, এন, ভি' উগ্রপন্থী কর্তৃক চার নিরীহ গ্রামবাসীকে নৃশংস ভাবে খুন করা সম্পার্ক"। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— বিষয়টির উপর আমি ২৪.১২.৮৬ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ২০.১০ ৮৬ ইং বিলোনীয়া শহরে কংগ্রেস (আই)-এর মিছিলের ডেপুটেশানের উপর পুলিশের নির্বিচারে লাঠি চার্জ করার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক কংগ্রেস (আই) কর্মীর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"। যেহেতু মাননীয় সদস্য নোটিশটি সভায় উত্থাপন করতে পারছেন না সেজন্য নোটিশ ফলস থ্রু হল।

মাননীয়া সদস্য মহারাণী বিভু কুমারী দেবী মহোদয়ার নিকট থেকে আমি একটি নোটিশ পেয়েছি নোটিশের বিষয় বস্তু হল "Action taken by the State Government on the recent discussion of Central Government to send back the Chakma refugges."

আমি মাননীয় সদস্যা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি সভায় উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। এবং যেহেতু মাননীয়া সদস্যা নোটিশটি হাউসে উত্থাপন করতে পারছেন না সেজন্য নোটিশটি ফলস থ্রু হল।

আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নাকিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"গত ১৩ই অক্টোবর কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত কুলাই গাঁও পঞ্চায়েত-এর রামরতন পাড়ায় টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী কর্তৃক দুইজন নিরীহ গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে খুন ও অন্য দু'জনকে গুরুতরভাবে আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার বিষয়টির উপর আমি আগামী ২৬.১২.৮৬ ইং বিবৃতি দেব। (শ্লোগান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের আবার বলছি এই ভাবে চলে না। মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা মাননীয় সদস্য জহর সাহা এবং অন্যান্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা আপনাদের জায়গায় গিয়ে বসুন। (শ্লোগান) হাউস ১০ মিনিটের জন্য আবার মুলতুবী ঘোষণা করছি।

The House re-assembled at 2-40 P. M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ... ...

(গন্ডগোল)

(গন্ডগোল) (গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয়

সদস্যরা আপনারা বসুন। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, হাউস চলতে দিন, আপনারা জায়গায় যান। আমাকে ………………………

(গন্ডগোল)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— আমরা এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছিলাম। কিন্তু উনি একজন বয়স্ক এবং পুরানো লীডার হওয়া সত্ত্বেও উনার নিজের দলের লোকদের আমাদের উপর লেলিয়ে দিলেন। এটা কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ?
মি ঃ স্পীকারঃ— আপনারা জায়গায় বসুন, হাউসের কাজ ………………………

(গন্ডগোল)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— আমরা আমাদের লোকদের শান্ত করার চেষ্টা করছি, আর উনি উনার লোকদের লেলিয়ে দিচ্ছেন। এই কি গণতন্ত্র ?

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসবেন কিনা বলুন ?

(গন্ডগোল)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— আমরা এই খুনী সরকারের কোন কাজে থাকব না। আমরা ওয়াক আউট করব। আপনি এই খুনী সরকারের ………………………

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— চলে গেলে চলে যান। আমি আশা করতে পারি নি, বিরোধী দল আজ এখানে যা করেছেন তা কোন দিন করতে পারেন। এটা খুবই নিন্দনীয়। বিধান সভায় কেহ অগণতান্ত্রিক আচরণ করবেন এটা আমি ভাবতেই পারি নি। এটা একটি বিধান সভা। বিরোধীদলের এই সমস্ত আচরণ সব সময়ই নিন্দনীয়। এটা কেহই করতে পারেন না, কি সরকার পক্ষ, কি বিরোধী পক্ষ —

E. (সকল বিরোধী দলের সমস্ত সদস্য এই সময় সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, জবাবী ভাষন দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিতে আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যান্টাস আমরা চেয়েছি তাতে এটা প্রমান হয় যে, এই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উগ্রপন্থী হামলা ভয়-ভীতি সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক কাজে এখানকার শ্রমজীবি মানুষ কর্মচারী, শিক্ষক সব অংশের মানুষ বিপুল ভাবে অংশ গ্রহন করছেন। সেই দিক থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবত ত্রিপুরাতেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এমনে কান এলাকা নেই যেখানে গঠন—মূলক কাজ আমাদের কর্মচারীরা, অফিসাররা করছেন না। এ সময় বিরোধী দলের কেহ উপস্থিত নেই। তাঁরা হয়ত বুঝতে পারেন নি এখানে সমগ্র বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্কের জন্য। আমি বিস্তৃত বলতে চাই না। বিশেষ করে আরবান এলাকার কথা আমি বলতে পারি। এই রাজ্যের আরবান এলাকায় শহর এলাকায় আছে কিছুই করা হয় নি। শহর এলাকার উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় বাড়ী ঘর উন্নয়ন, শহর উন্নয়ন ব্যবস্থা করেছেন। সরকারী কোন সহযোগিতা ছিল না। আমরা আসার পরে রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল বস-বাসের সুযোগ, ড্রেইন ইত্যাদি কাজগুলি করছি। টাকা আমরা যা পাচ্ছি, তাতে পাচ্ছি না বললেই চলে। সেই ক্ষেত্রে আমরা—আমাদের প্রচেষ্টা বাড়াতে চাই। এই জন্যেই আমরা কিছু টাকা বরাদ্দ করেছি। আরো টাকা লাগলে বছরের শেষে হবে। বাজার উন্নয়ন এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্প্রসারনের জন্য, রাস্তা-ঘাট বিশেষ করে ছোট ছোট রাস্তার উন্নতির জন্য, ছোট ছোট ড্রেইন পরিস্কার করার জন্য এই সব কাজে আমরা আমাদের বরাদ্দ চেয়েছি, এবং আশা করব, এই বরাদ্দে টাকা খরচ করতে পারব। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। বিরোধী দলের সমর্থকরা স্কুল পুড়াচ্ছে আমরা স্কুল তৈরী করছি। দুটার ব্যবধান গনতান্ত্রিক মানুষ বুঝতে পারবেন। মুষ্টিমেয় কিছু লোক সমাজ-বিরোধী হতে পারে, তবে গণতন্ত্রের প্রতি অধিকাংশ মানুষেরই শ্রদ্ধা আছে। তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্কুল করতে চাই। সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কার্যক্রম আমরা বাড়াতে চাই। আগরতলা শহরে যে সমস্ত দুর্ভাগা মেয়ে সংসারের বা অন্যান্য আশ্রয় থেকে বিভ্রান্ত হয়ে শহরে এসেছেন, তাদের জন্য গৃহ করে তাদের জীবনের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি। শিল্পের ক্ষেত্রে যদিও এইখানে বড় শিল্প ইত্যাদি নেই, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কিছু করতে পারছি না,

তবে ট্রাইবেলদের পাছড়া বা অন্যান্য হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট, হ্যান্ডলুমের ক্ষেত্রে, ফরেষ্ট সীডস, হরটিকালচার সীডস বিভিন্ন শিল্পেয় কাজে কিছু করছি, এবং করতে চাচ্ছি। কাজেই, এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ছে। ব্যয় বাড়ছে, কর্মচারীদের ডি, এ,-এর ক্ষেত্রে। কারণ দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। এটা আমাদের হাতে নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। দিল্লীতে বসে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাদের কোন উপায় থাকে না, কর্মচারীদের ডি, এ, না বাড়িয়ে। স্যার, কস্‌ট অব প্রডাকশন বেড়ে গেছে। কাজেই শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে, কয়লার দাম বৃদ্ধি করতে হবে, মুঠে-মজুর থেকে শুরু করে উপর তলার কর্মীর বেতন বাড়াতে হচ্ছে। সে সজ্য একটা বরাদ্দ আমাদের বাড়াতে হচ্ছে। সেন্ট্রাল ডি, এ, দিলে আমাদের খরচা আরো বাড়বে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেন্ট্রাল ডি, এ, আমরা দেব এবং তার জন্য কিছু ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই, এটা আজকে বলা ভাল হবে, এখানে এই যে দৃশ্যের অবতারনা আমরা দেখলাম এটা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যদি কোন সদস্য মনে করে থাকেন, স্বতস্ফূর্ত তাহলে, ঠিক হবে না। একটা পাগলামির মধ্যেও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। দিল্লীর বক্তৃতা শুনলে, বা প্রধান মন্ত্রীর পশ্চিম বাংলা জয় করে গেলেন যে পদ্ধতিতে তাতে বুঝতে কষ্ট হয় না, যেখানে কংগ্রেস (আই) সরকার নেই সেখানে প্রগতিশীল শক্তিকে বোঝার জন্যে প্রচন্ড শক্তিকে অগণতান্ত্রিক কাজ করে চলছে কংগ্রেস (আই)। জাতি-উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ, জাত-পাতের প্রশ্নে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। এটা কি করে হয়? কর্ণাটকের সরকার যেহেতু কংগ্রেস (আই)-এর পকেটে যায় নি, যেমনি করে গিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ার সেই রকম ভাবে নেবার চেষ্টা করেও যখন কর্ণাটকের সরকারকে কংগ্রেস (আ,ই) পকেটে ঢুকাতে পারলেন না তখন রায়টের সৃষ্টি করে দিলেন। নয়ত এটা কি করে সম্ভব, এক ঘন্টার মধ্যে সমগ্র কর্ণাটকে রায়ট ছড়িয়ে গেল? মার্কিন গোয়েন্দা রায়ট করছে আর তার সুযোগ নিচ্ছে কংগ্রেস (আই) যেখানে রায়ট লাগে গৃহ যুদ্ধ লাগে, অসন্তোষ থাকে। জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা লাভ করে সেখানে কংগ্রেস (আই) সব সময় চেষ্টা করেন, গভীরতা বিস্তার করার জন্য। পশ্চিম বাংলায় তা নয়, আমাদের এখানেও তা নয়, কারণ আমাদের শক্তি খুবই কম।

আমাদের শক্তি খুবই সামান্য, ২২ লক্ষ্য মানুষের একটা সরকার ৭০ কোটি মানুষের মধ্যে শক্তি কি? আমাদের দেখে অন্যান্য রাজ্যগুলি ক্ষেপে যাচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের

ট্রাইবেলরা আগে ক্রীতদাস ছিল, আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের মানুষে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে ৬ষ্ঠ তপশীল দিয়েছে, তাদের মহাজনী রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, দুর্নীতিবাজ আমলারা সেখানে কিছু করতে পারে না, পুলিশ যা খুশী তা করতে পারে না, এ কথাতো ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আটকে রাখা যায় না ? যে লোকটা এসেছে সে বলছে-আপনাদের এখানে একজন ভিক্ষুকওতো রাস্তায় দেখতে পারছি না. ৮০ সালের বড় একটা দাঙ্গা হয়ে গেল, তারপরে একটা দাঙ্গা হল না, এত উস্কানি থাকা সত্বেও একটা উস্কানি হল না, আপনারা কি করেছেন ? উনারা বলছেন যে, এই সরকারটাকে দয়ায় করে রেখে দিয়েছেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট থাটিকাবের দয়ার উপর নির্ভর করে না. কারোর দয়ার এই দল সরকারে আসে নি। সুতরাং দয়ার প্রশ্ন উঠে না। আমাদের পেছনে ভারতবর্ষের ৭১ কোটি মানুষের ভালবাসা শ্রদ্ধা আছে। আজকে বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকরা লড়াই করছে, কৃষকরা লড়াই করছে. সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আছে একটা উত্তাপ এবং তার জবাব কি ? গুলি। জবাব কি ? পুলিশ। এমন দিন নাই যেখানে কংগ্রেস(আই) শাসিত রাজ্যগুলি গনতন্ত্র হত্যাকারী আইন প্রয়োজন করছে বিনা বিচারে আইন প্রয়োগ করেছে না, পুলিশ লাগিয়ে ওদের জব্দ করা হচ্ছে না। উনারা এখানে বলেন. পুলিশকে কেন নিস্ক্রীয় করে করে রাখা হয়েছে ? পুলিশকে আমরা নিস্ক্রীয় করে রেখেছি গরীবের বিরুদ্ধে, দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে নয়। উপদ্রুত এলাকা মানে কি ? স্পেশাল কোর্ট মানে কি ? কোন বিচার ? বিনা বিচারে তাদের জেলে দেওয়া ওরা আমাকে বলেছেন,- আপনারা কোন এই আইন প্রয়োগ করেন না। বিনা বিচারে কাউকে জেলে দেওয়ার সরকার এখানে নেই। কোন দিন থাকবে না, সেদিন চলে গেছে। এই কথাটা আমাদের বুঝতে হবে। নইলে একজন প্রধানমন্ত্রী একটা রাজ্যে যাচ্ছেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী এটা জানেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে বলে আসলেন,-তোমার মত ভীরু হয় না। যে লোকটা জীবনের অধিকাংশ সময় আন্ডারগ্রাউন্ড অথবা জেলে ছিলেন সে লোকটা ভীরু হয়ে গেল। আর ভয়ংকর বীর পুরুষ আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কত নীচে নামলে একজন প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলতে পারেন। ওর সমবয়সী তো না. ওর মায়ের বন্ধু। একটা শীলতা, একটু ভদ্রতা ওর মধ্যে পাবেন না। পশ্চিমবঙ্গকে বলে আসছেন ৩০৭ কোটি টাকা দিয়েছেন, পশ্চিম বঙ্গ খরচ করতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গে কিছুই হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সামান্য তম ঔষধ পর্যন্ত পায় না, কিছুই পায় না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছি পশ্চিমবঙ্গের লোকগুলি কি গাধা ? কিছু পেল না অথচ বামফ্রন্টকে ভোট দেয়। আর কংগ্রেস (আই) প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এর কারনটা কি ? একজন শুনে বললেন

প্রধানমন্ত্রী যত জ্যোতি বসুকে গালাগালি করবেন, ততই জ্যোতি বসুর ভোট বাড়াব। এ কথা বুঝবার ক্ষমতা যে প্রধানমন্ত্রীর হয় নি, তা নয়, বিপদে পড়ে গেছেন। এখানে যেমন দেখলেন ওখানেও তাই। বাইরে ক্ষমতা নাই, ভেতরে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। আমি তো মিটিং করতে নিষেধ করি নি, মিছিল করতে নিষেধ করি নি, বন্ধ করতে নিষেধ করি নি। মানুষ ওদের কথা শুনে না। কমলপুরের মানিক চক্রবর্তী যার বিরুদ্ধে তিনটি খুনের মামলা চলছে তার নেতৃত্বে চলতে হচেছ আমাদের বিরোধী দলনেতা কে। কংগ্রেস (আই) কোথায় নেমেছে? যারা ২/৩টা খুনের আসামী তাদের নেতৃত্বে ওদের চলতে হচ্ছে। উনারা বাইরে সমাজ বিরোধী, ভেতরে এম, এল,এ,। এই অবস্থা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। টি, ইউ, জে, এস, এটা বুঝবে না, কিন্তু কংগ্রেস (আই) এর নেতৃত্বের একটা অংশের এটা বুঝা উচিৎ যে, তোমাদের টি, ইউ, জে, এস কোথায় নিয়ে যাচেছ। আমি খবরের কাগজে দেখলাম যে ৪ঠা ডিসেম্বর আমাদের প্রধানমন্ত্রী টি, এস, এফ লীডার দের সঙ্গে দেখা করেছেন। কি নিয়ে? না বাঙ্গালীদের তাড়াতে হবে। "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা যেটা তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পত্রিকা, সেখানে এই খবর ছাপিয়ে দেয় যে— টি, এস, এফ ১৯৪৯ সালে ১৫ই অক্টোবরের পর যারা ত্রিপুরায় এসেছে তাদের সবাইকে চলে যেতে হবে। আর প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন? না, ভেবে দেখবেন। আমি জানিনা, কি উনি ভেবে দেখবেন। তাড়িয়ে দেবেন? আসলে বাঙ্গালীদেরকে আতংক রাখা। উদ্দেশ্য তোমরা যদি বামফ্রন্ট না ছাড় তাহলে জঙ্গলে টি, এন, ভি, আছে এবং বাইরে টি, এস, এফ আছে। টি, এন, ভি,কে আসলে টি, এস, এফ, খাবার দেয় আশ্রয় দেয় এবং বিভিন্ন রকম সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। আর যদি ধরা পড়ে তাহলে নারী বাহিনীকে লাগিয়ে দেবেন, খবরদার আমাদের ধরতে পারবে না, আমাদের বাড়ীতে আসতে পারবে না। কার বাড়ীতে আসবে শুনি? ট্রাইবেলের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে ট্রাইবেলের বাড়ীতে পুলিশ যাবে না? বামফ্রন্টের কতজন কর্মী খুন হয়েছে আর উনাদের কতজন খুন হয়েছে? উনারা আজকে এখানে উপস্থিত নেই, উনারা কি বলতে পারেন উনাদের একজন লোককে টি, এন, ভি, স্পর্শ করেছে? কেন করে নি? উনারাতো চীৎকার করছেন টি, এন ভি,কে বে-আইনী ঘোষনা কর। বে-আইনী ঘোষনা না করলে কি পুলিশকে ওদের আস্তানা সম্পর্কে খবর দেওয়া যায় না? আমার লোকরা তো তাদের সম্পর্কে পুঃ-কে খবর দিচ্ছে। এত লোক আত্ম সমর্পন করল, কিন্তু একজন লোক সম্পর্কেও কংগ্রেস

(আই) পুলিশকে একদিনও বলেনি যে ওখানে টী. এন. ভির. আড্ডা আছে। অনেক জায়গায় পুলিশ দেখতে তাদের পায়নি সেটা আলাদা কথা। জঙ্গলের ভিতর রাস্তা নাই এটাতো ত্রিপুরার মানুষ জানেন। ওরা বাংলাদেশ থেকে আসে। বর্ডারে বি, এস, এফ, নাই বললেই চলে। ২০ কি, মি, পরিমান জায়গাতে কোন রাস্তা নাই বললেই চলে। আমি প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলাম যে আপনারা ২০০ কি, মি, রাস্তা আপনারা করে দিন, ওরা চাইছিলেন আমি কি বলি। টী. এন ভি. দমন করার জন্য ওরা যদি এই কাজগুলি করে দিতেন তাহলে টী. এন. ভির. সাধ্য ছিল না এখানে এসে এই কাজগুলি করে। আসাম রাইফেলসের-এর ২৮টা ব্যাটেলিয়ন আছে। জঙ্গলে ঢুকতে তারা ওস্তাদ গত ৩০ বছর ধরে নাগাল্যাণ্ড, মিজোরামে বিভিন্ন রাজ্যে সন্ত্রাসমূলক কাজের মোকাবিলা তারা করে এসেছে। "সি, আর, পি, এফ শহরের লড়াই দাঙ্গা দমন করতে ভাল, কিন্তু জঙ্গলের লড়াইয়ে তারা তত পটু না। ২৮টী ব্যাটেলিয়নের মধ্যে ৩টা ব্যাটেলিয়ন আমরা চাইছি। ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা যদি এত জরুরী হয়ে থাকে তাহলে ২৮টা আসাম রাইফেল ব্যাটে-লিয়নের মধ্যে ৩টা ব্যাটেলিয়ন আমাদের কেন দিচ্ছেন না? এই জবাব ওদের কাছ থেকে পাবেন না, কেন রাজীব গান্ধী ২৮টা ব্যাটেলিয়নের মধ্যে ৩টা ব্যাটেলিয়ন দিতে রাজী হচ্ছেন না। এতদিন যাবৎ চিৎকার করছি, ৩টা কোম্পানী ৪ সপ্তাহের জন্য দিতে এইটা ভিক্ষা দেওয়া হয় আমাকে দিলেন, রাজ্যকে দিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন, ৩টা কোম্পানী, ৪ সপ্তাহ পরে আবার চলে যেতে হবে। কাকে ভয় দেখাচ্ছে? ওদের কিলিংগুলি দেখছেন? দিল্লী না দেখতে পারে ত্রিপুরার বিরোধী দলেরত দেখা উচিত। বাঙ্গালী এলাকাগুলী খুঁজে খুঁজে ওদের নতুন কৌশল হচ্ছে বাঙ্গালীকে তাড়ানো যাবে না যদি না রায়ও লাগানো যায়, ৮০ সনের মত দাঙ্গা লাগানো না যায়। বাঙ্গালীরা এলাকায় চলে যাবে শহরে, ট্রাইবেল এলাকা চলে যাবে জঙ্গলে। ২টা অংশে ভাগ হয়ে যাবে। আপনে আপনে টাকা পয়সা হাতে আসবে, স্বাধীন ত্রিপুরা, ট্রাইবেলের জন্য ত্রিপুরা হবে। পাকা ফলের মত হাতে চলে আসবে, এইটা টী. ইউ. জে. এস. চাইতে পারে কংগ্রেস (আই) কি করে চায়? ওরা আজকে ভয়ংকর বিপদের দিকে ঠেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। দাঙ্গা যে লাগান যায়নি, তা বামফ্রন্ট সরকার আছে বলেই দাঙ্গা লাগান যায়নি। কমলপুরে যখন শ্রীরামপুরে যখন রায়ও হল গণহত্যা, মানুষ ভাবতেই পারেনি, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক অফিসাররা এসেছেন, মন্ত্রী এসেছেন, আমার কাছে গোলাম নবী বলেই ফেল-লেন, এ কি অবস্থা? একটা লোক গ্রাম ছাড়লনা। একটা লোককে আতংকিত দেখলাম

না। এতগুলি বাঙ্গালী খুন, একটা ট্রাইবেলকে স্পর্শ করলনা। যেখানে ট্রাইবেল বাঙ্গালী একসঙ্গে গ্রাম। আমিও গিয়েছি সেখানে। ৬ হাজার লোক আমার মিটিং-এ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমার গ্রামে দাঙ্গা কেউ লাগাতে পারবেনা। আমি বলেছিলাম প্রশাসনকে একটা মডেল ভিলেজ হিসাবে ঘোষণা করার জন্য। ত্রিপুরার অন্যান্য গ্রাম যেখানে বিশেষ করে ট্রাইবেল-বাঙ্গালী অধ্যুষিত গ্রাম এই আদর্শকে সামনে রেখে আমরা তৈরী করতে চাই। দুস্কৃতিকারীরা যারা পাহাড়ী, বাঙ্গালীর মধ্যে দাঙ্গা লাগাবার জন্য বদ্ধপরিকর তাদেরকে চিহ্নিত করে জনবিচ্ছিন্ন করতে হবে। ত্রিপুরাতে আর একবার দাঙ্গা লাগানো এটা আমরা সহ্য করবনা। এইবার দাঙ্গা লাগানোর প্রতিটা প্রচেষ্টা আমরা ব্যর্থ করেছি। কিন্তু রক্ত ঝরছে। রক্ত ঝড়তনা যদি তাদের সহায়ক শক্তিকে ত্রিপুরার মানুষের সামনে আরও স্পষ্ট করে দেখাতে পারতাম। ওরা নিয়ে আসে, ওরা খেতে দেয়, ওরা টাকা দেয়, ওদের কার্যকলাপের ফলে কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এস, গদীতে আসার জন্য জগন্য, নোংরা কাজ তারা শুরু করেছে শুধু বিধানসভার বাইরে নয়, বিধানসভার ভিতরেও। পার্লামেনটারী ডেমোক্রেসির উপর সামান্যতম শ্রদ্ধাটুকু থাকলেও এইটা করেনা। আর আমার সম্পর্কে বলছে যে, আমি নাকি মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি কি দেখেছি ? ফোর্স যদি না থাকত তাহলে ওরা আমাকে মারত। আনপ্রিডিক্টেবল একবার চেয়ার ছুড়ে মেরেছে। চেয়ারকে তালা মেরে বন্ধ করতে হয়েছে, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছে। এই রকম আছে কোন জায়গায় ? এই ত্রিপুরার বিধানসভার মেম্বারদের জন্য আমাদের এই অবস্থা করতে হয়েছে। তারা আবার তেলিয়ামুড়ায় ভোট চায়, যারা চেয়ার ছুড়ে মারে, বক্তৃতা করতে শেখেনি, সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে পাছড়া-পাছড়ি করে। কত নীচে নেমে যেতে পারলে এই রকম হয়। ওদের অপরাধ কি ? আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম এই জন্য এরা যদি না আটকাতে পারে আমি আটকাব। এইটা আমাদের দায়িত্ব আমাদের চোখের সামনে ওরা মার খাবে। আপনি বসে থাকবেন কেন ? গুণ্ডামী ভিতরে বাইরে গুণ্ডামীকে গুণ্ডামী বলেই চিহ্নিত করতে হবে। এইসব ঘটনা এখানে ঘটছে। যেটা আর একবার বলবার চেষ্টা করব মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা হচ্ছে, বিপদ কাটেনি। ১০ জন খুন এইটা শেষ নয়। এই শক্তি সক্রিয়। এই শক্তির পেছনে বিদেশী শক্তির হাত রয়েছে। পত্রিকার অফিস আছে, দলগুলির মধ্যে আছে, বাংলাদেশে বসে বসে টি. এন ভি. যারা ট্রেনিং নিচ্ছে তাদের মধ্যে আছে এই বিদেশী শক্তি যদি গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে, খালিস্থান আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে, ত্রিপুরায় আছে টি এন ভিকে সাহায্য করার জন্য। কাজেই এই হাউসের মাধ্যমে আর একবার যারা

নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই, তাদের পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে চাই এবং প্রতিশ্রুতি দিতে চাই এই সরকার তাদের দিক দেখবে এবং জনসাধারণও তাদের দিকে তাকাবেন। যতদিন পর্যান্ত আমরা টি এন. ভিকে নির্মূল করতে না পারি ততদিন আমার সরকারের যুদ্ধ টি এন. ভির বিরুদ্ধে চলবে। আপনারা দেখেছেন টি. এন. ভি. নেতা কার্ত্তিক কলুই আমাকে চিঠি দিয়েছেন। আমি মাননীয় স্পীকারের সামনে উপস্থিত করেছি। ওরা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে ২জন নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে। ময়দানে আমরা নামছি আপনাদের কত শক্তি পরীক্ষা করে দেখব, প্রস্তুত হোন। ওরা বলছে, আমরা টি. এন. ভির সরকার। আমাদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। আর এদের যারা সহায়ক শক্তি ওরা বলছেন নৃপেন বাবু এবং দশরথ বাবুর সরকার টি. এন. ভির সরকার। যাকে হ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন। খুন করার জন্য তিনি টি. এন. ভির সরকারকে পরিচালনা করছেন। আর যারা টি. এন. ভিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে তারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে, টি, এন. ভির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এটা বিশ্বাস করবে কেউ? কাজেই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করছিনা। আমার বক্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তার মনোভাবের বিরুদ্ধে তার রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে আমাদের ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করছেন, রেল দিচ্ছেনা, শিল্প দিচ্ছেনা, রাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে ঠুটো জগন্নাথের মত করে সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এই যে শ্লোগান তুলেছে ডিস্টার্বড এলাকা ঘোষণা করতে হবে, টি, এন, ভিকে বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে, মিলিটারী নিয়ে যেতে হবে। এটা শুধু এদের শ্লোগান নয়, এই শ্লোগান কংগ্রেস (আই) এর শ্লোগান, এই শ্লোগান আমরা কার্যকর করতে পারিনা। কারণ জনগনের স্বার্থে এই শ্লোগান নয়। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য, স্বৈরাচারকে জোরদার করার জন্য বা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়। জাতি উপজাতির মধ্যে যে ফারাক সেই ফারাকটাকে বাড়াবার জন্য জাতি উপজাতি এবং ট্রাইবেলরা যাতে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে সেই রাস্তাও তারা তৈরী করতে চায় বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারনকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়না সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার এই শ্লোগান গ্রহন করতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার :— অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা শেষ হল।

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986-87.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের (ডিমাণ্ডস্ ফর সাপ্লিমেণ্টরী গ্র্যান্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৬-৮৭) দাবীর উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহন।" আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের

বাতিল হল। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি করে ভোটে দেব। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তাতে এখানে যে বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলি আছে আমি তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। আমরা দেখছি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার তার যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী আছে সেইগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমরা আরো দেখি, তেলিয়ামুড়ার উপ নির্বাচন হয়ে গেছে. সেখানে তা কনডক্ট করতে গিয়ে সেখানকার মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য এখানে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও আমরা দেখি, সেখানে আজকে সামনেই পঞ্চায়েত উপনির্বাচন হবে, সেটার সময় ঘোষিত হয়েছে। কাজেই যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষের যে আশা আকাংখা সেটা আগামী দিনে রূপায়িত হবে তার প্রতি বামফ্রন্ট সরকার মর্যাদা দিয়ে আসছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে। সেখানেও গ্রামের মানুষের আগামী দিনের যে কর্মসূচী তাদের উন্নতির যে কর্মসূচী সেখানে মানুষের যে মতামত তা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে, তা'ই জন্য সেখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা মনে করি এইটা বামফ্রন্ট সরকারের গণতন্ত্রকে মর্যাদা দেওয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখি পুলিশ, ফায়ার প্রটেকশান ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি আজকে বিশেষ করে রাজ্যে যে উগ্রপন্থীর সমস্যা সেটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানে আজকে সারা রাজ্যে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের যে আশা আকাংখা সেটা বামফ্রন্ট সরকার রূপায়িত করতে চান, তাতে আজকে দেখা যাচ্ছে টি এন ভি নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সাধারন মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে বিভিন্ন জায়গায় হরতাল ঘোষনার মধ্য দিয়ে তারা সাম্প্রদায়িক উস্কানী ও মদত দিয়ে চলেছে এবং এইটা আজকে ঘটনাগুলি দ্বারা পরিস্কার হয়েছে যে কিভাবে কংগ্রেস (ই) ও টি ইউ জে এস-এর যারা সদস্য তারা কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে আর একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চায়, তারই একটা মহড়া আমরা বিধানসভার নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো কাট মোশান দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাবসমূহ সভার কার্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্যকরা হল। যে-সমস্ত মাননীয় সদস্যবৃন্দ যেসব অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর কাট মোশান এনেছেন তারা কেউ সভায় উপস্থিত নাই, ফলে অনুপস্থিত সদস্যদের কাট মোশানগুলি উৎথাপিত বলে গণ্য হবে না। সমস্ত কাট মোশনই

মধ্যে লক্ষ্য করলাম। কাজেই সেই জায়গায় আজকে পুলিশকে আরও স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য এবং এই ধরনের যে উগ্রপন্হী কার্যকলাপ সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গায় আজকে যখন সেখানে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটছে বিভিন্ন স্কুল ঘর আজকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, সেখানে বিশেষ করে এইভাবে স্কুল, বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিয়ে উন্নয়নকে ব্যহত করা হচ্ছে। কাজেই সেই সমস্ত কারণে যাতে এই গুলিকে মোকাবিলা করা যায় তার জন্য সেখানে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে এবং তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি এইটা উপযুক্ত বলে মনে করি। তা ছাড়াও মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা সকলে অবগত আছেন যে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত উপজাতি শরনার্থী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, প্রায় ২৫ হাজারের মত, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সমস্যা তৈরী করেছে, বিশেষ করে আজকে তাদেরকে খাওয়া, পড়া থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের ভরনপোষন সেখানে বহন করতে হচ্ছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় যে অর্থ সে অর্থ ঠিক মত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এইটাকে সেখানে বামফ্রন্ট সরকার মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে দেখেছেন। এইটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। কাজেই সেই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সেখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরদ্দে চাওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে যেমন বন্যা ও খরার কারণে ফসলহানী ঘটে, ফলে কৃষকরা বিপন্ন হয়, আমরা দেখি অনেক বাড়ী-ঘর সেখানে ঘুর্নীঝাড়ে পড়ে যায়, তখন তাদেরকে তৎকালীন কিছু সাহায্য দিতে হয়। আমরা দেখি সেই সমস্ত কারণে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কাজেই আজকে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যেটা, সেটা অত্যন্ত যুক্তি সংগত এবং এইটাকে আমরা সমর্থন করি। আমরা দেখেছি এখানে এন আর ই পি, আর এল ই জি পি ইত্যাদি কাজ করার জন্য, এটা গ্রামের উন্নয়নের কর্মসূচী এইটা অনেকটা নির্ভর করে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষ, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর যারা রয়েছেন তাদের জন্য এই কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য সেখানে এই কাজগুলি চালু রাখার প্রয়োজন, যদিও আমরা জানি তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দিচ্ছে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ভাবে কাট-ছাট করে এই সমস্ত কর্মসূচীগুলিকে সেখানে বাধা সৃষ্টি করছে। তবুও এই কাজকে অব্যাহত রাখার জন্য আরও টাকা প্রয়োজন এবং এইটা আমরা দাবী রাখছি পাশাপাশি আজকে গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচীকে অব্যাহত রাখা দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, এখানে আরবান এরিয়া ডেভেলাপ করার

জন্য, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এসবই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে রাখা হয়েছে। আমি দেখছি এই অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রত্যেকটি যুক্তি সঙ্গত ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে জড়িত। কাজেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব এখানে পেশ করা হয়েছে সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধান সভায় গত ১৯শে ডিসেম বর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সবচেয়ে একটা জিনিস আমি বলব, সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ। এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অনেক কিছু আছে। বামফ্রন্ট সরকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এবং করবেন। সেজন্য বৎসরে ২বার হউক, ৩বার হউক সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনতে হয়, কারণ উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে টাকার প্রয়োজন আছে, সেটা শিক্ষা হউক আর রাস্তাঘাট হউক।

কি স্বাস্থ্য, কি কৃষি সবটা মিলিয়ে একবাক্যে বলা চলে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের এক বিরাট উন্নতি হয়েছে। আমরা যেখানে গেছি সেখানেই শোনেছি, আমাদের মাননীয় বিধায়করাও শোনেছেন যে, গ্রামাঞ্চলের এখন প্রধান দাবী হচ্ছে বিদ্যুৎ। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরার কি চেহারা ছিল আর এখন কি চেহারা হয়েছে? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসা পর গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন? স্কুল কলেজের এবং হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। সেখানে আর এ সব বিষয়ে কোন দাবী নেই বললেই চলে। এখন তাদের দাবী হচেছ বিদ্যুতের কথা বলছি এই জন্য যে, কোন দেশের কোন রাজ্যের বা কোন গ্রামের মানুষের যখন আর কোন বাবস্থানের কোন চিন্তা থাকে না, মানুষ যখন আর উপবাসে ছাকে না, তাদের যখন অন্নবস্ত্রের অভাব থাকে না, রাস্তাঘাটের কোন অসুবিধা থাকে না তখন মানুষ একটু আরাম চায়, তাদের ঘরবাড়ী সাজাতে চায়, আর তখনই সে দাবী করে বিদ্যুতের আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যখন আমি ভট্টপুকুরে গেছি সেখানে মানুষ দাবী করেছেন যে, প্রথমত: তাদের বিদ্যুৎ চাই, দ্বিতীয়তঃ তাদের রাস্তাটা ৫ কি ৬ বছর আগে ব্রিক সলিং হয়ে গেছে, এখন সেখানে মেটেলিং বা কার্পেটিং করতে হবে, এবং তৃতীয়টি হচ্ছে-সেখানে একজনের একটা মেয়ে আছে তার চাকুরী সম্পর্কে মেয়েটির

চাকুরী হওয়া দরকার। আমি সেই মিটিংএ বললাম যে, আপনারা একবার ভেবে দেখুন ব্যাপারটা কি ? সবার কাছে বলেছি এই হাউসেও বলেছি যে, মানুষ যখন মোটামুটি অন্নবস্ত্রের বাসস্থানের অভাব থাকে না তখন মানুষ চায় একটু ইলেকট্রিকের আলো। আর আজকে আমরা কি দেখছি, এই টি, এন, ভি, দের খুন খারাপি আর, টি, ইউ, জে, এস, এবং কংগ্রেস (আই) আজকে যে কান্ড করলো, তার কারণ তো সেখানেই। আজকে ত্রিপুরার মানুষ দুবেলা মোটামুটিভাবে খেতে পারে এবং আজকে প্রতিটি গ্রামে প্রতি এক বা দেড় কিলোমিটার দূরে দূরে একটা প্রাইমারী স্কুল, বাল্কয়ারী স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, হাইস্কুল, দ্বাদশ শ্রেনী স্কুল স্থাপন করেছেন এই বামফ্রন্ট সরকার। তার পর চলছে কলেজ, এইবার আরো দুটি কলেজ হবে একটি সাব্রুমে এবং আরকটি কমলপুরে। এইভাবে আজকে ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের চেহারা দেখে তাদের চোখে ঘুম নেই। আজকে তারা দিশেহারা। কি করবে তারা ভেবেই পায় না। তবে আজকে একটা পথ তারা বেছে নিয়েছে যে, আজদে যদি তারা ত্রিপুরাতে খুন খারাপি সৃষ্টি করতে পারে, অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে তবে হয়তো মানুষ এই বামফ্রন্টের উপর অনাস্থা আনবে। তখন বামফ্রন্ট সরকারের উপর তাদের ঘৃনা আসবে তখন মানুষ বলবে যে, তারা বামফ্রন্ট সরকারকে চায় না। কিন্তু এটা পারবে কি এই ত্রিপুরায় ? অসম্ভব। কারন আজকে সারা ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি ? আজকে ত্রিপুরায় যে, দুটি উপনির্বাচন হয়ে গেলো, হয়ে গেল, বিধানসভার তেলিয়ামুড়া আসনে এবং এ, ডি, সি'র করমছড়া আসনে। সেখানে তাদের প্রাথীরা পরাজিত হয়েছেন বামফ্রন্ট প্রার্থীর কাছে। ফলে আজকে তাদের চোখে ঘুম নেই, খাওয়া নেই, উন্মাদ। তাই তারা বিধানসভার মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। ওরা বলছে, তারা গণতন্ত্র মানে কিন্ত, বামফ্রন্ট গণতন্ত্র মানে না। ওরা মানে গণতন্ত্র ? তাই যদি হয় তবে কি করেছে সেই মালবাসায় অমরপুরে ? নীরিহ মানুষকে খুন করলো। কি রাজনীতি সেখানে ? আজকে বামফ্রন্ট সরকার পদ-ত্যাগ করুক। বামফ্রন্ট সরকার অমুক করুক. তমুক করুক, তারপর টি, এন, ভি,কে বে-আইনী ঘোষনা করলে পরে তারপরে খুন খারাপী বন্ধ হবে কোন ইতিহাস সে কথা বলে ? কোন পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করলে খুন খারাপী বন্ধ হবে, আন্দোলন বন্ধ হবে, দাবী দাওয়া নিয়ে মানুষ আর মিছিল মিটিং করবে না, কোন ইতিহাস সে কথা বলে ? এতো পাগলের প্রলাব। এটা কি রাজনীতি ?

আগে যে পূর্ব পাকিস্থান তখন কোন স্কুলের ছাত্রকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো যে পূর্ব পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ? মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি ? খাদ্যমন্ত্রীর নাম কি ? তখন সে উত্তর দিত সকালেরটা বা বিকেলেরটা ? কতবার এই মন্ত্রীসভা উলট পালট হলে এই দুই তিন বছরে বলা মুস্কিল। আগামী দিন তারপরে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কংগ্রেস আমি প্রশ্ন রাখি, যেখানে যাই সেখানে প্রশ্ন রাখি আপনারা কোন কংগ্রেসকে ভোট দেবেন ? গতকালকে যে কংগ্রেসের নামাকরন করা হয়েছে সেটির না আজকেরটা,-কোনটা ? কালকে রাত্র প্রভাত হলে শুনবেন আরেকটা কংগ্রেস। কোনটাকে আপনারা ভোট দেবেন ? ওদের মাথার কি ঠিক আছে ? আজকে অশোকবাবু এখানে নেই কেন ? বাসিত আলি কোথায় গেছেন ? আরো কমবে, তাঁদের নাম্বার আরো কমবে, বাড়ির গার্ডিয়ান কে হবে ? দেশের নায়ক কে হবে, আর এখানে রাজ্যের নেতা কে হবে, ? সেটা তাদের কোন ঠিক ঠিকানা কিছুই নাই। কি আশা করতে পারে ত্রিপুরার সাধারন মানুষ ? তাদের উপর মানুষের আস্থা থাকবে ? অসম্ভব, থাকতে পারে না। আজকে বিদেশ থেকে কেউ যদি কংগ্রেস সভাপতির নামে কোন চিঠি লিখে তবে সেটা যদি বিকেলে লিখে তাহলে সকালে আরেকজন সভাপতি হবেন, তবে সে চিঠিটা ফেরত যাবে। ত্রিপুরার মানুষ এইটা কি বুঝেনা ? খুব ভাল ভাবেই বুঝেন।

আজকে ত্রিপুরার মহিলা শিক্ষার কি অবস্থা হয়েছে ? আজকে আর ভারত-বর্ষের মধ্যে মহিলা শিক্ষার দিক দিয়ে ত্রিপুরা প্রথম, দ্বিতীয় পশ্চিমবাংলা। আর শহরে মহিলাদের শিক্ষিতের হার ৭ম স্থানে আছে। আর বামফ্রন্ট আসার আগে ত্রিপুরার ডেভেলামমেন্ট কি ছিল ? আজকে উনারা এখানে নাই। থাকলে তাদের কথা বলতে গিয়ে সুখ পাওয়া যাইতো, আনন্দ পাওয়া যাইতো। আজকে ত্রিপুরায় প্রচুর বেকার, সে সংখ্যা আরো বাড়বে। কোথায় তাদের ঠাঁই হবে ? বন্ধ ডাকে, মানুষ খুন হলে পরে। ভাল কথা আমরাও ডাকি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট ব্যতিরেকে কোন বন্ধ তারা ডেকেছে যে, ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করা হোক, কাগজ কল আরেকটি জুটমিল স্থাপন করা হোক। এই সম্পর্কে নেই তাদের কোন বক্তব্য। কিন্তু তারা কি করতে পারেন, না বিধান সভায় বসে টেবিল চাপড়ারী, টেবিল ভাঙ্গা, আর আজকে তারা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও আক্রমন করলো-কত সাহস তাদের ? আর উল্টা দোষ পড়ে আমাদের উপরে। এইটা ত্রিপুরার মানুষ সবাই বুঝেন। শতকরা ৯০ জন বেকার বলেন যে, 'তাদের আমরা চিনেছি।'

আজকে গাঁও পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনের প্রাক্‌কালে তারা গ্রামে গিয়ে মানুষকে কি বলছে, এই ত্রিপুরাতে খুন করছে কারা ? সঙ্গে সঙ্গেই জবাব-কাদের থেকে জনগণের

থেকে যে মশাই, এই বামফ্রন্ট খুন করে, তাই যদি হবে তবে এই বামফ্রন্ট ১৯৮০ সালের যে দাঙ্গা হয়েছিল এই তেলিয়ামুড়ায়, তারপরে গত উপনির্বাচনে এই বামফ্রন্ট প্রার্থী জীতেন সরকার এত ভোটের পার্থক্য নিয়ে ফিরলে কি ভাবে ? ঠিক তেমনী করমছড়ায় ? এর পরে কি উত্তর ? আর বলতে পারেন না ? কাজেই এই ধরণের পাগলামী তারা করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই ধরণের পাগলামীর মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে। আমি রহস্যটাই বললাম। এই কাট মোশান আনছে এরা। কেন এনেছে ? বিরোধী দল বলে আনতে হয় তাই এনেছে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। মোটা-মুটিভাবে, এটা আজকে জলের মত পরিস্কার গত বিধানসভায় বার বার তারা বলেছেন যে বামফ্রন্টের পায়ের তলায় মাটি নেই। কিন্তু এইবার তারা কি বলবেন ? এইবার আর বলেনা। একদিনও শুনিনি। আরো মশাই, দেখবেন তো সিমুলে তুলার মত উড়ে যাবেন। কিন্তু সেই রাগিনী সেই সুর আর নাই। কি অবস্থা তাদের ? কিছু নাই। মুখ কালা মুখ সাদা, চোখ বসে গেছে। তারপরে এইটা তো পরিস্কার পরিকল্পিতভাবে এই খুন। এই বিধানসভা চলছে। একটা কিছু করো। আর তা না হলে এই বিধানসভায় বসে থাকতে পারছিনা, তাদের সামনে। একটা কথা বলতে সাহস পাইনা লজ্জা পাই লজ্জা দেয়। কাজেই একটা কিছু করো। এইতো ব্যাপার। আজকে আবার কোন প্রোগ্রাম নিয়ে কোন কান্ড করে ভগবান জানেন !

আজকে তাদের কিছুই নাই। গ্রামে তারা যায় না ! গ্রামে তারা মিটিং করেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে তাদের যত বড় বড় নেতারা গ্রামে গিয়ে মিটিং করেন সেখানে কি অবস্থা লোক মাত্র ৫ জন, কি ৭ জন। তারপরে তারা হরিধ্বনি দিয়ে প্রেমধ্বনি দিয়ে চলে আসে। এখানে নগেন্দ্র জমাতিয়া কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন, তারা নমিনেশন পেপার সাবমিট করতে পারেনা। বাধা দিচ্ছে। কি সাংঘাতিক কথা। ১৪ জন না ১৫ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করেছেন। এইকি সম্ভব ? কোন দিন সম্ভব না। অর্থাৎ সেখানে প্রার্থী দিলে পরে ভোট পাওয়া যাবে না। আর যেটা পাওয়া যাবে সেটা অত্যন্ত লজ্জাস্কর হবে লোকে হাসাহাসি করবে। কারণ ত্রিপুরার মানুষ বুঝেন যে তারা কোন দিকে যাবেন। আর এই ত্রিপুরার দিকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাকিয়ে আছেন। এই ত্রিপুরাতে যা আইন আছে সেখানে নিজের খেয়াল খুশীমত যা ইচ্ছে তাই বললাম তা বলা যাবে না। আজকে পশ্চিম বাংলার সাথে

বিহার. উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরার সাথে মিজোরাম, আসাম, কি আছে? নজীর আছে? না, এখানে কোন দেওয়াল আছে, খোলা মাঠ খোলা জায়গা খোলা রাস্তা কোন দরজা নেই। কি আছে সেখানে? এক চাষী আরেক চাষীকে খবর জিজ্ঞাসা করে যে, ভাই, খবর কি? বোলে ভাই খবর তো ভালই। তবে আমাদের খবর কি? বোলে ভাই আমাদের তো এখন চৈত্র মাস। খাজনা দিতে হবে। তবে তোমরা? বোলে ভাই, আমাদের তো খাজনা দিতে হয় না। সাড়ে সাতকানি পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার মকুব করে দিয়েছেন। তারপর পোলাটার খবর কি? কেন, হাল বাইতে গেছে, লাকড়ী কাটতে গেছে। বোলে ভাই কেন? স্কুলে পাঠাতে পার না? স্কুলে বেতন দিতে পারি না, তাই পাঠাই না।

এই আলোচনাগুলি চলে ত্রিপুরার বহির্ভাগে, এই ত্রিপুরার কর্মকান্ড, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের কর্মকান্ড, যা কিছু গত ৯ বছরের ইতিহাস করেছে আজকে সারা ভারতবর্ষে।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ভাষন এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরন সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকারঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯-১২-৮৬ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে বলতে হয় যে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে তথা ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে তাদের উন্নয়নের যে ধারা, আজকের এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ তার মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। সেটা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে নজীর বিহীন এবং তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বিগত তেলিয়ামুড়া এবং বরমছড়া উপনির্বাচনে। বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। ত্রিপুরার মানুষ সেই খুনীদের সমস্তপ্রকার ভয়ভীতিকে এড়িয়ে বামফ্রন্টের প্রতি তাদের সমর্থন আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। এবং পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব

সমিতি এবং নির্দল যারা রয়েছেন, তারা আজকে বুঝতে পেরেছেন যে, তারা আর কোনদিনই এই ত্রিপুরায় ক্ষমতার ফিরে আসতে পারবে না।

যার জন্য, তারা আজকে পাগলা কুকুরের মত বিধানসভার বাইরে ভিতরে গুন্ডামী শুরু করে দিয়েছেন। ভাবছেন যদি এই উন্নয়ন ধারা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুরার মানুষ তাদের কোন দিন ভোট দেবে না, তাদের আর গদিতে ফেরা সম্ভব হবে না। গত ৪ঠা এপ্রিল মোহনপুর ব্লকের বেশ কয়েকটা গাঁওসভা প্রচন্ড শিলা-বৃষ্টি এবং ঝড়ে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সেই শিলাবৃষ্টিতে এবং ঝড়ে বহু ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই ঘরের নীচে পড়ে স্কুলের শিশু, বৃদ্ধ ৬ জন মারা গিয়েছিল। সংগে সংগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমনকি আমাদের বামফ্রন্টের কয়েকজন নেতা, মন্ত্রী এবং সেখানকার গণতান্ত্রিক প্রতিটি মানুষ সেই ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষদের সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং যাদের ঘর পড়েছে তাদের ২০০ টাকা, যাদের আংশিক ক্ষতি হয়েছে, তাদের ১০০ টাকা এবং যারা মারা গিয়েছে তাদের পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে তারা এই দৃষ্টান্তটা দেখাতে পারবেন না। যখন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছুটে গেছে তাদের সাহায্য করতে তখন কিছু কংগ্রেসী যুবক, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের বি, ডি, সিকে ঘেরাও করে তাদের লিস্ট মত টাকা দেওয়ার জন্য বাধ্য করেছিল এবং শুধু তাই নয়, তারা শ্লোগান দিয়েছিল, "বামফ্রন্ট নিপাত যাক, বামফ্রন্ট সরকার পদত্যাগ কর" ইত্যাদি। অথচ বি, ডি, সি, এর নেতারা ঘরে ঘরে এনকোয়ারী করে যে টাকা দিয়েছে সেটা তাদের অভিপ্রেত নয়। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার ঠিক ঠিক ভাবে টাকা ব্যয় করুক এটা কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, এবং নির্দল সদস্যরা চান না। যার জন্য বরাদ্দ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে এসেছে সেটার বিরোধিতা করছেন।

পাশাপাশি উল্লেখ করা যায় যে ত্রিপুরা সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা সামাজিক কারণে বিপথে গিয়েছে এবং রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে আজকে তাদের পুনর্বাসনের জন্য মোহনপুরে, তারা যাতে সচ্চরিত্রবান হয়, তারা যাতে নিজেরা কাজকর্ম শিখে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আমাদের কংগ্রেস (আই) বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রচার চালাচ্ছেন আমাদের এখানে বেশ্যালয় হতে দেব না। যখন সেখানকার জনগনকে বোঝানো হল তখন তারা সেই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হলেন না। আমরা দেখতে পাই বামফ্রন্ট তাদের সমস্ত কাজ, সমস্ত

উন্নয়নের স্বার্থে টাকা খরচ করছেন। এত বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা, এত অত্যাচার ভয়, ভীতি, খুন সন্ত্রাস সত্বেও যেভাবে তাদের উন্নয়নের গতি চালিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য এই বরাদ্দকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ-মন্ত্রী এই হাউসে রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকে বিচার বিবেচনা করে কৃষি শিল্প, ভূমি রাজস্ব, সমাজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৭০০ টাকার অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন। আমি এটা সমর্থন করছি।

যেমন কৃষিখাতে ধরা হয়েছে ৭৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। বামফ্রন্ট আসার পরে আমরা লক্ষ্য করছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা কৃষক, এই সরকার আসার আগে খরায়, বন্যায় এবং পোকার আক্রমনে যখন কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছিল তখন তার পাশে সরকার থাকত না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে আমরা লক্ষ্য করছি, এই যে ইচি পোকার আক্রমন গেল, বামফ্রন্ট এবং কৃষি দপ্তরের কর্মীরা মাঠে মাঠে ক্যাম্প বসিয়ে ঔষধ স্প্রে করেছে। শিক্ষার দিক দিয়েও আমরা দেখছি ২১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি এই সরকার আসার আগে দুর্গম এলাকায় শিক্ষার সুযোগ ছিল না। যদিও কোন জায়গায় ভাঙ্গা স্কুল ছিল, কোন শিক্ষক বছরের পর বছর যেতেন না। আজ আমরা লক্ষ্য করছি এ দুর্গম এলাকায় উপজাতি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে যে স্কুলগুলি হচ্ছে সিনিয়ার বেসিক, জুনিয়ার বেসিক, হাইস্কুল. এছাড়া মক্তব মাদ্রাসা এই-গুলি হচ্ছে, তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন। কাজ করতে গেলে টাকার প্রয়োজন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে শুধু শিক্ষার দিক দিয়ে নয় সব দিক দিয়ে উন্নতি হচ্ছে। সেটা শুধু আমি বলছি না। আমবাসা, কৈলাশহর এবং করমছড়ার মানুষও ভোটের মাধ্যমে রায় দিয়েছে। আমরা দেখছি ফুল দং সহ—এ পর্যন্ত কাজ হচ্ছে। জম্পুই এলাকায় টি, আর, টি, সি, বাস চলাচল করছে।" ধর্মনগর থেকে ডাইরেক্ট জম্পুই পাহাড়ে চলে যাচ্ছে। টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেস (আই) সেগুলি আজকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখবেন কি করে? বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজ গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে এবং পিছিয়ে পড়া উপজাতি, তপশীলি জাতি বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যে

কাজ করছে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ নাই দেখে জনগনকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেমন বিধানসভার ভিতরে গন্ডোমি করছে, বাইরেও এমন করছে। এই যে অমরপুরের মালবাসায় গন্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়ই তাদের হাত আছে। বিধানসভায় যেমন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উপর আক্রমণ করল তা হলে বিধানসভার বাইরে তারা কি করছে তা বুঝতেই পারছেন।

এবং আমরা দেখছি কোথাও তারা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছেন. আবার কোথাও দেখছি উপজাতি অনট বাঙ্গালীদের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে. আবার কোথাও দেখছি বর্ণহিন্দু আর তপশীলি জাতির মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে। তারা রাজনৈতিক কোন বক্তব্য ত্রিপুরার জনসাধারনের কাছে রাখছে না। স্যার, আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ধর্মনগরের চুরাইবাড়ীতে একটা মন্দির আছে, সেখানে একটা তুলা গাছের নীচে একজন সাধু থাকে,—সেখানে বিশ্ব হিন্দুপরিষদের একটা অফিস আছে আর, এস, এস. আছে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে সেই জায়গায় একজন মৌলভী নাকি ঢুকে নামাজ করছে। এই নিয়ে সেখানে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল কংগ্রেস (আই) থেকে বন্দেমাতরম ইত্যাদি শ্লোগান দেওয়া সুরু হল। টি, ইউ, জে, এস, থেকেও গেল বলা হল, যে সি. পি এম-এর লোকেরাই এটা করিয়েছে। ভাগ্য ভাল এই সময় যদি বামফ্রন্ট সরকার যদি ত্রিপুরায় না থাকত তাহলে একটা বিরাট দাঙ্গার সৃষ্টি হত। তখন সেখানে আমাদের যুব কর্মীরা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে সেই উত্তেজনা শান্ত করেন। তারা এইভাবে সর্বত্রই এটা করছে। ধর্মনগরে শাকাই বাড়ীতে ১০০ বছর আগের একটা কবরখলা আছে। সেই কবরখলায় কংগ্রেস (আই) থেকে একটা কালী মূর্তি স্থাপন করে কীর্ত্তন শুরু করে দেয়। এই এলাকায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা রায়ত সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে তারা এইভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরায় যদি বামফ্রন্ট সরকার না থাকত তাহলে সেখানে বহু লোক মারা যেত, এ কংগ্রেস (আই)র চক্রান্তে। তাই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধকে সমর্থন করছি। আর এই সমর্থন করার বিভিন্ন কারণন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শুধু কৃষি এবং শিক্ষা খাতের কথাই নয়, এই আমাকে মাইনরিটি ব্যাপারে কিছু না বলে পারছি না। স্যার আমরা গত ৩০ বছর কংগ্রেসের আমলে দেখেছি ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত আমরা দেখেছি মুসলমানদের বিলীন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের কোন কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। হাট করার ব্যবস্থা ছিল না স্কুলে যাওয়ার অবস্থা ছিল না, মানুষকে আডডার চেক সঙ্গে নিয়ে বাজারে যেতে হত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

শচীন বাবু বহু মাইনরিটি সম্প্রদায়ের লোকদের বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। তখন মার্কসবাদী দলের অনেক নেতাই জেলে ছিলেন। এইভাবে পরিকল্পিত ভাবে দুর্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য আজকে পাহারাদারের মত ব্যবস্থা করেছেন। আজকে এই আগরতলায় নজরুল ছাত্রাবাস করছেন মুসলমান ছাত্রদের থেকে পড়াশুনা করার সুবিধার কথা চিন্তা করে। এই ছাত্রাবাসটি কে করতে ১০ লাখ টাকা টাকা খরচা হবে। মুসলমান ছাত্রদের পড়াশুনার অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই সরকার এটা করছেন। এছাড়া কৈলাশহর, উদয়পুরে মুসলমান ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য ছাত্রাবাস এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের শহরগুলিতে বিভিন্ন কাজের জন্য আসতে হয় তাদের থাকার সুবিধার জন্য রেস্ট হাউসরও সংস্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিকে কোন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হত না কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মক্তব ও মাদ্রাসাগুলির শিক্ষকদের জন্য ১৯৮৩ইং সাল থেকে প্রাইমারী শিক্ষকের বেতন চালু করা হয়েছে। এছাড়া এইগুলির ক্ষেত্রে গ্র্যান্ট-ইন-এইড রুলসও চালু করা হয়েছে। এই সরকার মাদ্রাসাগুলিতে মিডডে মিল এবং সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ থ্রি থেকে ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড বুকগ্র্যান্ড দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চাকরীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে কংগ্রেস আমলে মুসলমানদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছাড়া আর কিছু দেওয়া হত না, আর আজকে দেখা যাচ্ছে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব এগ্রিকালচার পদে চাকরী দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর থেকে একটি ছেলে মেডিক্যাল পড়ার জন্য বাইরে গিয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যাচেছ, আগে মুসলমান মেয়েরা পড়াশুনা করার সুযোগ পেত না। আজকে দেখা যাচেছ মাধ্যমিক পর্যায়েও লেখাপড়া করছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আগে মুসলমান সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যাচ্ছিল-পারি গান জারি গান, এগুলি লোপ পাচ্ছিল। আর আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই সব মুসলমান সংস্কৃতিগুলিকে পুনরোদ্ধার করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সব দেখে আমাদের ওয়াজেদ আলী সাহেব তো একেবারে গেল গেল রবে হৈ চৈ করে উঠেছিলেন। আর "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দাংঙ্গা লাগাবার জন্য !

একটা সুর-সুরি দিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। স্যার, আমি বলতে চাই, এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী করা হয়েছে, তা ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে, এতে ত্রিপুরার জনগণের ভাল হবে।

এখানে যে টাকাচাওয়া হয়েছে তা খুবই কম হয়েছে বলে আমার মনে হয়। যাই হউক, এখানে যে টাকা চাওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গোরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯শে ডিসেম্বর মাননীয়, মুখ্য মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে অতিরিক্ত যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন আমি সেটা সমর্থন করছি। আজকে ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি, সমাজ শিক্ষার জন্য বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে, পড়ায়, পাড়ায় সামাজিক শিক্ষার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সেটা আগে ছিল না। আমরা আরো লক্ষ্য করি, বর্ডার এলাকায় মানুষের শিক্ষার জন্য, মানুষের কাজের জন্য, মানুষের বাঁচার জন্য কোন চিন্তা ছিল না দীর্ঘ ৩০ বছর। গ্রামাঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার জন্য তাদের মা-বাবার চিন্তার কোন শক্তি ছিল না। স্যার, আমরা লক্ষ্য করি বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে বর্ডার এলাকার সবকিছু গড়ে উঠেছে। স্যার শুধু শিক্ষা নয়, তাদের মায়েদেরও যারা লেখা পড়া জানে না সমাজ শিক্ষার মাধ্যমে, তাঁত শিক্ষা ট্রেলারিংয়ের শিক্ষা, গর্ভবতী মায়েদের ঔষধ-পত্র দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষ ফিরে পেয়েছে বাঁচার প্রশ্ন, তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। শধু তাই নয়, গ্রামের মায়েরা সারাদিন কাজের পরে অনেক সময় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে বসে রামায়ন, মহাভারত, পদ্মপুরাণ আলোচনা করে, পড়াশুনা করে, আগরতলা শহরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে, পুরস্কার নিয়ে যায়। এটা কি আগে ভাবা গিয়েছিল? আজকে রাজীব গান্ধী কি শিক্ষা নীতি নিয়েছেন? বড়লোকদের ছেলেদের জন্য মডেল স্কুল খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। গ্রামের মানুষদের যদি শিক্ষিত করে তুলা যায়, তাহলে আর তাদের পরিচালনা করা সম্ভব নয়, দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষ তার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, মন্ত্রীরা নেতারা মিথ্যা কথা বলেছেন। কিন্তু এটা তারা ভাবতেই পারে নি, মন্ত্রীরা নেতারা মিথ্যা কথা বলতে পারেন স্যার। এখানে একটি ঘটনার কথা বলছি। কিছুদিন আগে বিধানসভার এ্যাসুরেন্স কমিটি বাইরে গিয়েছিল। সেই কমিটির সাথে আমিও গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে কংগ্রেস (আই) এর দুইজন সদস্য

ও উপজাতি যুব সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস সদস্য হচ্ছেন, শ্রীবাসিত অলী, শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ও উপজাতি যুব সমিতির সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া। তাঁরা কিছুতেই বোম্বে যেতে রাজী হলেন না। কারন সেখানে যুব কংগ্রেসের কনফারেন্স চলছে। যদি তাঁরা যান, তাহলে নাকি কিছুতেই মান-ইজ্জত নিয়ে ফিরতে পারবেন না। স্যার, আজকে বিধান সভায় উনারা নেই। উনারা জানেন, যুব কংগ্রেস কাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আজকে তাঁরাই গণতন্ত্রকে আক্রমন করেন, বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমন করতে আসেন। সেটা হবে। কারন, তাঁদের চিন্তাধারা, তাঁদের চরিত্র, তাঁদের কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, আর আজকে এই বিধান সভায় তার রূপ দেখা গেল। এখানে গুন্ডামি করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। মুখ্যমন্ত্রী যখন ঐদিন বাজেট পেশ করে বিবৃতি দিচ্ছিলেন, আমরা শোক পালন করছিলাম, তারপর বিরোধী দলনেতা সুধীর মজুমদার বাবু বিবৃতি যা রাখলেন তা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উনি বলেছেন, বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন, সে বিবৃতির ফলে নাকি, উপজাতি যুবসমিতি দুর্বল হয়ে যাবে, টি, এন, ভি, নাকি আত্ম-সমর্পণ করছে। আজকে উনারা এই বিধান সভায় নেই আজকে প্রমান হয়েছে, তাঁদের কথা। উনার সে দিনের বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল হতাশা ও বেদনার ছাপ। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে, আজকে তাঁরা যা কিছু করে গেলেন, সেটা তাঁদের ১৯শে ডিসেম্বরের বক্তব্যের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল। এ সবের মধ্যে যে কংগ্রেস (আই) যুক্ত ছিল তা ভুল হতে পারে না।

ত্রিপুরার মানুষ ওদের ক্ষমা করতে পারে না। কথা বলার কোন সুযোগ নাই উনাদের। উনারা আস্তে আস্তে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ ওদেরকে উৎখাত করছে। আজকে ত্রিপুরাতে যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে উনারা আতংকিত হয়ে পড়েছেন। আজকে মানুষ সচেতন হয়েছে। মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। এই ৯ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত সমস্যার সমাধান না করতে পারলেও অন্ততঃ মানুষের মর্যাদাটুকু ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। মানুষকে শিক্ষিত করতে পেরেছে। মানুষ হিসাবে বাঁচার যে অধিকার সে অধিকার ওরা অর্জন করতে পেরেছে। আজকে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, বুঝতে পেরেছে তারা আস্তে আস্তে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই উপায়ান্ত না দেখে তারা রাজ্যের মধ্যে খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে। আজকে

ভারতবর্ষের মানুষ বুঝেছে কারা এই রাজ্যের মধ্যে খুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আজকে তারা এই উন্নয়নমুখী বাজেটকে মেনে নিতে পারছে না। কারণ তাদের পায়ের তলার তলার মাটি আজকে সরে যাচ্ছে, তাইতো তারা আতংকিত। এই আতংকগ্রস্থ হয়ে আজকে এই বিধান সভার মধ্যে তারা যে নারকীয় কান্ড করেছেন, সেটাকে আমি তীব্র ভাষায় ধীক্কার জানাচ্ছি যে, পবিত্র বিধান সভায় সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে আলোচনা হয়, সাধারণ মানুষের সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করা যায়, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সাচ্ছন্দ নিয়ে যেখানে আলোচনা হয়, সেখানে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, নেতারা গুন্ডামি করতে আসেন। সুতরাং তাকেরকে নিন্দা করার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। স্যার, আমি এই সাপ্লিমেন্টারি ডিমান্ডস্ ফর গ্র্যান্টস-গুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সর্বপ্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডস্ ফর গ্র্যান্টস্-গুলিকে সমর্থন করছি এবং এখানে আমার দপ্তরের তিনটা ডিমান্ড রয়েছে সেগুলিকেও আমি সমর্থন করছি। আমি আশা করছি হাউস এই ডিমান্ডগুলিকে পাশ করাবেন। স্যার, আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার প্রথম যখন ১৯৭৮ ইং সালে ক্ষমতায় আসে, তখন কংগ্রেস (আই) ঘোষলা করে যে, এই সরকারকে কোন মতেই থাকতে দেওয়া হবে না। স্যার, আরেকটু আগে যাই, ১৯৮৭ ইং সালে কেরালাতে ই, এস, নাম্বুদ্রিপাদ এর নেতৃত্বে একটা সরকার গঠিত হয়েছিল। সেই সময় প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন সর্ব ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, আর জওহরলাল নেহেরু ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী। ক্ষমতার এসে নাম্বুদ্রিপাদ সরকার দুটো বিল হাতে নিলেন (১) শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলি থেকে দুর্নীতি নিবারণ বিল এবং (২) ভূমি সংস্কার বিল আমরা দেখেছি, এই সরকারকে ফেলে দেবার জন্য ইন্দিরা গান্ধী চক্রান্ত শুরু করলো। এই সরকারকে যদি এমনিতে ফেলা না যায়, তাহলে ওদের জোর করে ফেলে দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারতবর্ষে

জরুরী অবস্থা জারী করে গোটা দেশকে কারাগারে পরিণত করেছিলেন। এই বামফ্রন্ট সরকারে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করবে, রাজ্য সরকার সিমীত ক্ষমতার মধ্যে জনসাধারনের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন, মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা যখন এই প্রতিশ্রুতি পালন করবার জন্য গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করছিলাম তখন কংগ্রেস (আই) উল্টা দিকে গেলেন। যে চেহাবাটা আজকে বিধান সভায় দেখেছি, সব ভারতীয় কংগ্রেসের যে চেহারা, তাথেকেও ঘৃন্যতম চেহারা ত্রিপুরার এই কংগ্রেস (আই) দলের। সারা ভারতবর্ষে আজকে আগুন জ্বলছে। আজকে আমরা চিন্তিত গোটা ভারতবর্ষকে এক জায়গায় রাখা যাবে কিনা। আজকে সংহতির প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, যার সঙ্গে রাজ্যগুলির উন্নয়ন জড়িত। আজকে কংগ্রেস (আই) দল সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে আঁতাত করে এদেরকে উস্কানি দিচ্ছে। যার ফলশ্রুতি রাজ্যগুলি পশ্চাদপদ, রাজ্যের মানুষগুলি পশ্চাদপদ থেকে যাচ্ছে। আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম ক্রমশ উর্দ্ধমুখী, শিল্প কারখানা একের পর এক বন্ধ যাচ্ছে, মানুষের মনে বাড়ছে বিক্ষোভ। আজকে সামাজ্যবাদী শক্তি, বিশেষ করে সি, আই, এ, চক্রান্ত করছে গোটা দেশকে ডিস্টেবিলাইজ করে দেওয়ার জন্য এবং সমস্ত দলগুলি বুঝে না বুঝে এই কাজে সামাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে মদত দিচ্ছে এবং লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল রাজ্যের উন্নতি কল্পে। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের এক প্রান্তে অবস্থিত। এখানে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, কোন শিল্প কারখানা নাই, শতকরা ৮২ জন মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে। সুতরাং এ হেন একটা অনুন্নত রাজ্যের মধ্যে মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। রাজ্যের উন্নতির জন্য যখনই আমরা বাজেটে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করি তখনই বিরোধী দলের সদস্যরা তার বিরোধীতা করেন। বিরোধীতা করার অধিকার তাঁদের নিশ্চয় আছে. আসলে বামফ্রন্ট সরকার কোন উন্নয়ন মূলক কাজ করুক এটা তারা চান না।

আজকে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ডিমান্ড পেশ করা হল যেটা পার্লামেন্টারী সিস্টেম রয়েছে, সেধাকে বানচাল করা, কাজ করতে দিও না, গ্রামে গঞ্জে কোন উন্নয়ন মূলক কাজ না হোক, তারজন্য চেষ্টা করছে। আজকে গ্রামে গঞ্জে স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই দুই মাসের মধ্যে বহু স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে শিক্ষা

সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, এই সমস্ত কাজকে ব্যাহত করা জাতি উপজাতির মধ্যে যেখানে সম্প্রীতি গড়ে তোমার চেষ্টা হচ্ছে তখন সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য তারা চেষ্টা করছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৩০ বৎসর কংগ্রেসী ছিল, সারা ভারতবর্ষে আজকে সাড়ে সাইত্রিশ বৎসর কংগ্রেসী শাসন চলেছে। এই অবস্থার মধ্যে একসময় উপজাতি অংশের মানুষ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল যারা এখন এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোন রাজ্যের মধ্যে এইরকম হয় না। এটা একটা অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিম প্রশ্ন। এই প্রশ্নকে সামনে রেখে চারদিক থেকে উস্কানী চলছে। আমাদের পাশ্ববর্তী রাজ্যে কোথাও ৩০ বৎসর, কোথাও ২০ বৎসর যাবৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সক্রিয় রয়েছে। আজকে শাসকদল সেই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সাথে হাত মিলাচ্ছে, উস্কানী দিচ্ছে, জোরদার করছে, করে আসাম রাজ্যের মধ্যে যেখানে আমরা পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের তাদের যে সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার সেই সাংবিধানিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেখানে আমরা আপ্রান চেষ্টা করছি তখন তারা এগুলিকে বানচাল করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করছে। আমরা ৭ম তপশীল মোতাবেক ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করেছি। আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যতবেশী সম্ভব উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করছি রাজ্য বাজেট থেকে। ওদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছি যাতে উপজাতি এলাকাতে আরও বেশী উন্নয়নের কাজ করা যায়, সেখানে ট্রাইবেল, নন ট্রাইবেল রয়েছে তাদের সকলের যাতে উন্নয়ন করা যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লীর মধ্যে ওরা শান্তি আনতে পারছে না। দিল্লীকে ওরা রক্ষা করতে পারছে না। গুজরাটে চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দাঙ্গা চলছে। উগ্রপন্থীর আক্রমন দিল্লীর মধ্যে বন্ধ করতে পারেনি। এই উগ্রপন্থীর হামলায় শ্রীমতি গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেদিন রাজীব গান্ধী আক্রান্ত হল! রাজীব গান্ধীর ত ৩০ স্তরে রক্ষা ব্যবস্থা। তাহলে এই জটের মধ্যে থেকে তাকে কি করে আক্রমন করে? সেই জায়গাতে আজকে কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এসের সাথে যাদের ঘরে জন্ম টি, এন, ভি, যারা প্রত্যেকটা ওদের লোকগুলি প্রত্যেকটা ইনসিডেন্টের সঙ্গে জড়িত। আজকে ওদের লোকগুলি ওদের সহায়তা করছে। ওরা আজকে চারিদিকে বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে। শহরের ভিতরে, গ্রামের ভিতরে মরা নিয়ে টানাটানি করছে। টি, এন, ভি খুন করে, হত্যা করে, মরা নিয়ে মিছিল করার জন্য সেই মরা নিয়ে তারা উত্তেজনার সৃষ্টি করছে বিভিন্ন জায়গায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা যায় কিনা তার জন্য তারা চেষ্টা করছে অ্যাসেম্বলির বাইরে এবং ভিতরে। ওরা গণতন্ত্র মানে না। সংবিধানকে ৫৫বার সংশোধন করা হয়েছে। শ্রীমতি গান্ধীর আমল থেকে আমরা দেখেছি জায়গায় জায়গায় নির্বাচিত সরকারী লোকগুলি ফেলে দিয়ে এম. এল এদের কিনে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। ওরা এমন কাজ নেই করছে না। সেই অবস্থার সৃষ্টি করছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তারা এই দুরূহ পরিস্থিতি করার চেষ্টা করছে। আমরা এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য আরও প্যারা মিলিটারী চাইছি। রাজনৈতিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের রিকুয়রমেন্ট আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যারা মিলিটারী চাইছি ওদের মোকাবেলা করার জন্য ইদানিংকালে এখানে বলা হয়েছে যে আমার রাজ্যে দৈনিক ১০ কিলোমিটার গ্যাস ১৬ মেট্রিক টন ইউরিয়া হতে পারে। সেই গ্যাস ভিত্তিক সারের কারখানা আমরা চাই। সেই সারের কারখানা আমাদের না দিয়ে রাজস্থানে দেওয়া হয়েছে। সেখানে গ্যাস নেই পাইপ দিয়ে গ্যাস দিতে হবে। মিজোরাম অনুন্নত রাজ্য। সেখানে টাকার প্রয়োজন আছে। লালডেঙ্গাকে বসাল এখন শত শত কোটি টাকা দিচ্ছে। হরিয়ানা ভারতবর্ষের অন্যতম আমার মনে হয় এখন হরিয়ানা টপে আছে। পাঞ্জাব হরিয়ানা উন্নত রাজ্যের মধ্যে ৪১০ কোটি দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল সেদিন থেকে জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছে। হাজার কোটি টাকা দিয়ে এল। আমাদের ওয়ারকিং গ্রুপের আমাদের অফিসাররা যখন ওখানে যায়, আগামী বৎসরের পরিকল্পনা কি হবে, আমাদের এখানে যখন সিদ্ধান্ত নিল ৭টা টি-গার্ডেন ম্যানেজমেন্ট টেক ওভার করবে। আজকে চা বাগানের মালিকরা বৎসরের পর বৎসর অনুপস্থিত থাকে। হাজার হাজার চা বাগানের যে শ্রমিক তারা অভুক্ত অবস্থায় থাকে। এস. আর. ই. পি, এবং এন, আর, ই.পির মাধ্যমে আমরা ওদের খাইয়ে রাখি। তখন ওরা বলছে তোমাদের মাতব্বরি করতে কে বলেছে? ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গভর্ণমেন্ট আন্ডারটেকিং পাবলিক সেকটর যে সমস্ত আছে আস্তে আস্তে প্রাইভেট সেকটারে দিয়ে দেবে। সিক ইন্ডাস্ট্রীগুলি প্রাইভেট সেকটারে দিয়ে দেবে। তোমরা সিক, ইন্ডাস্ট্রিগুলি ম্যানেজমেন্ট টেক ওভার করবে। তা না হলে টাকা পয়সা কিছুই দেওয়া যাবে না। এই ত ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী। তার প্রতিনিধিরা আজকে এখানে বসে আছেন। আমরা বলি রেলের জন্য টাকা চাই, সারের কারখানার জন্য টাকা চাই, জুট মিলের জন্য টাকা চাই, কাগজকলের জন্য টাকা চাই, বিদ্যুতের জন্য টাকা চাই আর ওরা এখান থেকে বলছে আমরা কিছু চাইনা। টি, এন, ভির কথা ওরা কোনদিন বলেছে? টি, এন, ভি একের পর এক হত্যা করে চলেছে এর মধ্যে ওদের ১টি লোকও

কি খুন হয়েছে ? ওদের এম, এল, এরা ত নিভীকভাবে ঐ ইনটেরিয়ার এরিয়াগুলিতে পুলিশ ছাড়া ঘুরে বেড়ায়। ওদের পুলিশ লাগে না। সিকিউরিটি লাগে না। ওরা কি করে ঘুড়ে বেড়ায় সেখানে। কংগ্রেস-আই, টি, ইউ জে, পি, সংঙ্গে টি, এন, ভির ডাইরেক্টুল লিঙ্ক আছে। আজকে টি, এন, ভি যদি এই কথা মনে করে আমাদের সংগে আজকে ভারতের সবচেয়ে হওয় যে শক্তি দিল্লীতে রয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য রয়েছে। সেই দলের লোকের তাদের প্রতি পরোক্ষ ভাবে সমর্থন রয়েছে, আমরা যদি এমন একটা চমক পদ কাজ করতে পারি তাহলে লালডেঙ্গাকে মত বিজয় রাংখলকেও ডেকে দিল্লীতে নিয়ে পরামর্শ করা হবে। আসামে লালডেঙ্গাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পরামর্শ করার জন্য। আজকে গোর্খাল্যান্ডকে মদত দেওয়া হচ্ছে, উস্কানী দেওয়া হচ্ছে। আমাদের নেপালী বাগানের শ্রমিকরা হাজার হাজার শ্রমিক গৃহহীন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এম, পি, আনন্দ পাঠককে আক্রমন করা হল, তার বাড়ীতে ২বার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল পার্টি অফিসে ডিনামাইট চার্জ করা হল। কই আজকে ত এই কাজের কেউ প্রতিবাদ করল না। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যিনি পার্লামেন্টের লিডার, হাউস অফ দি লিডার, একটু দুঃখ প্রকাশ করলো না। তিনি দার্জিলিংএ বক্তৃতা করলেন। তারপর দিন থেকে আবার আক্রমন শুরু হল। ডিস্টেবিলাইজ করা চাই। সর্ব্বভারতীয় জ্ঞানে হোক, শ্রেনী স্বার্থের জন্য হোক একটা পার্টি, একটা দল থাকতে হবে, একজন নেতা থাকবে। সেই জিনিস ওরা চাচ্ছে। কাজেই আমরা যে কাজ করছি, যে চেষ্টা করছি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য, ট্রাইবেল, নন ট্রাইবেল সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছি সেটা ওদের ভাল লাগার কথা নয়। তার জন্য তারা অফিসে আদালতে আক্রমন করছে, সাংস্কৃতিক কর্মী থেকে আরম্ভ করে কর্মচারী পর্যন্ত যারা গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের উপর আক্রমন সংগঠিত করছে। এখানে তারা অরাজকতা সৃষ্টি করছে। আসেম্বলি হাউসের মর্যাদা ওরা বিনষ্ট করছে। আজকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর আক্রমন করতেও দ্বিধা করেনি। এই পরিস্থিতির মধ্যে আগামীদিনে সব মানুষের মধ্যে ঐক্যের গড়ে তোলার যে চেষ্টা করা তা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমরা চেষ্টা করে যাব। আজকে সব অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা রয়েছে এবং এই কাজগুলি করার জন্য যে বরাদ্দের প্রয়োজন আমি আশা করি এই হাউস এই বরাদ্ধকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ !

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আজকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি জানতে পারলাম যে কংগ্রেস (আই) ও টি ইউ জে এস তারা কালকে ২৪ ঘন্টার বন্ধ ডেকেছে। আমি হাউসের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে এই বন্ধ আমাদের সরকার, ত্রিপুরার জন-সাধারন তারা বন্ধের ডাককে অগ্রাহ্য করবে সমস্ত কাজ শান্তিপূর্ণভাবে চালু রাখবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বন্ধের লক্ষ্য কি এই হাউসের সামনে আজকে পরিস্কার হয়ে গেছে, এই সরকারকে যে-কোনভাকে উচ্ছেদ করা, এই সরকার টি এন ভির সরকার এই শ্লোগান এই হাউসের মধ্যে ওরা উপস্থিত করেছে, । বুঝতে কষ্ট হয় না যে, যারা দাঙ্গাবাজ, বাঙ্গালী হত্যার মধ্য দিয়ে যারা দাঙ্গার উস্কানী দিচ্ছে এই বন্ধকে একমাত্র তাদের হাতই শক্তিশালী করবে এবং আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাকে বিপন্ন করবে, গণতান্ত্রিক ঐক্য তারা বিপন্ন করবে। সেই জন্যই এই বন্ধ আমরা সমর্থন করতে পারছি না। আমি আশা করব, ত্রিপুরার সব অফিস, আদালত, বাজার, ও বিভিন্ন সংস্থা, ছাত্র-যুবক সব অংশের মানুষ স্বাভাবিক জীবন চালু রাখবেন এবং বন্ধের ডাকে সারা দেবেন না, বন্ধকে ব্যর্থ করবেন।

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1986-87

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ ১৯৮৬-৮৭ সালের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। যেহেতু সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবই বাতিল হয়েছে, ফলে কোন ডিমান্ডের উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব নাই। সেই জন্য এখন আমি ১৯৮৬-৮৭ সালের বরাদ্দের উপর অতিরিক্ত দাবীগুলি একটা একটা করে ভোটে দিচ্ছি।

Demand No – 3. Now the question before the House is Demand for grant no-8 moved by the honourable Minister in-chargs that a further sum not exceeding Rs.5, 08, 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1987 in respect of Demand No. 3 under

the following Major Heads :— 214- Administration of Justices Rs. 3, 98, 000/' (Major Heads — 2I5 — Election, Rs. 1, 10, 000/).

(It was then put and passed by voice vote).

Now the question before the House is the demand for grant No. 9 moved by thc Honourable Minister in-charge the a further sum not exceeding Rs. 26, 79 000/ - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 9 under the following (Major Head 252 -Secretariat General Services - Rs. I7, 81, 000/ -) (Major Head -265-Other Administrative Sevices. Rs. 8, 98, 000/-)

(It was then put and passed by voice vote)

Now the question before the House is thc demand for grant no-11 moved by the Honourable Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 58 67, 000/-be gr anted to defray charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 11, under the following :- (Major Head-255- police, Rs. 32. 98, 000/-) (Major Head -260, Faire Protection and Control. Rs. 22, 37, 000/-) (Major Head-265-other Administrative Services. Rs. 3, 32, 000/)

(It was then put and passed by voice votc)

Now the quection before the House is the demand for grant no. 20, moved by the Honourable Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 21, 82, 000/-be granted to defray the

charges which will come in course of paymant during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No 20 under the following (Major -Head 277- Education. Rs. 63, 000/- (Major Heads 239- Relief on account of Natural Calamities. Rs. 2, I9, 000/-)

(It was then put and passed by voice vote).

Now the question before the Hovse is the demand for grant No. 21 moved by the Honourable Minister ni charge that a further sum not exceeding Rs. 2: 95, 000/-be granted tn defray the charges which will come in course of paymant during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 21 under the following (Major Head-277-Education Rs. 92, 000/), (Major Head -288- Social Security and welfare. Rs. 2. 03, 000/-)

(It was then put and passed by voics vote).

Now the question before the House is the demand for grant no. 26 move d by the Honourable Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 49, 28, 000/- be granted to defray the charges which wili come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No, 26 under the following Major Head-588-Social Security and welfare. Rs.46, 28, 000/ .

(It was then put and passed by voice vote).

Now the question before the House is the demand for grand No . 14 moved by the Honourable Minister in-charge that a

further sum not exceeding Rs. 5, 00, 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on th 31st March, 1987 in resqect of Demrand No. 14 under the following Major Head -289-Rlief on account of Natural Calamities. Rs. 5, 00, 000/- .

(It was then put and passed by voice vote) .

Now the question before the House is the demand for grant No 17 moved by the Honourable Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 10, 00, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the yera ending ou the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 17 under the following Major Head -289-Relset on account of Natural Calamities Rs 10,00, 000/

(It was thn put and passd by voice vote).

Now the question before the House is the demand for grant No. 41 moved by the Honouiable Minister in-charge that a futher sum not exceeding Rs. 50, 00, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 41 under the following Major Head -284 -Urban DeveloPment . Rs. 50, 000/- .

(It was then put and passed by voice vote) .

Now the question before the House is the demand for grant no. 31 moved by the honourable Minister in-charge that a futher sum not exceeding Rs. 11, 08, 000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during ihe year ending on the 31st March, 1978 in respect of Demand No. 31 under the following (Major Head- 31 Community Devellopment . Rs. 11, 08, 000/-) .

(It was then put and passed by voice vote)

Now the question before the House is the demand for grant No. 38 moved by the Honourable Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 99, 06, 000/ - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 38 under the following (Major Head 314 -Secretariat General Services Rs. 17, 81, 000/) (Major Head -314-Other Community Devolopment Rs. 99, 06, 000/)

(It was then put and passed by voice vote) .

Now the question before the House is the demand for grant no-29 moved by the Honourabl Minister in-charge that a a further sum not exceeding Rs. 83 00, 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 29, under the following :- (Major Head-288- Social Security and welfare. Rs. 1, 83, 00, 000/-)

(It was then put and passed by voice vote).

Now the quection before the House is the demand for grant no. 20, moved by the Honourabl Minister in-charge that a fuuher sum not exceeind Rs. 1, 7I, 000/-be grantep to defray the charges which will come in course of payment durıng the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand Mo. 42 under the follnwing M ijor Head - 256 - Jails , Rs. 1, 7I, 000/- .

(It was then put and passed by voice vote).

Mr. Speakor :— Now the question before the House demand is the No. 35 Demand-moved by the Houourable Miuister-in-charge of the Dedartiout that a further sum not exceeding Rs. 78, 4I. 000/-be granted to defray the charges which will come course of payment duriug the year eudiug on the 31st March, 1987 iu resdect of Demaud No. 35 under the followiug Major Head :—305 Agriculture Rs. 78. 41, 000/-

(The Demaud was passed by the voice vote).

Now the question before the House is the Demand No 49 moved by the Honourable Minister-in charge of the Deparment that a further snm not exceeding Rs. 5, 000/- be granted to defray

the charges which will come in course of payment during ihe year ending on the 31st March, 1978 in respect of Demand No. 49 under the following (Major Head- 305-Agriculture Rs. 5, 00, 000/-) .

(Then Demand was passed by the House)

Now the question before the House is the demand for grant No. 38 moved by the Honourable Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 5, 16, 000/ - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 38 under the following (Major Head :- 211- Parliament/State/ Union Territory/ Legislature . Rs. 5, 16, 000/-)

(The Demand was Passed by the House)

Now the question before the House is the demand for grant no-29 moved by the Honourable Minister in-charge that a a further sum not exceeding Rs. 22. 00, 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 24. under the following :- (Major Head- 285- Information and Publicity. Rs. 22, 00, 000/-)

(Then Demand was Passed by the House)

Now the question before the House is the Demand No. 32 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department that a further sum not exceeding Rs. 96,42,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :—

299-Special and Backward Areas.	Rs. 36,59,000/-
320-Industries.	Rs. 8,00,000/-
321-Village and small industries	Rs. 51,83,000/-

(The Demand was passed by the House)

Now the question before the House is the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department that a further sum not exceeding Rs. 7,100/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year onding on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 33 under the following Major Head :—

698—Loans to Co-Operative Societies.	Rs. 7,100/-

(The Demand was passed by the House)

Now the question before the House is the Demand No. 4. moved by tne Hon'ble Minister-in charge of the Department that a further sum not exceeding Rs. 3,00,000/—be granted to defray the charges whieh will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 4 under the following Major Head :—

229-Land Revenue.	Rs. 3,00,000/—

(The Demand was passed by the House)

Now the question before the House is the Demand No. 5 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Department that a further sum not exceeding Rs. 22,08,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :--

289-Relief on account of Natural calamities. Rs. 21,97,500/—

304-Other General and Economic Services. Rs. 10, 600/—

(The Demand was passed by the House)

Now the question before the house is the Demand No 6 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department that a further some no t exceding Rs. 8,57,000/- be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 6 under the following Major. Head :—

253-District Administration. Rs. 8.57,000/-

(The Demand was Passed by the House)

Now the question before the house is the Demand No. 10 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department that a further sum not exceeding Rs. 7,39,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1987 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :—

296-Secretariat Economic Services. Rs. 26,000/-

304-other General Economic Services. Rs. 7,13,000/-

(The Demand was passed by the house)

Now the question before the House is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Minster-in chare of the department that a further sum not exceding Rs, 7,85,000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1987 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :—

280-Medical.	Rs, 4,00,000/-
282-Public Health.	Rs, 3,85,000/-

(The Demand was Passed by the House)

Now the question before the House is the Demand No. 23 moved by the Hon'ble Minster-in-charge of the Department that a further sum not exceeding Rs. 29,41,000/- be granted to defray the charges which will come in cource of payment during the year ending on the 31st March,, 1937 in respect of Demand No. 23 under the followihg Major Head :—

281-Family Welfare Rs. 29.41.000/-)

(The Demand was Passed by the House)

Now the question before the House is the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Department that a further sum not exeeeding Rs. 4,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 36 under the following Major Head :—

289-Relief on Account of Natural Calamities. Rs, 4.500/-

(The Demand was Passed by the House)

Now the question before the House is the Demand No. 43

moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department that a further sum not exceeding Rs. 9,17,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1987 in respect of Demand No. 43 under the following Major Head :—

287- Labour and Employment. Rs. 9,17,000/-

(The Demand was Passed by the House)

Mr. Speaker :— (I think all the Demands are passed.

এই সভা আগামী ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ ইং বেলা ১১টা পর্যান্ত মুলতবি রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 15

Name of M. L. A. Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ১৯৮৭-ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১-১০-৮৬ ইং পর্যান্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতগুলি বিদ্যালয় গৃহ আগুনে পোড়া গিয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কত জন দুস্কৃতিকারীকে সনাক্ত করে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE:— SHRI D. DEB.

১। ৫১টি (বিভাগ ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব সংলগ্ন "ক" তালিকায় দেওয়া হইল)

২। জানা নাই।

"ক" তালিকা

বিভাগ ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	বৎসর ১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬
১।	সদর	৬	৪	২	৯	১০	২২	১৮	১২	৭
২।	খোয়াই	১	৩	২	৩	১২	১২	১৩	১৩	১
৩।	সোনামুড়া	—	—	—	৬	৮	৭	৫	১	১
৪।	উদয়পুর	৬	১০	১৪	১২	১০	১০	৭	১	০
৫।	বিলোনীয়া	৫	৮	৬	৬	৭	১০	৬	৬	২
৬।	সাব্রুম	৯	—	—	—	৩	১	৮	২	৩
।	অমরপুর	৮	৯	১৫	১৬	১৩	১৩	১৩	৪	১
৮।	কৈলাশহর	—	৩	১	৩	৪	১	১	৭	৬
৯।	কমলপুর	—	—	১	৬	১৫	৫	১২	৩	১
১০।	ধর্মনগর	—	১	১	—	৩	৭	৫	১	—
	মোট—	৩৫	৩৮	৪৩	৬১	৮৯	৮২	৮৮	৫০	২২

Admitted Starred Question No. 16.

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার ছৈলেংটার স্কুল পরিদর্শকের অধীনে কাঁঠালছড়া টি, এম, সি, হাই স্কুলের গৃহটির জন্য পাকা ঘর তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত স্কুলের উপজাতি ছাত্রাবাসটি তৈরী করার জন্য ১৯৮৩ সালে Direltorate of school Education; Planning section letter No. F. 8 (36-7)-DSE/82 dated 15th july, 1986 এবং letter No. 12281/TW/PLG/Mise/83 dated 1st july, 1986 মূলে মোট ১,৬০,৭৫০ টাকার এ্যাষ্টিমেট ধরা হয়েছিল ;

সত্য হলে তাহা বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে ?

ANSWER

Minister-in-charge :--- Shri D. Deb.

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। পূর্ত বিভাগের নং এবং ৩১-৭১/ এস-ই (১)/৮৩/৯৭০০-৭৩ তারিখে ২০-১-৮৪ইং সেচা মূলে ১,৬০, ৭৫০ টাকার এ্যাষ্টিমেট পাওয়া গিয়াছে।

৪। অর্থাভাব হেতু কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 18

Name of M.L.A. Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state.

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় অবস্থিত Senior Basic, High এবং Higher Secondary School গুলি জেলা পরিষদের হাতে হস্তান্তর করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত উহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই ;

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ

Admitted Starred Question No. 19

Name of the member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে Mid-day-meal দেওয়ার সুবিধার্থে রাজ্যের কিছু সংখ্যক Senior Basie Sehool কে Morning and noon Section এই দু-ভাগে ক্লাশ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১। ইহা ও কি সত্য যে উক্ত ব্যবস্থার ফলে ছৈলেংটা ব্লক অন্তর্গত উপেন্দ্র রোয়াজা পাড়া, কৃষ্ণ দেববর্মা পাড়া, লালছড়া T.M.E. Senior Baise Sehool গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা দারুনভাবে ব্যাহত হয়েছে ?

AMEWER

Minister-in-charge Sri Dasarath Deb

১। হাঁ।

২। না।

Admitted Starred Question No. 23

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister- in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। শিকারী বাড়ী সত্যরাম চৌধুরী পাড়া ও তৈসামা পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া আবাসিক বিদ্যালয়ের মতো রাজ্যে আর কোথায় এবং কি নামে আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে;

১। আগামী আর্থিক বছরে এ ধরনের আর কোন আবাসিক বিদ্যালয় তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। থাকিলে কোথায় ?

A N S W E R

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri D. Deb.

১। সত্যরাম চৌধুরী পাড়া এবং পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া আবাসিক বিদ্যালয়ের মতো নিম্নলিখিত আরও দুইটি আবাসিক বিদ্যালয় আছে —

ক) করবুক আবাসিক বিদ্যালয়, অমরপুর।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

খ) হরিণা আবাসিক বিদ্যালয়, সাব্রুম।

২। আছে।

৩। কমলপুরের গঙ্গানগরে।

Admitted Starred Question No. 30

Name of Member :— Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ৩১-১০-৮৬ ইং পর্যান্ত রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মোট কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন; (বিভাগ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

২। রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষা চালু হওয়ার পর হইতে বর্তমান সময় পর্যান্ত উক্ত স্কীমের মাধ্যমে কতজন বয়স্ককে অক্ষর জ্ঞানের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

Minister-In-Charge :— Deputy Chief Minister
Shri Dasarath Dev.

১। ৩১ ১০ ৮৬ ইং পর্যান্ত রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মোট ১,৭২৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১। সদর মহকুমা— ৩৩৭ জন।

২। সোনামুড়া " — ১১১ "

৩। খোয়াই " — ২৭৭ "

৭২৫ "

৪।	উদয়পুর	মহকুমা	১০৩ জন
৫।	অমরপুর	,,	৯৬ ,,
৬।	বিলোনীয়া	,,	১৯৬ ,,
৭।	সাব্রুম	,,	১৬৮ ,,
৮।	কৈলাশহর	,,	১৪৪ ,,
৯।	কমলপুর	,,	৯২ ,,
১০।	ধর্মনগর	,,	১২০ ,,
			মোট—১,৭১৪ জন

২। রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষা চালু হওয়ার পর হইতে ১৯৮৫-৮৬ ইং সন পর্য্যন্ত ১,০০,৫৫ (এক লক্ষ পঞ্চান্ন) জনকে অক্ষর জ্ঞানের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 39.

Name of Member :— Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION.

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের জনগণের স্বার্থে উক্ত ব্লকে আরও নূতন অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্র খোলার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও নূতন কেন্দ্র খোলার কোন রূপ উদ্যোগ নিয়াছেন কিনা ;

২। উদ্যোগ নিয়া থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কি মতামত জানাইয়াছেন ;

৩। যদি উদ্যোগ না নিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহার কারণ ;

৪। যদি কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি দিয়া থাকেন তবে কবে নাগাদ উক্ত সেন্টারগুলি খোলা হবে বলে আশা করা যায় ;

PAPERS LAID ON THE TABLF
(Questions & Answers)

ANSWER

Minister-in-charge :— Deputy Chief Minister, Shri Dasarath Deb.

১। না

২। প্রশ্ন উঠে না

৩। কাঞ্চনপুর নিবিড় শিশু উন্নয়ণ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭২টি গাঁওসভা আছে। গাঁওসভাগুলির মোট জনসংখ্যা ৮২, ২৩৮। এর মধ্যে ২৬টি গাঁওসভায় মিশ্র জাতির বাস এবং ১৬টি গাঁওসভায় উপজাতির অধ্যুষিত এলাকাও ইহার মোট জনসংখ্যা ২৪, ৫২৪। ভারত সরকারের নির্দেশানুসারে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রতি ৭০০ জন জনসংখ্যার জনা ১টি করিয়া অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্র বরাদ্দ করা হয়। সেই হিসাবের ভিত্তিতে ২৪, ৫২৭ জন জনসংখ্যার জন্য মাত্র ৩৫টি কেন্দ্র খোলা যায়। কিন্তু এলাকার গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকার জন্য স্বল্প সংখ্যক জনসংখ্যার জন্য ও কেন্দ্র খোলা হয়। কাজেই সেখানে ভারত সরকারের নির্দেশানুসারে ৩৫টি অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্র খোলার কথা সেখানে ৫০টি কেন্দ্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য খোলা হইয়াছে যেহেতু কাঞ্চনপুর একটি ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admited Starred Question. No :— 40.

Name of the member — Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন—

১। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৬ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে কতজন শিক্ষিকা মুসলিম মহিলা রেজিষ্ট্রেশান করেছেন;

(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিষ্টি থাকা সত্বেও কোন মুসলিম মহিলা অদ্যাবধি কোন ইন্টারভিউ কার্ড পান নাই ?

৩। সত্য হলে তার কারণ ?

Minister in charge of Labour and Employment Department. :— Sri Samar choudhury

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৬ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্যান্ত সারা ত্রিপুরায় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে মোট ১২২ জন শিক্ষিত মুসলিম মহিলা (ম্যাট্রিক বা তদূর্ধ্বে) নাম নথীভূক্ত করেছেন।

মহকুমা ভিত্তিক সিহাব নিম্নরূপ—

ক)	সদর	মহকুমা	—	৩৪ জন।
খ)	সোনামুড়া	”	—	১০ ”
গ)	খোয়াই	”	—	৫ ”
ঘ)	ধর্মনগর	”	—	২০ ”
ঙ)	কৈলাশহর	”	—	১৫ ”
চ)	কমলপুর	”	—	৩ ”
ছ)	উদয়পুর	”	—	২৫ ”
		সর্বমোট	=	১১২ জন

২। ইহা সত্য নয়। নিয়োগ কর্তার চাহিদানুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষিত মুসলিম মহিলাদের নাম নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানো হয়ে থাকে।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 41

Name of the Member :—Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

১। রাজ্যের প্রত্যেকটি মহকুমায় অন্ধ এবং মূক বধিরদের জন্য স্কুল খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

২। বর্তমানে সারা রাজ্যে কোন্ কোন্ স্কুলে কতজন অন্ধ এবং মূকবধির ছাত্র ও ছাত্রী আছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Deputy Chief Minister, Shri Dasarath Deb.

১। রাজ্যের প্রত্যেকটি মহকুমায় অন্ধ এবং মূক বধিরদের জন্য স্কুল খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করার কোন প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। বর্তমানে সারা রাজ্যে কোন্ কোন্ স্কুলে অন্ধ ও মূকবধির ছাত্রছাত্রী আছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বালক) নরসিংগড়—৩৯ জন।

খ) দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বালিকা) বাধারঘাট—১২ জন।

গ) বধির ও কানে খাটো শিশুদের বাক্ পূর্ণবাসন প্রতিষ্ঠান অভয়নগর—৩৭ জন।

ঘ) মূকবধির বিদ্যালয়। কৈলাশহর—২৩ জন।

Admitted Starred Question No 42

Name of M.L.A. : Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Depar. tnent be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণ জালাইবাড়ী জে, বি, স্কুলকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করার

জন্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কি ?

২। উক্ত স্কুলটিকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করার জন্য শিক্ষা বিভাগের কাছে এলাকাবাসী বিভিন্ন সময়ে মোট কতটি দরখাস্ত করেছেন ?

ANSWER

Deputy Chief Minister : –Shri D. Deb

১। এখন ও কোন সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই।

২। গত বছর (১৯৮৫-৮৬ইং) দুইটি দরখাস্ত পাওয়া গেছে এবং এই বছর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও প্রস্তাব দিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 45

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। আগরতলা কোর্ট প্রাঙ্গনে দলিল আদান প্রদান ও অন্যান্য কাজের জন্য আগত জন সাধারণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাথরুম ও Sanitary Latrine তৈয়ার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

১। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তৈয়ার হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর—

১। আগরতলা কোর্ট প্রাঙ্গণে জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য একটি লেট্রিন ও বাথরুম আছে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে সরকার আরও কিছু লেট্রিন ও বাথরুম তৈয়ার করার পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখছেন।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে তৈরী করা হবে আশা করা যায়।

৩। ১ নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 61

Name of M.L.A. Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। অম্পির ছেছুয়া এলাকায় একটি হাইস্কুল খোলার পরিকল্পনা থাকা সত্বেও এখনও না খোলার কারণ কি ;

২। উক্ত এলাকার তেনতুই ও ছেছুয়া স্কুলগৃহ গুলি পাকা করা হবে কি না ;

৩। হইলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকারী হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in Charge :—Shri D. Deb.

১। ছাত্র সংখ্যার অপ্রতুলতার জন্য;

১। আপাততঃ নাই;

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 67

Name of M.L.A.;— Shri Monoranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

ক) বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে বিলোনীয়া বিভাগস্থিত বেতাগা সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে দশম

বা দ্বাদশস্তরে উন্নীত করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE :— SHRI D. DEB.

ক) আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 74

Name of M.L.A. : — Shri Buddha Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি জে, বি, স্কুলক এস, বি, স্কুলে উন্নীত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত উন্নীত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

DEPUTY CHIEF MINISTER :— SHRI D. DEB

১। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 82

Name of Member :— Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের জয়শ্রী হাইস্কুলটির জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। বর্তমানে নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 93.

Name of M.L.A. :—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depar tment be pleased to state.

১। সোনামুড়া বিভাগে নলছড় মাধ্যমিক স্কুলটিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। খাস চৌমুহনী হাইস্কুলটির জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ;

৩। উক্ত হাইস্কুলটিতে কোন ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister in Charge :— Shri D. Deb.

১। আপাততঃ নাই।

২। ঐ

৩। বিষয়টি বিবেচনায় আছে।

Admitted Starred Question No. 95

Name of M.L.A. :—Shri Samir Deb Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত ইচারবিল এস, বি, স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংখ্যা কত, এবং

২। উপরোক্ত স্কুলের জন্য নূতন ঘর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

A N S W E R

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri D. Deb.

১। ছাত্র, ছাত্রী সংখ্যা = ৬৭৭ জন (ছাত্র = ৩৫৩ এবং ছাত্রী = ৩২৪) ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা = ১৪ জন (শিক্ষক = ৭ এবং শিক্ষিকা = ৭)

২। হ্যাঁ আছে।

Admitted Starred Question No. 96.

Name of M.L.A. :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যান্ত কক-বরক ভাষা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন;

২। বর্ত্তমানে রাজ্যের কয়টি বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যান্ত কক-বরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা চালু আছে এবং এতে কতজন ছাত্রছাত্রীকে কক-বরক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে;

৩। বর্ত্তমানে কক-বরক শিক্ষকের সংখ্যা কত এবং এদের মধ্যে সকলেই কক-বরক ভাষায় শিক্ষন প্রাপ্ত কিনা;

৪। প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয়গুলিতে বর্ত্তমানে কক-বরক শিক্ষক নিযুক্ত আছে কি না এবং না থাকিলে আরও নিয়োগ করা হবে কি না ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE :— SHRI D. DEB

১। কক বরক শিক্ষক নিয়োগ এবং বিনা মূল্যে ছাত্র ছাত্রদিগকে কক-বরক বই সরবরাহ করা হচ্ছে।

২। ১০৭৩টি বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যান্ত কক বরক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু আছে এতে ৫৭,৯৯৪ জন ছাত্র ছাত্রীকে কক-বরক ভাষা শিক্ষা দানের আওতায় আনা হয়েছে (ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৩১-৩-৮৫ ইং পর্য্যন্ত)

৩। ১,৩৯৭ জন, এদের মধ্যে সকলেই কক-বরক ভাষায় শিক্ষন প্রাপ্ত নয়।

৪। কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম আছে। ভবিষ্যতে ঐ সব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 104.

Name of M.L.A. :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Election Department be pleased to state—

QUESTION

*১। রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্ব্বাচনের আগে রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমারেখার কোন রূপ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না ;

২। রাজ্যের তপশীলি জাতি জনগণের ১৫ শতাংশ সংরক্ষনের ব্যবস্থা বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি ?

ANSWER

১। রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমারেখার কোনরূপ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

২। রাজ্যের তপশীলি জাতি জনগণের ১৫ শতাংশ সংরক্ষনের ব্যবস্থা বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর প্রচেষ্টা নেবে।

Admitted Starred Question No. :—108.

Name of M. L. A. Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ২য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট কত জন ছাত্রছাত্রী বুকগ্র্যান্ট এর টাকা পেয়েছে ও কত জন ছাত্রছাত্রী পাওয়া বাকী আছে।

২। যারা বুক-গ্র্যাণ্ট এর টাকা এখনও পায় নি তারা কবে নাগাদ পাবে বলে আশা করা যায়।

৩। প্রতি শিক্ষা বর্ষের প্রথম দুই মাসের মধ্যে যাতে ছাত্রছাত্রীরা বুকগ্রান্ট এর টাকা পাইতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার উদ্যোগী হবেন কি ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE :—Sri D. Deb

১। তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে।

৩। বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 117.

Name of the Member :— Shri Subodh Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর বাজারে State Bank of India-র একটি ব্রাঞ্চ খোলার জন্য বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও জনসাধারনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে ;

২। সত্য হইলে তথায় উক্ত ব্যাংকের একটি শাখা খোলার জন্য রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কিনা ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮৫-৯০ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় ব্যাঙ্ক সম্প্রসারণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি অনুযায়ী যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাঁহার মধ্যে পানিসাগরকে চিহ্নিত করা আছে। তবে বিশেষ কোন ব্যাঙ্কের নাম উল্লেখ এখনই সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 127
Name of M. L.A. Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ধর্মনগর বিভাগের অন্তর্গত উত্তর পিপলাছড়া (নিতাইনগর) এস, বি, স্কুলের জন্য কয়টি ঘর ও কতটি চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড ও আলমারী রয়েছে এবং

২। উক্ত বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত;

৩। ঐ বিদ্যালয়ে বছরে কত দিন সকালে (মর্নিং) ক্লাশ বসে এবং কতদিন দুপুরে ক্লাশ বসে ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। ১টি ঘর, ৫টি চেয়ার, ৩টি টেবিল, ১৫ টি বেঞ্চ, ৩টি ব্ল্যাকবোর্ড ও ১টি কাঠের আলমারী আছে।

২। শিক্ষক সংখ্যা = ৬ জন এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা = ১০৩ জন (ছাত্র = ৬৬ এবং ছাত্রী = ৩৭ জন)

৩। ঐ বিদ্যালয়ে সর্বদা সকালে (মর্নিং) ক্লাশ বসে।

Admitted Starred Question No. 132.
Name of M.L.A. Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য উপযুক্ত সংরক্ষণ এর অভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পুরানো মন্দির ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের বহু সম্পদ অবলুপ্তির পথে।

২। সত্য হইলে উক্ত সম্পদগুলি সংরক্ষনের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন;

৩। ইহা ও কি সত্য দক্ষিন ত্রিপুরার পশ্চিম পিলাকে ভারতীয় প্রত্নতাত্বিক বিভাগের তত্বাবধানে কিছুসংখ্যক শিলামূর্তি সংরক্ষণ এর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, এবং

৪। সত্য হলে সংরক্ষনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি না ?

ANEWER

Minister-in-charge Sri Dasarath Deb.

১। ত্রিপুরার পিলাক, জোলাইবাড়ি অমরপুর, উদয়পুর এবং বক্সনগরে অনেক প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের স্মৃতি চিহ্ন উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষিত নয়,

২। উপরিউক্ত স্থানগুলি রাজ্য সরকারের আরকেওলজিকেল ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টির মাধ্যমে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৩। তাহার মধ্যে গুনবতী, মহাদেব বাড়ী, ভুবনেশ্বরী এবং উনকোটি ইত্যাদি ভারত সরকারের আরকেওলজিকেল সার্ভে কর্তৃক সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৪। ভারত সরকারের আরকেওলজিকেল সার্ভে কর্তৃক ১৯৮৬ সাল হইতে কিছু কিছু সংরক্ষনের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 135
Name of M.L.A. :— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। উদয়পুর মহকুমার গর্জনমুড়া উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং জামজুরী উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা শিক্ষা দপ্তরের আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ ইহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। না থাকিলে তার কারন কি ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri Dasarath Deb.

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ

Admited Starred Question. No :— 143.
Name of M.L,A — Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গণ ইন্টারভিয়্যুর সমস্ত জবফর্ম বাতিল ঘোষণা করেছেন ?

২। সত্য হলে যাদের ইতি মধ্যে সরকারী চাকুরী পাবার বয়স অতিক্রম করে গেছে তাদের সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এবং

৩। বর্ত্তমানে কোন নীতির ভিত্তিতে বেকারদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে ?

ANSWER

Minister-in Charge :— Sri D. Deb.

১। হ্যাঁ।

২। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ নীতি অনুযায়ী চাকুরীর জন্য বিবেচিত হলে চাকুরীর বয়ঃসীমা শিথিলের জন্য কেবিনেট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে।

৩। বামফ্রন্ট সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত নিয়োগ নীতি অনুযায়ী হবে।

Admitted Starred Question No. 155.

Name of Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

QUESTION.

১। ত্রিপুরা রাজ্য লটারীর পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত কার্য শেষ হয়েছে কি:

২। যদি শেষ হয়ে থাকে, তবে তার ফলাফল কি;

৩। যদি শেষ না হয়ে থাকে, তবে তার কারণ;

৪। উক্ত তদন্ত কার্য্য ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কোন প্রকারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা ?

ANSWER

১। রাজ্য লটারী পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ নাই। তবে, রাজ্য সরকারের কাছে কয়েকটি পুরস্কারের জন্য একই টিকেটের জন্য দুইজন করিয়া দাবীদারের নিকট হইতে দাবী পাওয়া গিয়াছিল।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। যেহেতু তদন্ত কার্য ভিন্ন রাজ্য সরকারের মারফত করা হইতেছে এবং সরকার এ ব্যাপারে তদন্তকারী রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে।

Admitted Starred Question No. 156

Name of the M.L.A. :— Sri Jawahar Saha.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Finance Department be pleased to state.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬) রাজ্য কর্মচারীদের ডি· এর জন্য ঘোষিত ফরমূলা অনুসারে অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী আর্থিক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং হচ্ছেন ?

২। সত্য হলে উক্ত ব্যাপারে ঘোষিত ফরমূলা বর্তমান দ্রব্য মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পুনঃ বিবেচনা কবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। থাকিলে তা কবে পর্যান্ত কবা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৪। না থাকিলে তার কারণ ?

Minister-in charge of Finance Department :—Chief Minister

ANSWER

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। ৩। এবং ৪। } প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 162

Name of M.L.A. : — Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমার শিকারী বাড়ী Residential School এ কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন ; এবং

২। ঐ স্কুলে কোন Physical Instructor আছেন কিনা ;

৩। ইহা কি সত্য উক্ত স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কোন রূপ খেলার মাঠ নাই ;

৪। সত্য হলে, স্কুলের খেলার মাঠ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করবেন কিনা ?

A N S W E R

MINISTER IN CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। ১৩ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষিকা নাই।

২। হঁ্যা।

৩। হঁ্যা।

৪। খেলার মাঠ তৈরীর পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 171

Name of M.L.A Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। আগামী শিক্ষা বৎসরে রাজ্যের মোট কতটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কথা সরকার বিবেচনা করছেন ;

২। খোয়াই মহকুমার বেহালাবাড়ী ও সিঙ্গিছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-In-Charge :— Shri D. Deb.

১। বিবেচনাধীন আছে, কতটি স্কুলকে উন্নীত করা হবে তা এখনও বলা সম্ভব নয়

২। ঐ

Admitted Starred Question No. 172

Name of M.L.A. Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে Fine Arts পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা

চালু আছে;

২। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য Fine Arts শিক্ষা ও উক্ত স্কুলে উহার পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister in-charge :— Shri D. Deb.

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে Fine Arts পরীক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে চালু নেই ;

২। বর্ত্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা বিবেচনাধীন নেই।

Admitted Starred Question No. 184

Name of M.L.A. :— Shri Len Prassad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Depar. tnent be pleased to state :—

১। রাজ্যের এ. ডি. সি. এলাকায় কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি :

২। থাকিলে কোন কোন এলাকায় স্থাপন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়, এবং উক্ত কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় ;

৩। না থাকিলে তার কারন ?

Answer

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কোন এলাকায় নূতন কলেজ স্থাপন ঐ এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন ছাত্র/ ছাত্রীর প্রয়োজনীয় সংখ্যার উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমানে যে সব অঞ্চলে কলেজ.

আছে এবং নূতন কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, সেই সব অঞ্চলের নিকটবর্তী এ. ডি. সি, এলাকার ছাত্র/ ছাত্রীবা ও সেখানে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে ।

Admitted Starred Question No. 195.
Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finace Department be pleased to state —

QUESTION

১। গরীব কৃষকদের পুরানো ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করে নতুন ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি , এবং

২। এই মর্মে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব করেছেন কি,

৩। প্রস্তাব করে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। গরীব কৃষকের পুরানো ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করবার জন্য রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। বর্তমানে গরীব কৃষকদের পুরানো স্বল্প মেয়াদি ঋণকে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণে পরিণিত করে নতুন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ।

১। হ্যাঁ ।

৩। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন ।

Admitted Starred Question No. 228
Name of M.L.A. Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ করার কোন

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উহার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?

ANSWER

Minister in Charge :—Shri D. Deb

১। তপশিলী জাতি ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রবাস নির্মাণের প্রস্তাব আছে।

২। এখন বলা সম্ভব নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 229

Name of M.L.A ;— Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত কলাগাছিয়া হাইস্কুলটিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

A N S W E R

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri D. Deb.

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ

Admitted Starred Question No. 254.

Name of M.L.A. :—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। অমরপুরের থাকছড়া (রাজ কাং) জে,বি স্কুলটি কবে স্থাপন করা হয়েছিল ;

২। উক্ত জে,বি স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিকে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিকে উন্নীত করা হবে ?

ANSWER

Deputy Chief Minister :— Shri D. Deb

১। ১৯৬২ ইং সনে।

২। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. :—256.

Name of M. L. A. Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্য সরকারের Employment Exchange এ নথীভূক্ত বেকারের সংখ্যা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

কত ?

২। Employment Exhange এর নথীভূক্ত বেকারের মধ্যে কত জন এস, সি, এবং কত জন এস, টি সম্প্রদায় ভূক্ত ;

৩। কতজন এস, সি, বেকার ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং মধ্যে চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত করবে ?

৪। উক্ত বয়স সীমা অতিক্রান্ত বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবছেন।

Hon'ble Minister-in-charge Department of Enpleyment Sorvices & Manpower Planning.

Shri S. Choudhury.

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্য সরকারের Employment Exhange এ নথীভূক্ত বেকারের সংখ্যা মোট--১,০৭,৮৫১ জন।

২। ক) এস, সি, বেকারের সংখ্যা—১০,৯৩৬ জন

খ) এস, টি ,, ,, —৯,৪৪৮ ,,

৩। প্রায় ৫৪ জনের বেশী এস, সি, বেকারের বয়স সীমা ১৯৮৬ইং এর মধ্যে অতিক্রান্ত হবে।

৪। চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য স্ব-নির্ভর প্রকল্প সমূহ রচনা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 258
Name of M.L.A. :—Shri Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। (ক) বর্তমানে রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা কত;

(খ) উক্ত মাদ্রাসাগুলীতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে অনুদান বাবৎ সরকারের বরাদ্দ কৃত অর্থের পরিমাণ কত.

গ) অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির ম্যাংনজিং কমিটির সদস্যদের হাতে গোপন ভোটে নির্ব্বাচিত করা হয় তাহার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ;

ঘ) না থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

Minister in Charge :— Shri Dasaratha Deb.

১। ক) বর্তমানে রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৩টি।

খ) উক্ত মাদ্রাসাগুলীতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে অনুদান বাবৎ সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান মং ৬,৫০, ১০০ টাকা।

গ) হ্যাঁ, আছে।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 262.
Name of M.L.A. :— Shri Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ক) কৈলাসহর School Inspectorate এর অধীনে (সোলধারপুর সিনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা কত;

খ) উক্ত স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধূলা করার জন্য উপযুক্ত মাঠ আছে কি না;

গ) না থাকিলে মাঠের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE :— SHRI D. DEB

১। ক) কৈলাসহর School Inspectorate এর অধীনে সোলাধারপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে কোন স্কুল নাই, তবে গোলধার পুর সিনিয়র বেনিক স্কুল নামে একটি স্কুল আছে সেই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যামোট = ১৮৮ জন

খ) নাই।

গ) এই ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 271.

Name of the M.L.A. :— Shri Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ক) কৈলাশহর School Inspectorate এর অধীনে ঝাঙ্গাউটি সিনিয়র বেসিক স্কুল এর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

খ) উক্ত স্কুলের জন্য পাকাগৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

গ) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE :— SHRI D. DEB

১। ক) ১৭৬ জন।

খ) আপাতত : নাই।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 272

Name of M.L.A. Shri Matilal Saha.

Will the Hou'ble Minister-in-charge of the Education Depastment be pleased to state :—

১। বিশালগড় ক্লাশ XII স্কুলটিতে ১৯৮৭ ইং সনে XII পরীক্ষা কেন্দ্র করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE :—Shri D. Deb

১। না।

Admitted Starred Question No. 274

Name of M.L.A. Shri Matilal Saha.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় গাঁও সভার অন্তর্গত নারীমঙ্গল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সামনের মাঠটিতে বর্ষাকালে প্রায় ৩-৪ ফুট জল জমে থাকার ফলে বর্ষায় উক্ত বিদ্যালয়ের যে কোন শিশু ছাত্র ছাত্রী জলে ডুবে যেতে পারে ;

২। সত্য হলে উক্ত মাঠটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৩। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb

১। ইহা সত্য যে নারীমঙ্গল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সামনের মাঠের একাংশে বর্ষাকালে জল জমে থাকে।

২। হ্যাঁ

৩। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answer) ANNXUREE—"A"

Admitted Starred Question No. 278
Name of M.L.A. ;— Maharani Bibhu Kumari Debi.
Will the Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state :—

1. Is there any proposal of the Govt. to start a Madrassa in Dataram undet Udaipur Sub-Division.
উদয়পুর মহকুমার দাতারাম কোন মাদ্রাসা স্থাপন করার প্রস্তাব আছে কিনা ?

2. If so when ?
যদি থাকে, তবে কখন স্থাপন করা হবে ?

ANSWER

Minister-in Charge : Shri Dasaratha Deb.

১। না ।
২। প্রশ্ন উঠে না ।

Admited Starred Question No. 279
Name of M.L.A. Maharani Bibhu Kumari Devi
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় ককবরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যায় প্রসারিত করা হয়েছে,

২। ককবরক ভাষাকে উচ্চ শ্রেণী সমূহে শিক্ষার মাধ্যম করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা,

৩। যদি থাকে তবে কোন শ্রেণী পর্যায় ?

Whether it is a fact that Kok Borok medium Education has been extended in Tripura upto class II stage :

2. Is there any proposal of the Govt. for making Kok-Borok a medium af Education for higher Classes :

3. If so, upto which standard ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। পঞ্চম শ্রেণী পর্যান্ত।

Admitted Starred Question No. 293.
Name of M.L-A. :— Shri Rasik Lal Roy.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

১। সোনামুড়া N.C. Institution এর শিক্ষক শ্রী পরিমল কান্তি বর্মন ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট শিক্ষা বিভাগে জমা দেওয়া হইয়াছে উক্ত বিষয়ে তদন্ত কার্য্য শেষ হইয়াছে কি না ?

২। যদি শেষ হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answer) ANNXUREE—"A"

MINISTER-IN-CHARGE : ANSWER : SHRI D. DEB.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 301.
Name of M.L.A. :— Shri Diba Chandra Hrangkhwal.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state. —

১। উত্তর ত্রিপুরা কমলপুর মহকুমা আমবাসা Chandripara High School কে XII class স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে হইলে কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই;

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 312.
Name of Member :— Shri Keshab Majumder.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION | ANSWER

সরকারের কাছে "বন্ধ করে দেয়া" রাজ্য লটারীর আয় ও ব্যায়ের হিসাব আছে কিনা;

২। থাকিলে যে কয়েক বৎসর লটারী চালু ছিল উক্ত বৎসর গুলির আয় ব্যয়ের পরিমাণ কত,

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে (Cunmercial Accounts under double entry systew এ) সরকারী হিসাব রাখা হয় না। তাই রাজ্য লটরীর বার্ষিক লাভ কত রাজ সরকারের যে হিসাব Accountaut general রাখেন তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। তবে মোটা-মোটি আয় এবং ব্যয়ের ভিত্তিতে এবং কোন Overhead Expenses না ধরিয়া ১৯৮২-৮৩ সালে রাজ্য লটারী হইতে আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি আয় হইয়াছে। ২৭ লক্ষ টিকিট চালাইবার জন্য যে অধিক সংখ্যক অফিসার এবং কর্মচারী দরকার ছিল তাহার খরচা ধরিলে এবং Ovealiead expenses ধরিলে আয়ের অংক আরো কম হইবে।

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 313
Name of Member :— Shri Manik Sarkar
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Coordination Department be pleased to state :

১। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত বিশদফা কর্মসূচী রুপায়নে কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করছেন ?

২। যদি করে থাকে তাহলে তার পরিমান কত ?

১নং প্রশ্নের উত্তর
কেন্দ্রীয় সরকার বিশ দফা কর্মসূচী রূপায়নে রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত কোন অর্থ বরাদ্দ

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question & Answer) ANNXUREE —"A"

করেন নাই। রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ থেকেই বিশদফা কর্মসূচী রূপায়নের অর্থ ব্যয়িত হয়।

২নং প্রশ্নের উত্তর ক্রঃ

Admitted Starred Question No. 314.
Name of Member :— Shri Manik Sarkar
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION	ANSWER
১) রাজ্যের আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া অংশের জনগনকে সাহায্য করে সরকার কি কি ও ব্যবস্থা নিয়েছেন ?	তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 359.
Name of M.L.A. :— Shri Rabindra Debbarma.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রথম স্তর হইতে অষ্টমস্তর পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্য বই কেনার জন্য পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং

২) সত্য হলে কবে নাগাদ হইতে এই সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১) ইহা আংশিক সত্য. রাজ্য সরকার ষষ্ঠ শ্রেনী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যান্ত এই সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ! এই সুবিধা সমস্ত তপশিলী জাতী ও উপজাতি ছাত্রছাত্রী এবং সাধারন সম্প্রদায়ের যে সকল ছাত্র ছাত্রীর পিতা মাতার আয় অনুর্দ্ধ ৭৫০, সাতশত পঞ্চাশ টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে ।

২) ১৯৮৭ ইং শিক্ষাবর্ষ হইতে ।

Admitted starred Question No. 377.
Name of M.L.A. :— Shri Manik Sarkar.
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state. —

১। ত্রিপুরায় পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রনীত ত্রিপুরা ইউনির্ভাসিটি বিলের প্রতি ইউ জি সি'র অনুমোদন পাওয়া গেছে কি ?

ANSWER

১। না ।

Admited Starred Question No. 378
Name of M.L.A. Shri Sudhir Ranjan Mazumder
Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

১৯৮৬ সালের ১লা অক্টোবর থেকে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে National fixation' করা হল তার ভিত্তি কি ?

২) ৩০-১১-৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীগন মূল্য সূচক সংখ্যার কত Point পর্য্যন্ত A D, A. দেওয়া হয়েছে ?

৩) উক্ত শিক্ষক কর্ম্মচারীগন আর কোন A. D. A পাওয়া আছে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :—

১) ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত No. F. 2(19)-Fin (Pc) 82 dated 22. 9 86 মূলে ।

২) শিক্ষা বিভাগের জানা নাই ।

৩) জানা নাই ।

Admitted Starred Question No. 380
Name of M.L.A. ;— Shri Sudhir Ranjan Mazumder
Will the Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state : —

১) বর্ত্তমানে শিক্ষক কর্ম্মচারীদের দ্বারা দায়ের করা সরকারের বিরুদ্ধে কতটি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে ?

MINISTER-IN-CHARGE : ANSWER : SHRI D. DEB.

১) ৫৭৪টি

Admitted starred question No. 38
Name of Member :— Shri Sudhir Ranjan Mazumder
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Coordination Department be pleased to state :

১) ইহা কি সত্য উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দ্বারা হাইস্কুল পরিচালিত হচ্ছে,

২) সত্য হইলে বর্তমানে কতগুলি হাইস্কুলকে উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত করা হচ্ছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB.

১) হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ সাপেক্ষে বর্তমানে কিছু সংক্ষক হাইস্কুল উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ।

২) ৪৯ টি

Admitted Unstarred Question no. 2

Name of M.L.A. : Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

১। এ,ডি,সি এলাকায় নূতন প্রাইমারী স্কুল খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

২। থাকিলে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতে উক্ত স্কুল খোলা হবে;

৩। পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারন ?

ANSWER

Minister-in-Charge : Shri Dasaratha Deb.

১। হ্যাঁ

২। ইহা A,D.C ঠিক করবে ।

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question & Answer) ANNXUREE—"A"

Admitted starred question No. 14

Name of Member :— Shri Subodh ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :

Question

১) বর্ত্তমানে উত্তর ত্রিপুরায় পানিসাগর ও কঞ্চনপুর ব্লকে মোট কতটি করে S E W সেন্টার রয়েছে ।

২) উক্ত সেন্টার গুলি কোন কোনটিতে কতজন S E W এবং স্কুল মাদার রয়েছে ও কোন কোনটিতে নাই, এবং

৩) কাঞ্চনপুর ব্লকের দামছড়া, নরেন্দ্র নগর ও মুক্তিবাসা এই তিনটি সেন্টার এ কত বছর যাবৎ S E W নাই ।

৪) যে সব সেন্টারে S E W এবং মাদার নাই সেই সব সেন্টারে S E W ও school Mother কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge Deputy Chif Minister Shri Dasaratha Deb.

১) বর্ত্তমান উত্তর ত্রিপুরায় পানিসাগর ব্লকে ৭২টি ও কাঞ্চনপুর ব্লকে ৫৫টি S E W সেন্টায় আছে ।

২) ১৩৭ টি সেন্টারের মধ্যে কোনটিতে কতজন S E W এবং স্কুল মাদার রয়েছে এবং কোনটিতে নাই তাহার হিসাব Annexwee-A তে দেওয়া হইল ।

৩) কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত দামছড়া, নরেন্দ্র নগর, ও মুক্তিবাসা এই তিনটি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে বিগত আট বৎসর যাবত S E W নাই তবে একজন করে School Mohter দ্বারা প্রতিটি কেন্দ্র পরিচালিত আছে ।

৪) যে সব সেন্টার গুলিতে S E W এবং School Mother নাই, সেই সব সেন্টার গুলির জন্য নূতন Creation করে ও কিছু সংখ্যক বদলি করে যাহাতে সেন্টার গুলির চালু করা যায় তাহার চেষ্টা সমাজ শিক্ষা দপ্তর হইতে নেওয়া হইতেছে।

Sl No	Name of Social Education Centre.	Number of SEW GS	Number of SM/AL
1	2	3	4
	PANISAGAR BLOCK		
1)	Huplong Kalikapur S.E. Centre.	2	1
2)	Huplong Upaiatipara S.E. Centre.	1	1
3)	Saminipara S.E. Centre.	1	1
4)	North Burukandi S.E. Centre.	1	1
5)	West Chandrapur p. para S.E Centre.	2	1
6)	West Chandrapur S.para S.E Centre	3	1
7)	West Chandrapur M.Para S.E.Centre.	1	1
8)	Raghna S.E. Cantre.	3	1
9)	Sonaterbasa S.E. Centre.	3	1
10)	Ichai Nutanbazar S.E. Centre	2	1
11)	Sanicharre S.E. Centre.	1	1
12)	North Ganganagar S.E. Centre.	2	—
13)	South Ganganagar S.E. Centre.	-	2
14)	Padmapur S.E. Centre	3	1
15)	Dharmangar Town Ba'wadi S.E Centre	4	—
16)	Rajbari S.E. Centre.	2	2
17)	East Chandapur S.E. Centre	2	1
18)	Chadrapur S.E. Centre	2	1
19)	Nayapara S.E. Centre No 1	3	1
20)	Nayapara S.E. Centre No. 2.	3	2
21)	Dhrmanagar Sub Jail S.E. Centre.	1	—

Sl No	Name of Social Education Centre.	Number of SEW GS	Number of SM/AL
1	2	3	4
	PANISAGAR BLOCK		
22)	Ichailalcherra S.E Center	2	—
23)	Gobindapur S. E. Centre	1	—
24)	south Harua S.E. entre	2	1
25)	Kameswar S. E Centre	3	1
26)	Sahajpur S.E. Centre.	1	1
27)	Baithangbari S.E. Centre.	1	1
28)	Hoplong S.E. Centre.	1	1
29)	Dewahpassa S.E. Centre. No 1	2	1
30)	Dewanpassa S.E Centre. No. 2.	2	1
31)	South Baruakandi S.E Centre	1	—
32)	Darjirhower S.E. Centre.	1	—
33)	Kupatilia S.E. Cantre.	2	1
34)	Sakaibari S.E. Centre.	5	1
35)	Panisagar S E. Centre	1	1
36)	South West Panisagar S.E.Centre.	1	—
37)	North West Panisagar S.E. Centre.	1	—
38)	Agnipasa S, E. Centre.	1	1
39)	Dalubari S.E. Centre	1	1
40)	Pekucherra S.E Centre	1	—
41)	Rowa S.E. Centre.	1	1
42)	Jalabasa S E. Centre	1	1
43)	Madhabpur S.E. Centre	1	1
44)	South padmabil S.E. Centre	1	1
45)	North padmabil S.E. Centre	1	1
46)	Uptakhali S.E. Centre.	2	1

Sl No.	Name of Social Education Centre.	Number of SEW GS	Number of SM'AL
1	2	3	4
	PANISAGAR BLOCK		
47)	Ramnagar S.E Center	1	1
48)	Deocherri (Rupcharan) S. E. Centre	1	—
49)	Tiltnai S.E. Centre	2	—
50)	Betangi S. E Centre	1	1
51)	Bairagibari S.E. Centre.	1	1
52)	Madhuban S.E. Centre.	1	—
53)	Rajnagar S.E. Centre.	1	1
54)	Krishnapur S.E. Centre.	1	1
55)	Chandpur S.E Centre.	1	1
56)	North Deocherra S.E Centre	1	—
57)	Kadamtala S.E. Centre.	3	1
58)	Kalagangerpar S E. Cantre.	1	1
59)	Saraspur S.E. Centre.	-	1
60)	Bargool S E. Centre	2	2
61)	South Bargool S.E.Centre.	1	—
62)	Amtilla S.E. Centre.	1	—
63)	Tarakpur S, E. Centre.	—	1
64)	Ranibari S.E. Centre	1	—
65)	Pearicherra S.E Centre	1	—
66)	South Pearicoerra S.E. Centre.	1	—
67)	Birajanagar S E. Centre	1	1
68)	Sarala S.E. Centre	1	—
69)	Madhusudan S. E. Centre	1	—
70)	Churaibari S.E. Centre	1	—
71)	Telangana S.E. Centre.	1	—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question & Answer) ANNXUREE—"A"

Sl No	Name of Social Education Centre.	Number of SEW/GS	Number of SM/AL
1	2	3	4
	PANISAGAR BLOCK		
72)	South Jalaibari S.E Center	1	1
73)	Dalicherra S. E. Centre	1	—
74)	Kurti S.E. Centre	—	1
75)	Sanicherra No.2 S. E Centre	—	—
76)	Saminipara No.2 S.E. Centre.	—	—
77)	South Birajanagar S.E. Centre.	—	—
78)	Uptakhali No.2 S.E. Centre.	—	—
79)	Challisdrone S.E. Centre.	—	—
	KANCHANPUR BLOCK		
1)	Kanchanpur Model S.E Centre.	1	1
2)	Kanchanpur S.E Centre	1	—
3)	Lokeswari S.E. Centre.	2	1
4)	Baikunthanath Shishu Bihar, Suknacherra.	—	—
5)	Chandra Mohan Baidya para, Rabindranagar.	1	1
6)	Vivekananda Shisu Bihar, Haripur.	1	—
7)	Laljuri S.E.Centre.	1	—
8)	Deshabandhu Shishu Bihar, Satnala	—	—
9)	Nimaichand Shishu Bihar, Satnala	1	—

Sl No	Name of Social Education Centre.	Number of SEW/GS	Number of SM/AL
1	2	3	4
	KANCHANPUR BLOCK		
33)	Tarakadevi S.E. Centre	1	—
34)	Krishnatilla S.E Centre	1	—
35)	Dhanicherra S.E. Centre.	2	—
36)	Santipur S E. Centre	3	—
37)	Hemangini Shishu Bihar S.E. Centre	2	—
38)	Nalkata S. E. Centre	1	1
39)	Karaicherra S.E. Centre.	–	1
40)	Nabincherra S.E. Centre.	1	1
41)	Dumcherra S.E Centre	—	1
42)	Narendranagar S.E Center	—	1
43)	Sundibasa S. E. Centre	—	1
44)	Vaisam S.E. Centre	2	—
45)	Hmawanchuan S. E. Centre	2	—
46)	Hmunpui S.E. Centre.	2	—
47)	Tlaksih Para S.E. Centre.	2	—
48)	Vanghmun S.E. Centre.	3	—
49)	Behlianchhip S.E. Centre.	4	—
50)	Bangla S.E Centre.	2	—
51)	Tlangsang S E. Cantre.	4	—
52)	Sabual S.E. Centre.	5	2
53)	Phuldungsai S.E. Centre.	4	1
54)	Kawnpui S.E.Centre.	2	—
55)	Khedacherra S.E. Centre.	—	1

ANNXUREE—"A"

Sl No	Name of Social Education Centre.	Number of SEW/GS	Number of SM/AL
1	2	3	4
	KANCHANPUR BLOC .		
10)	Jarihampara (Falgunjoypara) S.E. Centre	1	—
11)	Dupada S.E Centre	2	—
12)	Purba Uricherra S.E. Centre.		—
13)	Mitrajoypara S E. Centre	-	—
14)	Sibnagar S.E. Centre	—	—
15)	Narsingpur S. E. Cent e	1	—
16)	Pyari Mohan Tirtha Mayee Shisha Bihar Dada	1	1
17)	Barahaldi S.E. Ce tre.	1	—
18)	No.3 Colony S.E Center	1	—
19)	Tuisama S. E. Centre	—	1
20)	Hanumanbari S.E. Centre	—	1
21)	Uttar Gachirambari S. E Centre	1	1
22)	Natunbari S.E. Centre.	1	—
23)	Badujoy Chow Para S.E. Centre.	—	1
24)	Ananbadazar S.E. Centre.	1	1
25)	Kamakhyapur Nayanram S.E. Centre.	—	1
26)	Sakhan Serhmun S.E Centre.	2	—
27)	Sakhan Tlangsang S.E Centre	1	—
28)	Saikarbari S.E. Centre.	—	-
29)	Raimanipara S E. Cantre.	1	1
30)	Subalpara S.E. Centre.	—	—
31)	Setudwar S.E. Centre.	—	—
32)	Silbari S.E.Centre.	—	—

Admitted Starred Question No. 17

Name of M.L.A. ;— Shri Nakul Das
,, Rudreswar Das
,, Subodh ch. Des
,, Fayzur Rahaman

Will the Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state :—

১) বর্ত্তমানে রাজ্যের মোট কয়টি বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস আছে এবং এর মধ্যে কোন কোন বোর্ডিং হাউসে কতজন তপশীলি জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীরা বাস করিতেছে.

২) রাজ্যে বর্ত্তমানে শুধু তপশীলি জাতি সম্প্রদায় ভূক্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কয়টি বোর্ডিং হাউস আছে এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে কোন কোন বিদ্যালয়ে আরও কয়টি বোর্ডিং হাউস খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে (বিদ্যালয়ের নাম সহ তাহার হিসাব)

৩) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে তপশীলি জাতী সম্প্রদায়ভূক্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস খোলার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে;

৪) যদি সত্য হয় তবে তাহা কার্যকারী করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB

১) ৭৪ টি এর যে সব বোর্ডিং হাউসে তপশীলি সম্প্রদায় ভূক্ত ছাত্র ছাত্র ছাত্রীরা বাস করিতেছে তাহা সঙ্গিয় "ক" তালিকায় দেওয়া হইল ।

২) ৩টি এবং ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে ৫টি বোর্ডিং খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বিদ্যালয় গুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answer) ANNXUREE --"A"

১) নিহার নগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
২) কাঞ্চনপুর নিম্ন বুনিয়াদী " (জুমিয়া ছাত্র ছাত্রীর জন্য)
৩) দেবদারু উচ্চ মাধ্যমিক "
৪) কদমতলা উচ্চতম মাধ্যমিক "
৫) ছৈলেংটা উচ্চতর মাধ্যমিক "

৩) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে কোন বোর্ডিং হাউস খোলার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

যে সব বোর্ডিং হাউসে তপশীলি জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীরা বাস করিতেছে তাহার তালিকা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সহ নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বালক	বালিকা
১	বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক	১৭	—
২)	মহারানী তুলসীবতী	—	১৪
৩)	চরিলাম উচ্চতর মাধ্যমিক	৪	—
৪)	চারিপাড়া " "	২১	—
৫)	নেতাজী সুভাস বিদ্যানিকেতন	১	—
৬)	তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক	৯	—
৭)	কল্যানপুর " "	৯	—
৮)	আড়ালিয়া " "	—	১৫
৯	এস, সি, আই	১৭	—
১০)	মেলাঘর উচ্চতর মাধ্যমিক	২৫	—
১১)	কে, বি, আই	১০	—
১২)	উদয়পুর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৩	—
১৩)	উদয়পুর রমেস উচ্চতর মাধ্যমিক	১৩	—
১৪)	চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক	৫	—
১৫)	বি. কে. আই উচ্চতর মাধ্যমিক	২৩	—
১৬)	বিলোনীয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	—	১০

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বালক	বালিকা
১৭)	বগাফা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬	—
১৮)	বিলোনীয়া বিদ্যাপিঠ উচ্চতর মাধ্যমিক	২	—
১৯)	বর পাথারী উচ্চতর মাধ্যমিক	১৮	—
২০)	মুহুরীপুর উচ্চ মাধ্যমিক	৫	—
২১)	সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	—	১৬
২২)	সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২	—
২৩)	মনু " " "	১০	—
২৪]	অমরপুর " " "	১৩	—
২৫]	কমলপুর " " "	১০	—
২৬]	কে, সি, উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	—	১৫
২৭]	কুলাই " " বিদ্যালয়	১০	—
২৮]	হরচন্দ্র উচ্চতর "	১৪	—
২৯]	মরাছড়া উচ্চতর "	৮	—
৩০]	সালেমা " "	৪	—
৩১]	আর কে ইনষ্টিটিউশন	৫	—
৩২]	কৈলাশহর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	—	২
৩৩]	ফটিকরায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫	
৩৪]	মৈনামা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১	—
৩৫]	বি,বি, ইনষ্টিটিউশন	২	—
৩৬]	কাঞ্চনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	—	২
৩৭]	এল,ডি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১	—
৩৮]	ছৈলেংটা উচ্চতর মাধ্যমিক	৩	—
৩৯]	পাবিয়াছড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (তপশীলি জাতিভুক্ত বালিকার জন্য)	—	১৩
৪০]	শ্রীনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭	—

Admitted starred question No. 21
Name of Member :— Shri Nakul Das
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

QUESTION

১। রাজ্য বানিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা কত, এবং
২। উপরিউক্ত ব্যাংকগুলি ৩১-১০-৮৬ইং সন সময় পর্যন্ত রাজ্যে মোট কত টাকা লগ্নী করেছে,
৩ ঐ লগ্নীকৃত টাকার কত অংশ আদায় হয়েছে এবং কত অংশ অনাদায়ী আছে,
৪ ব্যাংক ঋনের টাকা আদায় করার জন্য ব্যাংক ও রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগগ্রহন করছেন

ANSWER

১। রাজ্যে বানিজ্যিকে ব্যাংকের সংখ্যা তের (গ্রামীন ব্যাংক সহ) ।
২। ব্যাংকগুলি ৩০-৯-৮৬ইং পর্যন্ত ৭৫,১৬.৩৭ লক্ষ টাকা লগ্নী করছে,
৩ লগ্নীকৃত টাকার ২৩·৫২ শতাংশ আদায় হয়েছে এবং ৭৬·৪৮ শতাংশ টাকা অনাদায়ী আছে,
৪। ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রিকভারি ক্যাম্পইন গ্রুপ মিটিং ইচ্ছাকৃত ডিফলটারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে ঋন পরিশোধের জন্য আবেদন-ইত্যাদি উদ্যোগ নিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮২ সালে ব্যাংক ঋন পরিশোধের জন্য ঋন গ্রহিতাদের নিকট আবেদন জানিয়ে ছিলেন । ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ঋন পরিবর্তন (Conversion) এবং ঋন পুননির্ধারন (Rescheduling) করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে । জেলা কর্তৃপক্ষকে ঋন পরিশোধ এবং ঋন Convension/ Rescheduling করার জন্য বিশেষ Recovery camp গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে —সেই মত কাজও চলিতেছে ।

Admitted Starred Question No. 28
Name ofs M.L.A. ;— Shri Rudreswar Das
,, Gopal Das
,, Jawhar Saha

Will the Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state : --

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট কতটি হাই ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে (হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের আলাদা হিসাব)

২। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে নাই উক্ত খালি পদগুলি পূরনের জন্য সরকার কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহন করছেন কিনা;

৩। ইহা কি সত্য যে শালগড়া হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, দুধপুষ্করনী হাই, গকুলপুর হাই, পালাটনা হাই, খিলপাড়া হাই, উদয়পুর গালস হাইয়ার সেকেণ্ডারী ত্রিপুরেশ্বরী হাইয়ার সেকেণ্ডারী প্রভৃতি স্কুলে অনেকদিন যাবৎ কোন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নাই,

৪। সত্য হলে উক্ত স্কুলগুলিতে কবে নাগাদ প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D: DEB

১। ৮২টি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে।

৯৭টি হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে।

২৭টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে।

৩৪ " " " সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ।

৪। সত্বর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted starred question No. 32

Name of Member :— Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Coordination Department be pleased to state :

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১। রাজ্যের পরিকাঠানো তৈরীর ক্ষেত্রে গত ৮ বছরে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহন ও রুপায়ন করেছেন,

২। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র কি কি পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন,

১ নং প্রশ্নের উওর

ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রধানতঃ নিম্ন বর্নিত ক্ষেত্রে পরিকঠামোগত পরিকল্পনা সমূহ গ্রহন ও রুপায়ন করা হয়েছে :—

ক) সেচ ব্যবস্থা
খ) বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা
গ) সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সেচ ব্যবস্থা :

১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরের শেষের দিকে মোট ৩০৮৭৩ হেকটার জমি সেচের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল তন্মধ্যে ৪৪৮৬ হেকটারে গ্রাউণ্ড ওয়াটার দ্বারা এবং বাকি ২৬৩৮৭ হেকটর সারফেস্ ওয়াটার দ্বারা । ইহা ছাড়া ৬ষ্ট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতিরিক্ত ৯৩৫৬ হেকটার জমি সেচের আওভুক্ত করা হয়েছে । এভাবে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরের শেষে মোট ৪০২২৯ হেকটর জমি সেচের আওতায় এসেছে । ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরের শেষে অতিরিক্ত আরো ১২৯৫ হেকটর জমি সেচের আওতাভুক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছর পর্য্যন্ত মোট ৪১৫২৪ হেকটর জমি সেচের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারনের উদ্দেশ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও গ্রামীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা । সেচ ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে আছেক্ষুদ্র সেচ, নদীর জল তুলে সেচ, গভীর নলকুপ ও অগভীর নলকুপ দ্বারা সেচ ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে দক্ষিন ত্রিপুরার গোমতী নদীতে মাঝারি আকারের সেচ প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে । ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খোয়াই নদী এবং মনু নদীতে আরো দুইটি মাঝারি সেচ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে; এই সব প্রকল্পের নির্মান শেষ হলে আরো ১৩১৯৯ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা যাবে । প্রতিটি প্রকল্পে কত

জমি সেচের আওতায় আসবে তাহা নিম্নে বর্নিত হলো :

১) গোমতী সেচ প্রকল্প = ৪৪৮৬ হেক্টর
২) খোয়াই সেচ প্রকল্প = ৪৫১৫ "
৩) মনু সেচ প্রকল্প = ৪১৯৮ "
মোট = ১৩১৯৯ হেক্টর

বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা :

রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন ৪.৩ M.W. থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৬ M.W. করার ব্যবস্থা হিসাবে Gumti Reservior এর Darm এর উপর Eati বসানো হয়েছে। এছাড়া ৫ M.W. ক্ষমতার তৃতীয় সেট বসানো ও ঐ প্রকল্পে চালু করা হয়েছে। দক্ষিন ত্রিপুরার উদয়পুরে মহারানী ব্যারেজ প্রকল্পে ০.৫ M.W ক্ষমতার দুইটি মাইক্রো হাইডেল্ প্রকল্প চালুব অপেক্ষায় আছে।

ইহা ছাড়া বড়মুড়াতে ২ × ৫ M W ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক ইউনিট চালু কর হয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহে কার্যকরী উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপ :—

	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (Installed Capacity)	কার্যকরী উৎপাদন ক্ষমতা
ক) গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প	১,৫০০ M,W	৮,৫ M,W
খ) বড়মুড়া গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প	১০,০০ M, W	৮,০ M,W
গ) মহারানী মাইক্রো হাইডেল,	১,০০ M,W	০.৮ M,W
	মোট :- ২৬,০০ M,W	১৭.৩ M,W

ইহাছা, যদি ও আনিরবিচ্ছিন্ন সরাবরাহ, আসাম রাজ্য হইতে ও কিছু বিদ্যুৎ রাজ্যে আনা হচ্ছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ ভিত্তিক পরিকল্পনাসমূহ সুষ্ঠ রূপায়নের জন্য বিদ্যুৎ পরিকাঠামো গঠনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :

উন্নয়ন প্রকলপে রুপায়নের জন্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম। যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গঠনের জন্য সরকার নিম্নবর্নিত দৈর্ঘের রাস্তা নির্মান করিয়াছেন :—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

রাস্তা		কি:মি: হিসাবে	
		১৯৭৯--৮০	১৯৮৪—৮৫
ক) গ্রামীন রাস্তা			
সারকেস্ড	=	৩২৭,০০	১১১৬,০০
আন্সারকেস্ড	[redacted]	২২১১,০০	২৭৬৭,০০
খ) গ্রামীন রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা সমূহ			
সারকেস্ড	[redacted]	৯১৯.০০	১১৪৫,০০
আন্সরকেস্ড	[redacted]	৬৫০,০০	৬১০,০০

রাস্তা		কি: মি: হিসাবে	
		১৯৭৯-৮০	১৯৮৪-৮৫
গ) মোট রাস্তা			
সারকেস্ড	=	১২৪৪,০০	২২৬১,০০
আন্সারকেস্ড	=	২৮৬১,০০	৩১১৭.০০

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সেচ ব্যবস্থা :

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানাবিধ সেচ প্রকল্পের দ্বারা মোট ২৩১৯৯ হেক্টর অতিরিক্ত জমি আওতাভুক্ত করা যাবে বলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে ২৯,০০০ হেক্টর ক্ষুদ্র প্রকল্প দ্বারা এবং বাকি ১৩,১৯৯ হেক্টর মাঝারি আকারের সেচ প্রকল্প ও অনান্য সেচ ব্যবস্থার দ্বারা করা হবে। এই সব ব্যবস্থার দ্বারা ১৬% শষ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে।

খ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থা :

৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিম্নবর্নিত প্রকল্প সমূহ চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে :

১) বড়মুড়ার ৫ M W ক্ষমতাসম্পন্ন ৩য় গ্যাসভিত্তিক ইউনিট চালু করা,

রুখিয়ায় ২ × ৫ M W ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক প্রকল্প চালু করা ।

৩) গন্ডালিয়ায় ১ × ৫ M W ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক প্রকল্প চালু করা ।

ইহাছারা, গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নতি সাধন করে তিনটি ইউনিটের কার্যকরী উৎপাদন ক্ষমতা ৮.৫ M W হতে ১২ M W করার ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে । এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে । এইসব ব্যবস্থার দ্বারা ৭ম পিরকল্পনার শেষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যকরী ক্ষমআ মোট ৪০.৮ MW হবে বলে আশা করা যাচ্ছে ।

(গ) সড়ক ও যোগাযোগ

৭ম পরিকল্পনাকালে মোট ২৩৫০ কি:মি: দৈর্ঘের অতিরিক্ত রাস্তা নির্মান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে ১৩৫০ কি: মি: হবে সারফেসড় এবং বাকি ১০০০ কি: মি: আনসারফেসড় । উক্ত ২৩৫০ কি: মি: রাস্তার মধ্যে ১৪০০ মি:মি: হবে গ্রামীন রাস্তা এবং ইহার মধ্যে ৮০০ কি:মি: সারফেসড এবং ৬০০ কিমি: আনসারফেসড ।

Admitted starred question No. 38
Name of Member :— Shri Lan Prasad Malsai
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

১) রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বোর্ডিং হাউস গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা দেওয়া হয় কিনা ?

২) না দেওয়া হলে, তার কারণ এবং

৩) উক্ত বোর্ডিং হাউস গুলিতে বৈদ্যুতিক পাখা দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি ?

৪) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SHRI D. DEB

১) না। তবে কোম কোন বোর্ডিং হাউসে বৈদ্যুতিক পাখা দেওয়া হইয়াছে।

২) সীমিত আর্থিক সংস্থান হইতে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোষ্টেল এখনো তৈরী করা সম্ভব হয় নাই। স্কুলগুলির জন্য স্থায়ী বা অর্দ্ধস্থায়ী গৃহও নিমাণ করা যায় নাই এবং অধিকাংশ স্কুলেই বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব লয় নাই। এমতাবস্থায় সরকার হোষ্টেল্ গুলিতে বৈদ্যুতিব পাখা দেওয়ার কথা ভাবিতেছেন না।

৩) এইরূপ কোন পরিকল্পনা প্রস্তাব বর্জনের প্রস্তাব বর্ত্তমানে নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 54
Name ofs M.L.A. ;— Shri Syed Bsit Ali
Will the Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state :—

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে জাতি উপজাতির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত (ক্লাশ ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২) ইহা কি সত্য উক্ত স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই?

৩) সত্য হইলে কবে পর্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষক উক্ত স্কুলে নিয়োগ করা হইবে?

ANSWER

MINITER-IN-CHARGE SHRI D. DEB

১) ক্লাশভিত্তিক ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা নিমনে দেওয়া হইল:—

(৩১-৩-৮৬ পর্য্যন্ত)

ক্লাশ	মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	জাতি	উপজাতি
৬ষ্ঠ	২০৬	১৪	৫৪
৭ম	২০১	১৩	৮২
৮ম	১৪৮	১০	৩৬
৯ম	১১১	৬	৩০
১০ম	১১৮	৮	৩২
১১শ	৩৮	১	১০
১২শ	১৮	২	৩
মোট:—	৮৪০	৫৪	২৪৭

২) হ্যাঁ।

৩) সত্ত্বর দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

Admitted Starred Question No. 56

Name ofs M.L.A. ;— Shri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be Pleased to state :—

QUESTION

১ (ক] বর্ত্তমানে কুমারঘাট ব্লকে মোট কতটি বালোয়ারী কেন্দ্র চালু আছে । গাঁও ভিত্তিক কেন্দ্রগুলির নাম।

(খ] তার মধ্যে কোন কোন কেন্দ্রে SEW (শিক্ষিকা] নাই এবং ।

(গ] কোন কোন কেন্দ্রে এখন ও গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় নাই ।

ANSWER

Minister-in-Charge : Deputy Chife Minister: Shri Dasaratha Deb.

১ (ক] বর্তমান কুমারঘাট ব্লকে মোট ৯১টি বা'ে'যা'ী কেন্দ্র চালু আছে। (গাঁও ভিত্তিক কেন্দ্র গুলির নাম নাম "Annexure – A ' তে দেওয়া হইল]

(খ] তার মধ্যে ৫টি School Mother দ্বারা প'ি ি'ত হয় আর ৩টি চালু নাই। (কেন্দ্র গুলি নাম Annexure- (B) তে দেওয়া হইল]

(গ] কুমারঘাট ব্লক – ১০টি সমাজ শিক্ষা – কেন্দ্র এখন ও গৃহ নির্মান শেষ হয় নাই। (কেন্দ্রের নাম Annexure (C) দেওয়া হইল]

ANNEXURE – B

Sl No.	Name of Social Education Centre.	Name of Goan Sabha
1	2	3
1.	Denracherra S.E. Centre.	Deoracherra
2	Muraibari S·E. Centre.	-do-
3.	Chinsbagan S.E. Centre	-do-
4.	Nooncherra S.E Centre.	North Unokoti.
5.	Jalai S E. Cantre.	Jalai
6.	Devasthal S.E. Centre.	Deoracherra
7.	Hiracherra S.E. Centre.	-do-
8.	Latiapura S.E. Centre	Latiapura
9.	Jalai Tailenmuktar S. E. Centre	North Unokoti
10.	Belehar S.E. Centre.	Jalai
11.	Ichabpur S.E. Centre.	Ichabpur
12	Pakhirbada S.E. Center.	-do-
13	Kanakpur S. E. CentreS.	Laxmipur
14	Tilabazar S.E. Centre.	Tilabazar
15	Baburbazar S.E. Centre.	-do-

Sl. No.	Name fo the Social Educatiou Centre.	Name. of Gaon Sabha
1	2	3
16	Kamrangabari S.E Centre	Gournagar
17	Kirtantali S.E. Center	-do-
18	Kaulikura S. E. Centre	Kaulikura
19	West Kaulikura S.E. Centre.	-do-
20	Shantipur S.E. Centre	South Unokoti
21	Durganagar S.E Centre	Goldharpur
22	Tilakpur S.E. Centre	-do-
23	Bhagabannagar .S E. Centre	Bhagabannagar
24	South Bhagabannagar S.E.C.	-do-
25	Irani S.E.C.	Irani
26	Kacharghat S.E.C.	Notified Area, Kailashahar
27	Gobindapur S.E.C	-do-
28	Vidyanagar S.E.C	-do-
29	Durgapur S.E.C	-do-
30	Kailashahar District Jail S.E.	-do-
31	Bilaspur S.E.C	Bilaspur
32	Pechardahar S.E-C	-do-
33	Dalugaon S.E.C	-do-
34	Jarailtali S.E.C	Jarailtali
35	Mohanpur S.E.C	Jarailtali
36	Chantail S.E.C	Chantail
37	Baraitali S.E.C	-do-
38	Singirbil S.E. Centre	Singirbil
39	East Fultali S.E. Coutre	Fultali
40	West Fultali S.E. Centre	-do-
41	Sova Tea Estata S.E. Centre	Chantail
42	Srirampur S.E. Centre	Srirampur

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Sl. No.	Name fo the Social Educatiou Centre.	Name of Gaon Sabha
1	2	3
43	Chandipur S.E. Centre	Srirampur
44	Rangrung S.E. C	Rangrung
45	Sarojini Tea Estate S.E.C	-do-
46	Samruapar S.E.C	Samrurpar
47	Murticherra S.E.C	Murticherra
48	Tachai Tea Estate S.E.C	Jamtailbari
49	Jagannathpur S.E.C	Jagannathpur
50	Bhagyapur S.E.C	Dhanbilash
51	Ashrampalli S.E.C	Kumarghat
52	Nidevi S.E.C	-do-
53	Kumarghat S.E-C	Pabiacherra
54	North Pabiacherra S.E.C	-do-
55	Sadhuchandra Para S.E.C	-do-
56	Sadhuchandra Reang Para S.E.C	-do-
57	Darchai S.E.C	Darchai
58	Sidangcherra S.E.C	Deovalley
59	Behakumar Para S.E.C	-do-
60	Satyendra Malakar para S.E.C.	East Kanchanbari
61	Nutanbazar S.E.C.	-do-
62	Narendra Chow. Para S.E.C.	East Betcherra
63	Betcherra Darlongpara S.E.C.	Betcherra
64	Betcherra Bhumihin Colony S.E.C	-do-
65	Dudpur S.E. Centre	Dudpur
66	Dudpur Colony S.E.C	do-
67	Sonaimuri S.E C	Sonaimuri
68	Ujan Sonaimuri S.E.C	Dakshin Unokoti

Sl. No.	Name fo the Social Educatiou Centre.	Name of Gaon Sabha
1	2	3
69	Fatikroy S.E.C	Fatikroy
70	Rajnrgar Colony S.E.C.	-do-
71	Krishnaragar S.E. Centre	Krishnanagar
72	Assambastee S.E. Centre	-do-
73	Radhanagar S.E-C	Radhanagar
74	Ganganagar S.E.C	Ganganagar
75	Fatikcherra S.E.C	Fatikcherra
76	Gakulnagar S.E.C	Gakulnagar
77	Kuleshnagar S.E.C	Kuleshnagar
78	Saiderpara S E. C	East Ratacherra
79	West Kataila S.E.C	.do.
80	East Ratacherra	-do-
81	Juricherra S.E C	West Ratacherra
82	West Ratacherra	-do-
83	West Kanchanbari	West Ratacherra
84	Masauli S.E.C	Masauli
85	Laljuri S.E.C	Laljuri
86	Daityamuipara S.E.C	Demdum
87	Saidacherra S.E. Centre.	Saidacheraa
88	Rajkandi S.E.C	Rajkandi
89	Kalyan Sings Chow. Para	Fatikroy
90	Goldharpur S.E.C	Goldharpur
91	Rangauti S.E.C	Rangauti

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ANNEXURE—B

Sl. No.	Name fo the Social Education Centre.	Remarks
1	Bhagyapur S.E.C	Run by School Nother
2	West Fultali S.E.C	-do-
3	Jagannathpnr S.E C.	-do-
4	South Bhagabannagar S.E-C	-do-
5	Fatikcherra S.E.C	-do-
6	Pakhirbada S.E.C	Vacant
7	Latiapura S.E.C	Vacant
8	Assambastee S.E.C	Vacant

ANNEXURE—C

Name of the Centres where we don't have construction of Centre houses.

1 Ranganti S.E. Centre
2 Tillabazar S.E. Centre
3 Babur Bazar S.E. Centre
4 Goldhanpur S.E.Centre
5 Tachai Tea Estate S.E.Centre
6 Rang Rung S.E.Centre
7 Sarbjini Tea Estate S.E.Centre
8 Sova Tea Estata S.E.Ceutrc
9 Assambastee S.E.Centre
10 Fatikroy S.E.Centre

Admitted starred question No. 68
Name of Member :— Shri Jawhar Shaha.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

QUESTION

১। Tripura Land Devalop ment Bank Ltd- এর মাধ্যমে ১৯-৮৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত (১৫।১১।৮৬ ইং পর্যন্ত) রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত জনকে কৃষির জন্য পুকুর খননের জন্য, হাঁস পালন, শুকর পালণের জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে

২। উক্ত বাংকে ফিল্ড সুপারভাইজারের সংখ্যা কত,

৩। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলিতে ফিল্ড সুপারভাইজার না থাকার কারণে ব্লকগুলিতে সমদৃষ্টিতে ঋণ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না.

৪। কবে নাগাদ রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলিতে ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ করা হইবে ?

ANSWER

১) ত্রিপুরা কো: অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলেপমেন্ট-ব্যাংক লি:এর মাধ্যমে পুকুর খনন এবং হাঁস পালন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ১৯৮৪ সাল হইতে নভেম্বর ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত ঋণ দানের হিসাব।

—: প্রকল্পবলী :—

ব্লকের নাম	মৎস্য চাষ	সংখ্যা	শুকর পালন	সংখ্যা	গাভী ক্রয়	সংখ্যা	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	রাবার চাষ	সংখ্যা	আনারস বাগান	সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
মাতাবাড়ী	৫০৯৮৬০	৭০	৬৮৯০০	১৮	—	—	—	—	৮৮৬০০	১০	—	—	পুকুরখনন
বগাফা	৩৫৬০০	৬৩	—	—	—	—	—	—	৯৬০০	৩	—	—	ও হাঁস
রাজনগর	২২৫৭০০	৪৩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	পালনে জন্য
অমরপুর	৩৭৪৬০	৫	২২৪৩	২	—	—	—	—	১১৪৫০	২	—	—	কোন ঋন
সাতচাঁদ	৬৪০০	৯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	দেওয়া হয়নি
কুমারঘাট	৪২৮০০০	৮০	৯৯৬০	৩	—	—	—	—	৪৫৬০	১	৩০৩৫০	৯	
সালেমা	১১০৫০০	২৯	—	—	৫০০০	৯	—	—	—	—	—	—	
পানিসাগর	৯৩০০০	১৮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
কাঞ্চনপুর	৪৮৪০০	৫	৯৯০০	৫	২০০০	১	—	—	—	—	—	—	
ছামনু	৬০০০	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
বিশালগড়	৩৩৮৭৮০	২৯৭	১৭৫০০	২	১৭১৭০০	৭০	২৭৫০০	১	৬৪৪০০	৫	—	—	
মোহনপুর	১৯৫৬০০	২০	২৭০০	১	৩৭৪০০	৬২	৫৫০০	১	—	—	—	—	
জিরানীয়া	১৭৯৬০০	৩৯	—	—	৫৫২০০	৮	১৩০০০	৬৩	৪৪২৫০	৫		—	
মিউনিসিপ্যালিটি (নন-ব্লক)	১৯২০০	৩	—	—	৮২৮০০	২২	—	—	২৩০০	১	—	—	
তেলিয়ামুড়া	১৩৪০০	২১	—	—	...	—	—	—	—	—	—	—	
মেলাঘর	৩৬০০০	১০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
খোয়াই	৫০৪০০	১০	—	...	—		...	—	১৮০০০	৩	...	...	

(২) উক্ত ব্যাংকে কিন্তু সুপারভাইজারের সংখ্যা—১৬ জন।

(৩) ঠিক তথ্য নয়।

(৪) এখনই বলা সম্ভব নন।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Unstarred question No. 65
Name of M. L.A. :— Shri Ratimohan Jamatia.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে সারা রাজ্যে কয়টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে, কয়টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন এবং।

২। আগামী শিক্ষাবর্ষে সারারাজ্যে কোন মহকুমায় কয়টি বিদ্যালয়কে উন্নতি করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI D. BEB

১। ৩০টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে ও ৭০টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।

২। এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on the 24th December, 1986, Wednesday, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy Speaker and 19 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪।

শ্রীরামকুমার নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪।

প্রশ্ন—

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট জনসংখ্যা অনুপাতে বার্ষিক মোট খাদ্য শস্যের চাহিদা কত ;

২) তন্মধ্যে খাদ্য শস্যের বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ কত,

৩) এই ঘাটতি পূরণের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

উত্তর—

১) রাজ্যে বর্তমানে মোট জনসংখ্যা অনুপাতে বার্ষিক মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা ৪.৩০ লক্ষ মেঃ টন।

২) তন্মধ্যে খাদ্য শস্যের বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ ১.৫ লক্ষ মেঃ টন।

৩) এই ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতীয় খাদ্য নিগম মারফতে ভারত সরকার হইতে ঐ পরিমাণ খাদ্য শস্যের আমদানী করা হইতেছে।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার। আমরা দেখছি যে, রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি আছে। কিন্তু পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে আমাদের এত বেশী পরিমাণে খাদ্য মজুত আছে যে আমাদের দেশের পক্ষে তার দরকার নেই। সেটা বাইরে বিক্রয় করে দিতে হবে এবং আমাদের এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, কাজের জন্য মাসিক ১০ হাজার মেঃ টন চাল দেবার জন্য আমাদের রাজ্যের মানুষ লড়াই শুরু করেছে। কাজেই এই ১০ হাজার মেঃ টন চালের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে এটাও অন্তর্ভুক্ত কিনা কিংবা এই চাউল ঠিকমত সরবরাহ করা হয় কিনা এবং না হয়ে থাকলে এই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

শ্রীরামকুমার নাথ :— মাথাপিছু দৈনিক ৫০০ গ্রাম হিসাবে রাজ্যের খাদ্য শস্যের চাহিদা ৪.৩০ লক্ষ মেঃ টন। বর্তমানে রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন ৩.৭৪ লক্ষ মেঃ টন। তার মধ্যে বীজ, গো খাদ্য এবং আপতকালীনের জন্য সঞ্চিত রাখা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ভাবে কিছু কিছু অপচয়ও হয়। এছাড়া মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি উৎপাদন করতে লাগে প্রায় ৪৪ হাজার মেঃ টন। এটা বাদ দিলে রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন আনুমানিক ২.৮ লক্ষ মেঃ টন। তাতে রাজ্যে ঘাটতি ১ লক্ষ মেঃ টন এবং এই মুহুর্তে মাসিক সাড়ে বার হাজার মেঃ টন পাচ্ছি।

শ্রীনকুল দাস :—রাজ্যে যে ঘাটতি এটা তো সব সময় শুনছি। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য কেন্দ্র থেকে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি-এর জন্য চাল যেমন পাওয়া দরকার তেমনি রাজ্যে উৎপাদন বাড়ানো দরকার। কাজেই রাজ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য।

শ্রীরামকুমার নাথ :— আমাদের এখানে যা উৎপাদন হয় সেটাতে পূরণ হয় না।

তাই ঘাটতি পূরণ করার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি। এটা ঠিক যে আমাদের চাহিদা, উৎপাদনের তুলনায় তা কম। কারণ উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে খুব বেশী অগ্রসর হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে প্রতি বছর দুবার করে বন্যা হয়। এবছরও শেষের দিকে খরা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় একটা প্রধান কারণ ঘাটতির। দ্বিতীয় কথা হ'লো, ত্রিপুরার জমির এক-তৃতীয়াংশ আমরা চাষে আনতে পারিনি। সেই জমি টিলা জমি। অ্যাস্যুরড ইরিগেশান ১০।১২ পারসেন্টের বেশী নয়। বিদ্যুৎ না পৌঁছলে আমরা ইরিগেশান ফ্যাসিলিটি দিতে পারছি না। মাটির উপর বা মাটির নীচের জল আমরা ইরিগেশনের অভাবে দিতে পারছি না। তার অর্থ এই নয় যে বামফ্রন্ট সরকার জমিতে ফসল বাড়াবার কোন ব্যবস্থা নেননি। যেহেতু আমাদের অধিকাংশ টিলা জমি, তাতে আমরা চা বাগান, রাবার বাগান, হর্টিকালচার—এই তিনটা ক্ষেত্রে আমরা চাষে অগ্রগতি করেছি। আরও অগ্রগতি করার লক্ষ্যে আমরা যাচ্ছি। কেরালাতে মাত্র ৪০ ভাগ খাদ্য উৎপাদন হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কেরালার কৃষক আমাদের চেয়ে অনুন্নত। তারা অন্যান্য ফসল— পার্টিকুলারলী ক্যাশ ক্রপ প্রচুর উৎপাদন করছেন। একটা জমিতে ৩টা ফসল তুলছেন ক্যাশ ক্রপ। এর ফলে কৃষকেরা আমাদের চেয়ে উন্নত। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইরিগেশান না দিতে পারব ততদিন পর্য্যন্ত ক্যাশ ক্রপের উপর আমরা জোর দেব।

মি. স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা কত ; (স্থানের নাম সহ)

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও নূতন আয়ুর্বেদিক কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা

সরকারের আছে কি না ;

৩। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত মোহরছড়া আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রটিকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে কিনা, এবং

৪। উক্ত আয়ুর্বেদিক কেন্দ্রে নিযুক্ত কবিরাজ ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। ১১টি। আগরতলা, মাধববাড়ী, মোহরছড়া, মেলাঘর, সালেমা, ধর্মনগর, দক্ষিণ সোনাইছড়ি, চুকলি, কামালঘাট রাজনগর এবং পূর্ব সিঙ্গিছড়া।

২। নাই।

৩। বর্তমানে এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে মোহরছড়ায় হাসপাতাল করার প্রস্তাব বর্তমানে নাই। আমরা দেখেছি এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পর বহু লোক এই চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে উপকৃত হয়েছেন কিন্তু দূরের রোগীরা এখানে এসে চিকিৎসার সুযোগ নিতে অসুবিধা ভোগ করে। সেজন্য দুর্গম অঞ্চলের রোগীদের এখানে থেকে চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করে সরকার এখানে হাসপাতাল খোলার বিষয়টি বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মি: স্পীকার স্যার, আমরা রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চলে জনসাধারণের জন্য চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ সম্প্রসারিত এখনও করতে পারি নাই সেই সব অঞ্চলে আমরা চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করছি। এই রকম আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছি। এখন আমরা প্রতিটি অঞ্চলে প্রয়োজনানুসারে হাসপাতাল খোলার জন্য আর্থিক সংগতি নাই। শুধু তাই নয়, যে ১১টি হাসপাতাল খোলার কথা আমরা চিন্তা

করছি তার জন্যও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ আমাদের হাতে নাই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোয়ার্টার করার কথা বলেছেন সেই সব কোয়ার্টার কবে নাগাদ হবে—কারণ এখানে ডাক্তার এবং অন্যান্য ষ্টাফের থাকার জায়গা না থাকাতে তাদের অনেক দূর থেকে আসতে হয়, তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি তাদের কোয়ার্টার কবে নাগাদ তৈরী করা হবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, আর্থিক মঞ্জুরী পেলেই আমরা কাজ আরম্ভ করব।

মি: স্পীকার : – মাননীয় সদস্য সুবোধ চন্দ্র দাস

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নং ১১৯

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নং ১১৯

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর বি. ডি. ওর পুরানো অফিস বাড়ীটির সংগে নূতন অফিস বাড়ী নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হবে আশা করা যায় ;

৩। উক্ত অফিসটি দ্বিতল পাকা নির্মাণ করার জন্য পানিসাগর বি. ডি. সি. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। অচিরেই কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যাইতেছে।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে নূতন অফিস নির্মাণ করা হবে এবং পানিসাগর বি. ডি. সি.র কাছ থেকে এবং একই সংগে কাঞ্চনপুর বি. ডি. ও.র অফিসটি নূতন দ্বিতল পাকা বাড়ী নির্মাণ করার জন্য প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল।

সেই প্রস্তাবটি সম্পর্কে নূতন পাকা বাড়ী নির্মাণের সরকার উদ্যোগ নেবেন কি না ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— স্যার, এই ব্যাপারে পানিসাগরের আর্কিটেক্ট কিছু তথ্য চেয়েছেন সেই তথ্যগুলি পাঠান হয়েছে কি না এই সম্পর্কে কোন তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

মি: স্পীকার : – মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— কোয়েশ্চান নং ১১৪

শ্রীরামকুমার নাথ :— কোয়েশ্চান নং ১১৪

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের কোন কোন পঞ্চায়েত এলাকায় ফেমিলি রেজিষ্টার-এ নাম নেই, এমন বাংলাদেশী লোককেও রেশন কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে ?

২। সত্য হইলে ইহার কারণ ?

৩। ইহাও কি সত্য যে সালেমা ব্লকের অন্তর্গত মড়াছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের জনৈক জিতেন দেবকে ফেমিলি রেজিষ্টারে নাম না থাকা সত্বেও রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে ?

৪। যদি সত্য হয় তবে কিসের ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তিকে রেশন কার্ড দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। না, সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু

আমি জানি যে এই রেশন কার্ড নিয়ে মরাছড়ার পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে কোর্ট কেইসও হয়েছে তার নাম ফেমিলি রেজিষ্টারে ছিল না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ করে দেখবেন কি না ?

শ্রীরামকুমার নাথ :— স্যার, সব সাবডিভিশানেই পঞ্চায়েতগুলির সমস্ত লোকের নাম ফেমিলি রেজিষ্টারে উঠান হয় এবং তারপর তাদের রেশন কার্ড দেওয়া হয়। মরাছড়ার জীতেন দেবের নাম ফেমিলি রেজিষ্টারে আছে সেই বইটির নাম্বার হচ্ছে ৩/৮০ ক্রমিক নং ৩৮৪।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি তার নাম ছিল না। কেইস হওয়ার পর পরবর্ত্তী সময়ে তার নাম উঠান হয়েছে। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ভয়ে তার সংগে কম্প্রমাইজ করে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। এবং এই ব্যাপারে এনকোয়ারীও করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীরামকুমার নাথ :— স্যার, আমার কাছে পরিস্কার তথ্য আছে বুক নং ৩/৮০, ক্রমিক নং ৩৮৪। তার নামে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছিল এর পর আমি আর কি বলব।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কি না। কারন এর বিরুদ্ধে কেইস হয়েছিল সে ব্যক্তি '৭১ সালের ২৫শে ডিসেম্বরের আগে ভারতীয় নাগরিক নয়। এই রকম কোন তথ্য সে দেখাতে পারেন নাই — ডি.এম.এর কাছে। এর পরেও কি করে রেশন কার্ড পায় এটা বুঝতে পারছি না। সেজন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি ছোট হলেও ছোট না যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তথ্য ভিত্তিক উত্তর দিয়েছেন, এবং মাননীয় সদস্য শ্রী দাস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এইখানে জানাতে চেয়েছেন। বিষয়টি তদন্তযোগ্য। কাজেই গভর্ণমেন্ট দায়িত্ব নিয়ে তদন্ত করে দেখবে এই প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার.১৩১।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার. ১৩১।

শ্রী আরবের রহমান :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার.১৩১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিন ত্রিপুরার তাকমা ছড়াতে একটি রাবার প্রসেসিং কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ?

২। সত্য হলে এ সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্যাকরী করা হয়েছে ?

৩। ইহাও কি সত্য উক্ত কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮০-৮১ ই আর্থিক সনে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বৈদেশিক মেশিন ক্রয় করা হয়েছিল ?

৪। সত্য হলে উক্ত মেশিনটি বর্ত্তমানে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার তাকুমাছড়াতে রাবার প্রেসেসিং কারখানা গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন, রাবার বোর্ডের সহায়তায় একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করেছে। উক্ত প্রকল্প, সপ্তম পরিকল্পনায় উত্তর পুর্বাঞ্চল পর্ষৎ কর্তৃক, ১৯৮৬-৮৭ সন থেকে অনুমোদিত হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনাকালে উক্ত প্রেসেসিং কারখানা স্থাপনের জন্য ১৩৭'০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৯৮৬-৮৭ সন আর্থিক বছরে ব্যয়ের মাত্রা ২৫'০০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। চলতি সপ্তম পরিকল্পনা কালে এই প্রেসেসিং কারখানা নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। রাজ্য পূর্ত্ত দপ্তর নকসা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণের কাজ অতি সত্বরই শুরু করবে।

৩। রাবার প্রসেসিং কারখানা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি মেশিন ও তৎ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ কেনা, ফ্যাক্টরীর লাইসেন্স ফি, শুল্ক, ক্লিয়ারিং এজেন্টের কমিশন ও যন্ত্রের

পরিবহন খরচ বাবদ মোট ১০,৬৯,৩৬১'০০ (দশ লক্ষ উনসত্তর হাজার তিনশত একষট্টি) টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্ণিত মেশিনটি রাবার বোর্ডের সুপারিশক্রমে ১৯৮২ সালে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে।

৪। মেশিনটি কেনার পর অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং বর্ত্তমানে মেশিনটি স্থাপনের অপেক্ষায় সুরক্ষিত অবস্থায় আগরতলা কর্পোরেশন অফিসে মজুত আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৮২ সনে মেশিনটি কেনা হয়েছিল। আর বর্ত্তমানে ১৯৮৬ সন শেষ হতে চলছে। দীর্ঘ ৪ বছর পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর দ্বারা কিছুই করা হচ্ছে না। এত বড় সম্পদ এমনি পড়ে আছে। এত দেরী হচ্ছে কেন তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য আপনার অনুমতি নিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই। এই মেশিন স্থাপন করার জন্য যে টেকনিক্যাল লোক দরকার তা আমাদের এখানে নেই। এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ রকমে রাবার বোর্ডের উপর নির্ভরশীল, কেরালার অভিজ্ঞ লোকের উপর নির্ভরশীল। এই ব্যাপারে গত তিন বছর বা আরো বেশী সময় ধরে তাদের সহায়তায় আমরা এখানে কারখানা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু, যেহেতু দালান বাড়ী ছাড়া তাঁর কিছু করার নেই সেজন্য এই মেশিনটি পড়ে আছে। এখন আমরা যে সমস্ত বাধা ছিল তা দূর করে মেশিন্ বসানোর উদ্যোগ নিয়েছি, এবং আশা করছি আগামী ২ বছরের মধ্যে মেশিন বসাতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকাশীরাম রিয়াং। অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৬৬।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৬৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন,

২। সত্য হলে কতটি শয্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে,

৩। ইহাও কি সত্য যে উক্ত হাসপাতাল সংলগ্ন বহির্বিভাগটির জন্য স্থায়ী গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন,

৪। সত্য হলে কবে নাগাদ উহার নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১ এবং ২। খোয়াই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বর্তমানে ৫০। কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার নতুন প্রসব কক্ষ তৈরী এবং শৌচাগারগুলির সংস্কার ও পুনঃ নির্মাণ ইত্যাদির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কমিউনিটি হেলথ সেণ্টার স্কীমে খোয়াইতে নতুন ৩০ শয্যা সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। নির্মাণ কাজের জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খোয়াই মহকুমায় কমিউনিটি হেলথ সেণ্টার স্কীমে আরো ৩০ শয্যা বাড়ান হচ্ছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, হাসপাতালে রোগীর ভীড় হচ্ছে। হাসপাতালে রোগীর জায়গা হচ্ছে না, সীটস পাচ্ছে না। এই অবস্থা দীর্ঘ দিন যাবৎ চলছে। তাছাড়া সেখানে

একটি আইসোলিউশান ওয়ার্ড আছে, এবং অপারেশন থিয়েটার রুম আছে। কিন্তু কোন কিছুই কার্য্যকরী অবস্থায় নেই। এমতাবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এইগুলি চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহন করা হবে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা যে ৩০টি শয্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি তার মধ্যে আছে, মেডিসিন, শিশু বিভাগ, গাইনো। এছাড়াও, বর্ত্তমানে আইসোলিউশান ওয়ার্ডটি খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। সেটাও সরকার চালু করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীসমীর কুমার দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ২টি আউটডোর আছে। একটি পুরানো এবং অপরটি নূতন বাঁশের ছাওনি দিয়ে করা হয়েছে। পুরানো আউটডোরটিতে ডাক্তাররা যাচ্ছেন না এবং নব-নির্মিত আউটডোরটিতে ডাক্তাররা যাচ্ছেন এবং স্থান কম এবং প্রচুর রোগী হচ্ছে। যার ফলে সুষ্ঠুভাবে রোগী দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং পুরানো আউটডোরটিতে যাতে ডাক্তাররা যান এবং নূতন আউটডোরটির পাশে যে নূতন বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশান হচ্ছে সেটা তরান্বিত করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এটা ঠিকই যে, কিছুদিন যাবৎ ডাক্তারের শর্টেজ ছিল। ডাক্তার ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার ফলে নূতন ডাক্তার সেখানে জয়েন করেন নি এবং বাজারের পাশে ছন বাঁশের নির্মিত আউটডোরটিতে ডাক্তাররা নিয়মিত রোগী দেখছেন এটা সরকারের দৃষ্টিতে আছে। নূতন ডাক্তার যাতে সেখানে অবিলম্বে জয়েন করেন তার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং এর ফলে দুটো আউটডোরেই রোগী দেখা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়তঃ, নূতন বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশানের জন্য পি. ডাবলিউ. ডি কাজ হাতে নিয়েছে এবং এর কনষ্ট্রাকশানের কাজ খুব শিগ্‌গিরই করা হবে।

শ্রীসমীর কুমার দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই হাসপাতালের রোগীরা নিয়মিত ঔষধ পাচ্ছে না এবং ঐখানকার ডাক্তারবাবুরা রোগীদের আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত ২।৩ জন রোগীকে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে আসতে হচ্ছে এবং হাসপাতালের একমাত্র এম্বুলেন্সটি সব সময়

কার্য্যকরী থাকছে না, যার ফলে রোগীদেরকে গাড়ী ভাড়া করে আগরতলায় পাঠাতে হচ্ছে। সুতরাং পুরানো এম্বুলেন্সটি সারাই করা সাপেক্ষে নূতন একটা এম্বুলেন্স এই মহকুমা হাসপাতালটিতে দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, ঔষধ শর্টেজ হওয়ার কথা নয়। তবে মাননীয় সদস্য যখন এ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন তখন আমি বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে দেখব। আর এম্বুলেন্স সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে সমস্ত হাসপাতালে এম্বুলেন্স খারাপ হয়ে গেছে সে সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। পুরানো এম্বুলেন্সগুলিকে কনডেম ঘোষণা করে নূতন এম্বুলেন্স সংগ্রহ করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালি কুমার দেববর্মা।

শ্রীকালিকুমার দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নং ২০১ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ২০১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের ষ্টাফ কোয়ার্টারগুলি মেরামতের অভাবে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে,

২। সত্য হলে, কবে নাগাদ উক্ত কোয়ার্টার মেরামতের কাজ শুরু করা হবে আশা করা যায় ?

উত্তর—

১। সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

২। নূতন কোয়ার্টার তৈরীর জন্য পূর্ত্ত দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য প্রয়োজনীয় টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দপ্তর থেকে দেয়া হয়েছে।

শ্রীকালি কুমার দেববর্ম্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন

যে ষ্টাফ কোয়ার্টার মেরামত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানি এই ষ্টাফ কোয়ার্টার মেরামত করার জন্য অনেকদিন আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ ২ বৎসর যাবৎ এই ষ্টাফ কোয়ার্টার মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ. হাসপাতালের সামনে যেভাবে লেট্রিন এবং অন্যান্য খারাপ আবর্জনা পড়ে আছে সেগুলি সরানোর ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, কিছু পরিষ্কার করা হয়েছিল। আবার আমি তদন্ত করে দেখব এ সম্পর্কে আরও বেশী কি করা যায়।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মানের কাজ হাতে নিয়েছেন। কিন্তু এখানে ৬টা ডেমেজ কোয়ার্টার বার বার মেরামত করা হচ্ছে বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নাই। এবং প্রতি বছর ঠিক করার নামে টাকা নয়-ছয় করা হচ্ছে, এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এরকম হলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। মেরামতির কাজ সাধারণতঃ পি. ডাবলিউ. ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ রকম কিছু হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সরকার সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হাসপাতালে প্রায়ই বিদ্যুৎ থাকে না। ইন্টারনেল ওয়ায়েরিং-এর জন্যই এরকম হচ্ছে। ফলে রোগীরা কষ্ট পাচ্ছেন এবং ডাক্তারাও চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সুতরাং এই অসুবিধা-গুলি দূর করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী : স্যার, এই বিল্ডিং-এ ইন্টারনেল ওয়ারিং খুব ডিফেকটিভ, একথা সত্য। এই লাইনগুলি খুবই পুরানো এবং সেগুলি রিমোভ করে নূতন লাইন বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আশা করছি সম্পূর্ণ কাজ শেষ হওয়ার পর এই সমস্যার সমাধান হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :— কোয়েশ্চান নং ২১১ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ২১১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার চুড়াইবাড়ী, তারকপুর, সাতসঙ্গম, ব্রজেন্দ্রনগর, ডিসপেনসারী গুলির পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য সরকার কোন অর্থ মঞ্জুর করেছেন কিনা,

২। যদি অর্থ মঞ্জুর করে থাকেন তাহলে কোন আর্থিক বছরে কোন ডিসপেনসারীর জন্য কত টাকা মঞ্জুর করেছেন ? (তার পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। ব্রজেন্দ্র নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থায়ী বাড়ী নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থার উপর অন্যান্য ডিসপেনসারী সমূহ পাকা বাড়ী নির্ভর করে।

২। ব্রজেন্দ্রনগরের জন্য ২৭ হাজার টাকা চলতি আর্থিক বছরে দেয়া হয়েছে।

শ্রী ফৈজুর রহমান :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগর শহরে উত্তর অঞ্চলে একমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কদমতলা ছাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র না থাকায় পি, এইচ, সি, ডিসপেনসারীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই ডিসপেনসারীর ঘরবাড়ী না থাকায় আজকে এলাকার মানুষের কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে এবং আমরা বি, ডি, সিতেও আলোচনা করেছিলাম, ডিসনেসারী পাকা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই পাকা বাড়ীর নির্মান করার কথা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা ব্রজেন্দ্রনগর ত ধরেছি, অন্যগুলি একই সাথে পারছিনা। ক্রমে ক্রমে সবগুলি যাতে পাকা বাড়ী করতে পারি তার জন্য আমরা

সচেষ্ট। কাজেই মাননীয় সদস্য যে গ্রামগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সবগুলি গ্রামকে আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, অনুপস্থিত।

শ্রীবাসিত আলী, অনুপস্থিত।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, অনুপস্থিত।

মহারানী বিভূ কুমারী দেবী, অনুপস্থিত।

শ্রী জওহর সাহা, অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী তরনী মোহন সিন্‌হা

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯২।

মিঃ স্পীকার : – অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯২।

শ্রীসমর চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ইং হইতে ১৯৮৬ইং-এর ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত কতজন পাগলকে ত্রিপুরার চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করা হইয়াছিল (উপজাতি ও অ-উপজাতি ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকার হইতে কোন সাহায্য দেওয়া হয় কি না,

৩। দেওয়া হইলে কি ধরণের সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, এবং

৪। না দেওয়া হলে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে ১০২০ জন রোগীকে মেণ্টাল ওয়ার্ড (মানসিক চিকিৎসা) এর অন্ত-বিভাগে এবং ৮৪,২৯৯ জনকে বহির্বিভাগে চিকিৎসা করা হয়।

(২ ও ৩) স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার জন্য কোন রকম আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। তবে মানসিক রোগীদের রেফার কেইসগুলিকে রাঁচিতে চিকিৎসার জন্য রোগী ও তাঁর সঙ্গীসহ দুই জনের রাঁচিতে যাওয়ার খরচ এবং সঙ্গীর ফেরার খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৪। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামাঞ্চলে প্রচুর রোগী এইভাবে ঘোরাফেরা করছে। তাদের আগরতলায় এসে চিকিৎসা করবার কোন সুযোগ নেই, তার জন্য ডিসট্রিক ভিত্তিক অথবা বিভাগ ভিত্তিক এই চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমরা জেলার হাসপাতালগুলিকে উন্নত করার চেষ্টা করছি। সেই জেলা হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রামে এবং আগরতলার বাইরে সম্প্রসারণ করা যায়নি সেইগুলিকে সম্প্রসারণের জন্য আমরা চিন্তা করছি।

নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চাই। আমাদের এখানে পাগলের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই তা সত্য নয়। ডাক্তার আছে চিকিৎসা করার জন্য এবং রোগীও আছে। তার বাইরে যে ভায়োলেন্টস তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা জেলে রেখে করা হয়। জেলে রাখার ব্যবস্থা আছে, নতুন করে আমরা পাগলদের চিকিৎসার জন্য আর একটা ওয়ার্ড খোলার চেষ্টা করছি এবং সেখানে চিকিৎসার পর অনেক রোগী ভাল হয়ে ফিরে গেছেন। আমি যখন জেলে ভিজিট করতে গিয়েছিলাম তখন এই তথ্য আমরা রোগীদের কাছ থেকে পেয়েছি। যারা ভায়োলেণ্ট হিসাবে ভর্তি হয়েছিল তারা অনেক ভাল হয়ে এখান থেকে চলে গেছে

যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে নেই সেটা হচ্ছে যাদের মগজে ডেভোলাপমেণ্ট হচ্ছে না, জল হয়ে যাচ্ছে। সেটাত আমরা আলোচনা করেছিলাম মন্ত্রীসভায়। এটা খুব ব্যয় সাপেক্ষ। আমরা চেষ্টা করব কলকাতায় যেখানে এইটা হয়েছে সেখানে পাঠিয়ে চিকিৎসা করাব এই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। এখন সেটাও চালু করতে চাই, সেইটা আমরা করব।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অনেক রোগী গ্রামাঞ্চলে ঘোরা-ফেরা করে। অভিভাবক এবং দায়িত্বপূর্ণ লোক থাকা সত্বেও চিকিৎসার জন্য আগরতলায় আনেন না। যার ফলে কোন কোন রোগী মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার জন্য তাদের রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাদের অনেকেই অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকে। গত ২ মাস আগে ফটিকরায়ে এক ভদ্রমহিলা মিশনে গিয়ে তার বাচ্চা হল, বাচ্চাটাকে রেখে সে চলে যায়। তাকে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এই ধরণের রোগীর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা তা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই ধরণের কেইস যখন নাকি আমাদের হাতে আসে তখন আমরা আগরতলায় মেণ্টাল হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। অন্য কোন ভায়োলেণ্ট রোগী যদি থাকে তাহলে আমরা জেলখানাতে রাখার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করি। নির্দিষ্ট করে আমাদের হাতে আসলে নিশ্চয়ই আমরা খোঁজ নেব।

মি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৫০।

শ্রীরামকুমার নাথ :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫০।

প্রশ্ন

১। জুমিয়াদের জন্য বাকীতে কত টাকার রেশন (চাল) ৩১-১০-৮৬ইং পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে,

২। মোট কত পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে,

৩। জুমিয়াদের এই টাকা মুকুব করে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। মোট মং ১,০৮,৭৮,৪৩৬'১১ টাকার রেশনের চাউল বন্টন করা হইয়াছে।

২। মোট ৩৪,১৬৮টি পরিবারকে বাকীতে রেশনের চাউল বন্টন করা হইয়াছে।

৩। এখন পর্য্যন্ত সে রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এইটা নিশ্চয়ই জানেন যে জুমিয়াদের যে সময়ে এই বাকীতে রেশন দেওয়া হয়েছিল আজকে এই বৎসরে যদিও জুম চাষের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তবে উন্নত পর্য্যায়ে সেটা হয়নি। তাই এই বাকী টাকা তাদের কাছে ইতিমধ্যে দাবী করা হবে কিনা এবং দাবী করলে তারা সেটা দিতে পারবেন কিনা এবং সেই কথা বিবেচনা করে সরকার মুকুব করার কোন চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য আমি বলতে চাইছি এই যে ফসল হলনা জুমিয়াদের, প্রায় সারা বৎসর তাদের খাইয়ে রাখতে হয়েছে, কাজ দিয়ে, রেশন দিয়ে। এইটা নজীর বিহীন। ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এই ধরণের ঘটনা ঘটেনি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চেয়েছি। সেই টাকা পাই আর না পাই আমরা চিন্তা করছি সেই টাকাটা যাতে দিতে না হয় সেদিকে মন্ত্রীসভা উদ্যোগ নেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা, অনুপস্থিত।
মাননীয় সদস্য শ্রী রসিরাম দেববর্মা, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার, অনুপস্থিত।
মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম, অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২

শ্রী আরবের রহমান :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বন্য প্রাণী সংরক্ষন ও চিড়িয়াখানা স্থাপনের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,

২। পত্তিছড়ি হরিণ উদ্যানটি কবে উদ্বোধন করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। রাজনগর বাইসন সংরক্ষনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন করা হবে ?

উত্তর

১। বন্য প্রাণী সংরক্ষনের আইন ১৯৭২ইং ২রা অক্টোবর ১৯৭৩ইং তারিখ হতে ত্রিপুরা রাজ্যে বলবৎ আছে। প্রবর্তিত আইন অনুসারে ত্রিপুরায় বিনা অনুমতিতে কোন বন্য প্রাণী ধরা বা হত্যা করা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় ও আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। বন্য প্রাণী সংরক্ষন আইন চালু হওয়ার পর থেকে বন্য প্রাণী শিকারের জন্য কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন অভয়ারন্য নেই। তবে বন্য প্রাণী সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা বন্য প্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদ রাজ্যের তিনটি জেলায় তিনটি অভয়ারন্য গঠন করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের নিকট সুপারিশ করছেন। এ ব্যাপারে সর্ত সাপেক্ষে তৃষ্ণা অভয়ারন্য গঠন করার বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং অন্য দুইটি অভয়ারন্য গঠনের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

বর্তমানে চরিলাম সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সিপাহীজলাতে একটি চিড়িয়াখানা আছে। বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদ আগরতলার আশেপাশে উপযুক্ত জাম পাইলে একটি

চিড়িয়াখানা গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত জমি পাওয়া যাইতেছে না। যদি উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় তবে এই বিষয়ে আরও বিচার বিবেচনান্তে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

২। পতিচড়ি মৃগ উদ্যানটির চারিদিকে শক্ত তারের (চেইন লিংক মেশ) বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে ইতিমধ্যেই এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী ঐ তারের বেড়ার বেশ কিছু অংশের ক্ষতি- সাধন করে চলেছে এবং এর ভিতর গরু, ছাগল প্রভৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হরিণ এই অবস্থায় রাখা যায় না।

এখন কোন বনকর্মী রাত্রিবেলায় পতিছড়িতে থাকেন না। পতিছড়ির মৃগ উদ্যানে কোন হরিণ ছাড়া হলে সেখানকার বনকর্মীদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতকারী-গণ ঐ সমস্ত হরিণ হত্যা করতে পারে। বর্তমান অবস্থার উন্নতি ও বনকর্মীদের পতিছড়িতে স্থায়ীভাবে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই মৃগ উদ্যানটির উদ্বোধন করা হবে।

৩। সর্বসাপেক্ষে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য গঠনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজনগরে বাইসন বা বন্য গরু যেগুলিকে বলা হয় এইগুলি সংরক্ষণের জন্য আজকে তিন চার বছর ধরে চেষ্টা চলছে আমরা শুনে আসছি এবং এই গরুগুলি এসে চারপাশের মানুষের ধান নষ্ট করার ফলে এখন যেটা হচ্ছে, যে মানুষ নানা কায়দায় সেই গরুগুলিকে ধরে ফেলছে এবং ধরে ধরে সেগুলিকে মারছে, এইভাবে মেরে মেরে যেখানে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল সেখানে সেই সংখ্যা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কাজেই এই জায়গাকে রক্ষা করার জন্য এবং যাতে মানুষের সেই সম্পদের ক্ষতি না হয় সেইভাবে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকার অনতি বিলম্বে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীআরবের রহমান :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই পতিছড়িতে যে বাইসন আছে এইটা ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক স্থানেই নাই, কাজেই আমরা সরকার থেকে প্রায় বছর দুই

আগে থেকে এখানে কিছু কাজ আরম্ভ করেছি যে এই বাইসনদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির জন্য কিছু কাজ করা যায় কি না, বিভিন্ন গাছ লাগানো যায় কি না। সেখানে একটা লেইক তৈরী করা হচ্ছে এবং আরও কিছু তৈরী করা যায় কি না এবং অন্যান্য কিছু করা যায় কি না আমরা সেখানে চেষ্টা করছি। আর তৃষ্ণা অভয়ারণ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং অভয়ারণ্য-এর ভিতরে হিসাব করে দেখা গেছে কিছু বাড়ী ঘর মানুষের আছে. নিজস্ব কিছু খাসের জায়গায় বা জোতের জমি অন্যান্য মানুষের দখলে আছে, এইগুলি কি করা যায় আগামী দিনে আমরা ভেবে দেখব।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না, যদিও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের বিরোধী আমি নই, তবু ত্রিপুরা রাজ্যে বন্য শূকরের আক্রমণে প্রতি বছর শত শত কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সেই বন্য শূকরকে শিকার করার অফিসিয়্যালী পারমিশন সাধারণ মানুষের নাই বলে তারা তাদের ফসল রক্ষা করতে পারছেন না, সেই ব্যাপারে কিভাবে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ফসল যে সময় আসে তখন যেখানে যেখানে বন্য শূকর ফসল নষ্ট করে সেই সময় যদি দপ্তর বা সরকারের কাছে তাদের নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন তাহলে সেখানে দুই চারটা বন্য শূকর মারার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এই বন্য শূকর বৃদ্ধি হয়েছে এই কারণে যে, আমাদের ত্রিপুরায় বাঘের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং বাঘের খাওয়া হিসাবে বনের মধ্যে যে-সব জিনিষ আছে তার মধ্যে শূকর একটা জীব। কাজেই আজকে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়াতে শূকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে আমাদের রাজ্যের বন জঙ্গল যাতে আরও বৃদ্ধি পায় তার প্রতি যেন ত্রিপুরার জনগণ লক্ষ্য রাখেন এবং বনে বাঘের সংখ্যা ও পশুপাখীর সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে যেন লক্ষ্য রাখেন। আর কোন পশু কারোর ক্ষতি করলে যেন সরকারকে জানান।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নটির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি

(ANNEXURES-'A' & 'B')

PRESENTATION AND ADOPTION OF THE SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল বিজনেস এডভাইজারি কমিটির ২য় প্রতিবেদনটি পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা। বর্তমান অধিবেশনের ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ইং থেকে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ইং শুক্রবার পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এডভাইজারি কমিটি ২য় প্রতিবেদনে যে সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সে প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল স্পীকার স্যার, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনে ২৪শে ডিসেম্বর, বুধবার, ১৯৮৬ইং থেকে ২৬শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৬ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এডভাইজারি কমিটি উহার ২য় প্রতিবেদনে যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার প্রতিবেদনটি আমি এ সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— এখন প্রতিবেদনটি এই হাউজের বিবেচনার জন্য ও অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে 'বিজনেস এডভাইজারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত'।

মি: স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি, মোশনটি হল বিজনেস এডভাইজারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

[ভোটে প্রতিবেদনটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়]

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমার কাছে একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা দিয়েছেন কিন্তু যেহেতু তিনি উপস্থিত নাই সেহেতু এটি ফলস্‌ থ্রো হল।

এই রেফারেন্সের আরেকটি নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানু সাহা মহোদয় থেকে পেয়েছি। তিনি উপস্থিত আছেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়টি হল—"গত ২২শে নভেম্বর সদরের বোরাখায় উগ্রপন্থী হামলায় ৪ জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ না পারেন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২৬শে ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৬শে ডিসেম্বর এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে আরেকটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ আমি পেয়েছি এবং এটি উত্থাপন করার অনুমতি আমি দিচ্ছি এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর বক্তব্য দাঁড়িয়ে উল্লেখ করেন।

শ্রী মানিক সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ২২শে ডিসেম্বর অমরপুর মহকুমার পশ্চিম মালবাসায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্টের সমর্থকদের হত্যা করার জন্য ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার—: এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য যদি তিনি এখন না পারেন তাহলে কবে বিবৃতি দিতে

পারবেন আমাকে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি এখনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখব। পশ্চিম মালবাসায় ২২.শে ডিসেম্বর যে গণ হত্যা সংগঠিত হল সে সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এ কথা ঠিক যে যারা নিহত বা আহত তারা সবাই সি, পি. এমের বা বামফ্রন্টের সমর্থক। স্থানীয় একটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে গত ২২শে ডিসেম্বর একটা গোপন মিটিং হয় যার মধ্যে টি. ইউ. জে এসের কিছু নেতৃ-স্থানীয় কর্মী যোগদান করেন এবং সেখানে এই ধরণের একটি হত্যাকাণ্ডের ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হয়। পুলিশ এ সম্পর্কে তদন্ত করছেন। তদন্তের কাজ চলছে।

শ্রীমাণিক সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২২শে ডিসেম্বর মালবাসায় হত্যাকাণ্ডের প্রশ্নে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমার রেফারেন্সের জবাব দিলেন তাতে তিনি পুলিশ তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বলেছেন যে. সকালে একটি মিটিং হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে. ২২শে ডিসেম্বর সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে অমরপুর মহকুমার পশ্চিম সরবং গাঁও সভার নিউ কাসকোতে মান্দরাই জমাতিয়ার বাড়ীতে সেই সভাটি হয়েছিল এবং সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুত রতি দেববর্মা, তিনি উপজাতি যুব সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন, বীর কুমার জমাতিয়া, তিনি আগে পুলিশে চাকুরী করতেন, চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে তিনি অমরপুর বিভাগীয় টি. ইউ. জে. এসের সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীবিশ্বনাথ জমাতিয়া, তিনি টি. ইউ. জে. এস. সদস্য এবং পশ্চিম সরবং গাঁও-সভায় টি. ইউ. জে. এসের টিকিটে নির্বাচিত সদস্য, শ্রীমাধব দেববর্মা, তিনি টি. ইউ. জে. এসের বিভাগীয় কমিটির কর্মী তাঁর বাড়ী পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া, অনন্ত কিশোর জমাতিয়া, তিনি টি. ইউ. জে এস.এর কর্মী নিউ কাসকোতে থাকেন। যোগেন্দ্র জমাতিয়া নিউ কাসকোতে থাকেন, প্রভাতজয় জমাতিয়া তিনি কাসকোতে থাকেন, টি. ইউ জে.এসের লোক, তরীন্দ্র জমাতিয়া, নিউ কাসকোতে থাকেন, তিনিও টি. ইউ. জে. এসের লোক এই সভায় তারা ছাড়া আরও ৩ জন সাদা পোষাকের টি.এন,ভি সদস্য উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশী তদন্ত রিপোর্টের

প্রাথমিক তথ্যে সঠিকভাবে বলেছেন যে এই সভায় মালবাসা হত্যাকাণ্ডের ব্লু-প্রিন্ট তৈরী হয় এবং আক্রমণের মুল লক্ষ্য হিসাবে নেওয়া হয়েছিল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সেই গাঁও সভার উপপ্রধান খোকন পাল ও সি. পি. এম এবং সদস্য শ্রীঅমরচাঁদ পাল যিনি আহত হয়ে বর্তমানে জি. বি. হাসপাতালে আছেন সেখানে এই সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং টি. ইউ. জে এসের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে টি. এন. ভি ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন গ্রামগুলিতে তাদের চাঁদা সংগ্রহ করছে যার তথ্য এই বিধান সভায় বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। সেই মহকুমায় নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় যা সেই সভায় টি. এন. ভি থেকে সমালোচনা হয়েছে যে কেন চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে টি.ইউ.জে. এসের লোকেরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেনা এবং যথাসময়ে কেন নির্দিষ্ট অংকের টাকা তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে না। তার জন্য নূতন করে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্ব সাধন জমাতিয়াকে সরব এলাকার চাঁদা সংগ্রহের জন্য এবং সোনাছড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় টি. ইউ. জ এসের সদস্য যোগেন্দ্র জমাতিয়া ও প্রভ তজয় জমাতিয়ার কাছে। এই তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরণের সংবাদ স্থানীয় একটি পত্রিকায় বেরিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীমাণিক সরকার : – পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মালবাসার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে বীর কিশোর জমাতিয়া, পিতা হীরেন্দ্র জমাতিয়া বুববুরিয়ার বাসিন্দা, ভক্তজয় জমাতিয়া, পিতা বিশ্ব কুমার জমাতিয়া, বুরবুরিয়ার বাসিন্দা, মোহন জমাতিয়া তিনি মুসারাই নামে পরিচিত তার বাবার নাম জানা নাই, তিনি শ্বশুর বাড়ীতে থাকেন, তার শ্বশুরের নাম চৈতন্য কুমার জমাতিয়া, বুরবুরিয়া, বিরাজ কুমার জমাতিয়া বিশ্বম্বর জমাতিয়া, বুরবুরিয়ার বাসিন্দা, জমাদার জমাতিয়া, পিতা সুরেশ জমাতিয়া, কাসকোর বাসিন্দা, অনন্তহরি জমাতিয়া, পিতা যতীন্দ্র মোহন জমাতিয়া, মালবাসার বাসিন্দা, তৈরেসা জমাতিয়া, পিতা অনন্তগৌর জমাতিয়া, গামাকুর বাসিন্দা, রবীন্দ্র দেববর্মা, তিনি একজন ককবরক শিক্ষক, হাতিপাড়া জে. বি. স্কুলের এবং বিশ্বজয় জমাতিয়া তিনি একজন শিক্ষক, নবীনরায় বাড়ী জে. বি. স্কুলের এরা সকলে টি. ইউ. জে. এসের সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ দুস্কৃতকারীদের ধরবার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে এবং ইতিমধ্যে তারা ১৯জন সন্দেহ ভাজন ব্যাক্তিকে তারা গ্রেপ্তার করেছেন এবং আরও কিছুকে যাদের নাম পুলিশের খাতায় আছে তাদেরকে ধরবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তবে কয়েকজনকে পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে টি. ইউ. জে. এস. জড়িত। এবং তাদের যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা যেমন দৈনিক সংবাদ, এই দৈনিক সংবাদের আজকের, সংখ্যা লক্ষ্য করলে বুঝা যায়- মুখ্যমন্ত্রীর একটি সরকারী বিবৃতি একটি লাইনও তারা ছাপেননি। 'যে দৈনিক সংবাদ, তাদের এডিটরিয়েলে আগুন জ্বালাচ্ছেন সেখানে একটি লাইনও ছাপাননি। এর কারন সম্ভবতঃ সি, পি, আই, [এম] সমর্থকরা খুন হচ্ছেন এইটাই তার কারন হবে। পুলিশকে বলব, যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার সেই তথ্যগুলি তারা ইনভেস্টিগেশনের কাজে যাতে যতটুকু লাগে ততটুকু ব্যবহার করেন।

শ্রী মানিক সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই ঘটনা ঘটার পর অমরপুরে যখন খবর আসে পরেরদিন সকালে তখন এক লরি বোঝাই হয়ে কংগ্রেস আই এর সমর্থক সেই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে সেই গ্রামের ট্রাইবেল নন্-ট্রাইবেল উভয় অংশের মানুষ নিয়ে গঠিত এই গ্রাম। সেখানে একটা শ্মশান আছে। সেটা সবাই ব্যবহার করে। সেই জায়গায় নিরঞ্জন জমাতিয়া যিনি এলাকায় দেব নিরঞ্জন নামে পরিচিত, গত ৮০র জুনের দাঙ্গায় তাকে খুন করা হয় তার বৃদ্ধা মা মারা গেছেন। তাকে শ্মশানে যখন সৎকার করতে যারা এসেছেন তাদের সবাই ট্রাইবেল, তার আত্মীয়-স্বজন কংগ্রেস (আই) সমর্থকরা সেই গাড়িতে করে গিয়ে রাস্তায় যখন এই ঘটনা ঘটছে দেখছেন, তারা সবাই গাড়ি থেকে নেমে তাদের সবাইকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয় এই ঘটনায় যারা নিহত হন তাদের সৎকারের জন্য তাদের পরিবার পরিজন, ডি, এম, এবং প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে যখন সৎকার করছিলেন তখন কংগ্রেস (আই)-এর বর্তমান দায়িত্বশীল কর্মী এবং এক সময়ের মন্ত্রী শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা তার নেতৃত্বে এক গাড়ি বোঝাই কংগ্রেস (আই)এর সমর্থক সেখানে গিয়ে হাজির হন এবং সৎকারের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে না পারে তারজন্য তাদের উস্কানীমূলক সমস্ত আচরণ তারা সেখানে করার চেষ্টা করেন। সেখানে যারা

নিহতদের আত্মীয়-পরিজন উপস্থিত ছিলেন তারা তা[redacted]কে বাঁধা দেন যে, আমাদের আত্মীয় পরিজনরা নিহত হয়েছেন তারজন্যে আমরা সবচেয়ে বেশী শোকাহত ও মর্মাহত এবং এদের সৎকারের কাজ নির্বিঘ্নে করার ক্ষেত্রে আপনারা যাতে বাঁধার না হন কারণ এটা আমরা চাইনা। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এখানে থেকে আমাদের মন্ত্রী সভার দু'জন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅনিল সরকার এবং শ্রীবাদল চৌধুরী তারা যান এবং তারাও শেষ পর্য্যন্ত আত্মীয় পরিজনদের বাঁধার সম্মুখীন হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এবং এইটাও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না যে, একটা লরিতে করে ট্রাকে করে দু'জন উপজাতি নাগরিক, তারা কিছুই জানেন না নিরিহ মানুষ, তারা যাচ্ছিলেন। তাদেরকে এক টিলার নিচে গাড়ি থামিয়ে তাদেরকে এমনভাবে মারধর শুরু করে তারা প্রায় মরেই যেত, যদি না টিলার উপরে সি, আর, পি, এফ-রা তাদেরকে দেখতে পেত এবং তাদেরকে রক্ষা করবার জন্যে নিচে না নেমে আসত। এই ঘটনাগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মি: স্পীকার স্যার, এই কথা ঠিক যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু উস্কানীর চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু অমরপুরে একবার ভয়ংকরভাবে দাঙ্গা হয়। যে পাড়াটিতে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় সেখানকার লোকেরা কিছু গণতান্ত্রিক মানুষ যারা এই উস্কানী উপেক্ষা করে সেখানে জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রেখেছিলেন আমি হাউসের পক্ষ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। এবং উস্কানীদাতাদের সাবধান করে দিতে চাই যে, আপনারা এই ত্রিপুরাকে ভয়ংকর দাঙ্গার মুখে ঠেলে দেবেন না, যার ফলে উপজাতি ও অউপজাতি উভয় অংশের মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আমরা ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গা দেখেছি, আমাদের বহু কাজের অগ্রগতি স্তিমিত হয়েছে বিভিন্ন বাঁধা সৃষ্টির জন্যে। কাজেই আমি আশা করব যেভাবে কমলপুরের মানুষ এই উস্কানীকে প্রতিরোধ করেছেন, সেইভাবে অমরপুরের গণতান্ত্রিক মানুষও এই উস্কানীকে প্রতিরোধ করে সেখানে জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতি সুদৃঢ় রাখবেন।

শ্রী মানিক সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শ্রীরতিমোহন দেববর্মা গত ২২ তারিখ সকালে যে মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন, তিনি টি, ইউ, জে, এস, সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য, তার শ্যালক অমরপুরের স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার

নাম চরণমণি জমাতিয়া। ঐ তারিখে সন্ধ্যার মধ্যে যাতে সে বাড়িতে ফিরে যায়, সে হোষ্টেলে সিট পায়নি, তাই সে অন্য একটি বাড়িতে ভাড়া করে থাকতো, তাকে চলে যেতে হবে, অন্য কোনও ওজর আপত্তি চলবে না। এবং তারই সঙ্গে তারই এক নিকট আত্মীয়কে নিয়ে যাওয়া হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই। ১১ নভেম্বর থেকে বিশেষ করে যেসব ঘটনা ঘটছে সমস্ত ঘটনাগুলির লক্ষ্য হচ্ছে একটা দাঙ্গা বাঁধানো। এবং বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উপজাতি যুব সমিতি প্রকাশ্যে না হলেও অপ্রকাশ্যে এই জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে প্রচার করেছিলেন যে, এই জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে আমরা অ-উপজাতিদের থাকতে দেব না। যেমন করে টি. এস, এফ, দাবী করছে যে, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে সমস্ত চাকুরীতে উপ-জাতিদের নিয়োগ করতে হবে। এবং উপজাতিদের নিয়ে একটি বাহিনী করতে হবে। ঠিক একই লক্ষ্য নিয়ে এই জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে অন্য কেউ থাকতে পারবে না। ঠিক সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য টি, এন, ভি, সেই ১১ নভেম্বর থেকে যে ঘটনা ঘটাচ্ছে তারও লক্ষ্য হচ্ছে এই দাঙ্গা বাঁধানো। এবং সেই দাঙ্গা অমরপুরে বাঁধানো হবে, এই ডিটারমিনেশন নিয়ে দাঙ্গা বাঁধানোর যে পরিকল্পনা সকালবেলার সভাটা, সেই সভার যিনি নায়ক তার আত্মীয় যে শহরে থাকে তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন আগে থেকেই। এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই ঘটনা জানা নাই। কিন্তু আমাদের শহরগুলিতে বহু উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী থাকেন এবং পড়াশোনা করেন। সেখানে যেকোন উস্কানী সাহেয়ে বিপন্ন করবে এই সংখ্যালঘু উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে। আমি আশা করব, এই সব উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে নিরাপত্তার দায়িত্ব যারা সংখ্যায় বেশী তাদেরকে নিতে হবে। সরকারকে নিতে হবে। এবং উস্কানীমূলক কাজ যারা করছে তাদের প্রতি কঠোর নজর রাখতে হবে।

মিঃ স্পীকার — আজকের কার্য্যসূচীতে দুটি রেফারেন্স রয়েছে। গত ২২.১২.৮৬ তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ২৩.১২.৮৬ তারিখে একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এই বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি

দেওয়া সম্ভব হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়বস্তুরউপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নিম্নে উল্লেখিত বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেবার জন্যে। বিষয়বস্তু হলো :—

"সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের অবিলম্বে কেন্দ্রিয় হারে পাওনা মহার্ঘভাতা দেওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : – মি: স্পীকার স্যার,

তৃতীয় বেতন কমিশনের অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে গত ১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ইং তারিখে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সহ মূল বেতন ৪৪৮ থেকে ৫২৮ পর্যান্ত দশটি বিভিন্ন মূল্য সূচক সংখ্যার সাথে যুক্ত ছিল। কমিশন সুপারিশ করেছিলেন সব কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সহ মূল বেতন যে কোনও একটি সূচক সংখ্যার সাথে যুক্ত করা হোক।

এই অন্তবর্তীকালীন সুপারিশ বিবেচনা সাপেক্ষে সরকার প্রথমে তিন কিস্তি মহার্ঘ ভাতা গত ১লা জুন থেকে দিয়েছিলেন। তারপর কমিশনের সুপারিশ সব দিক থেকে বিবেচনা করে গত ১লা জুন থেকে দিয়েছিলেন। তারপর কমিশনের সুপারিশ সব দিক থেকে বিবেচনা করে গত ১লা অক্টোবর থেকে সব কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সহ মূল বেতন ৫৬০ মূল্য সূচকের সাথে যুক্ত করা হয়।

তৃতীয় বেতন কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ আরও কিছুদিন পর পাবার আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে সর্বভারতীয় মূল্য সূচক ৬৪৮ সংখ্যায় উঠে গেছে। গত ১লা জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁদের কর্মচারীদের ৬৩২ সূচক সংখ্যা পর্য্যন্ত মহার্ঘভাতা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী রাজ্য কর্মচারীদের আরও ৯ (নয়) কিস্তি মহার্ঘ ভাতা পাওনা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। এই সীমিত ক্ষমতা নিয়ে কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থার যতটা উন্নতি করা যায় সরকার সেই ব্যাপারে বেশ কিছুদিন থেকেই চিন্তা ভাবনা করছিলেন। সবদিক বিশেষভাবে বিবেচনা করে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামী ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৭ইং থেকে কর্মচারীদের আরও ৬ (ছয়) কিস্তি মহার্ঘ ভাতা দিয়ে মহার্ঘভাতা সহ তাদের মুল বেতন ৬০৮ মূল্য সূচকের সাথে যুক্ত করা হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা কর্তৃক আনীত আর একটি নোটিশের উপর আজ একটি বিবৃতি দিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজী হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিবৃতিটি দিতে। বিবৃতিটির বিষয়বস্তু হলো—"সাম্প্রতিক সদর দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতি গ্রামগুলিতে উপর্যুপরি সশস্ত্র ডাকাতি এবং গবাদি পশু সহ ধন সম্পত্তি লুঠ সম্পর্কে।'.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ১৬/৯/৮৬ তারিখ হতে ১৮/১২/৮৬ তারিখ পর্য্যন্ত বিশালগড় থানাধীন রামনগর, সুতারমুড়া, বংশীবাড়ী, জয়মঙ্গল পাড়া, বাঁশতলী, পদ্মনগর এবং পাথালিয়াঘাট, গয়াচরণ কবরা পাড়া গ্রামগুলিতে ৯টি চুরি এবং ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় মোট ২৯টি উপজাতি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিটি ঘটনা বিশালগড় থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। মোকদ্দমা-ভিত্তিক প্রতিটি ঘটনার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

মোকদ্দমা নং ১৫ (৯)৮৬, ৪ (১০)৮৬ এবং ১৭ (১০)৮৬

পদ্মনগর ও পাথালিয়া ঘাটে ৩টি বনজ সম্পদ চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। উক্ত ঘটনায় ৯০০ রাবার গাছের চারা পদ্মনগর এবং ৪ বোঝা রাবার গাছের চারা পাথালিয়া ঘাট হতে চুরি যায়।

১৭(১০)৮৬নং ঘটনায় পুলিশ ৩জন উপজাতি আসামীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেন। তাহারা বর্তমানে জামিনে মুক্ত। এই আসামীদের নিকট হতে ৪ বোঝা রাবার গাছের চারা উদ্ধার করা হয়। বাকী ২টি ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। ঘটনাগুলোর তদন্ত চলছে।

৬(১০)৮৬ এবং ১(১২)৮৬নং মোকদ্দমা

দুইটি ডাকাতির ঘটনায় রামনগর, সুতারমুড়া এবং জয়মঙ্গল পাড়ার ১৪টি উপজাতি পরিবারের মোট ২৮টি গবাদি পশু সহ নগদ ৪,৬০০টাকা, ৩ ভরি স্বর্ণ এবং স্বর্ণালঙ্কার বাসনপত্র লুঠ হয়।

এই দুটি ঘটনায় ৫ জন উপজাতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোর্টে চালান দেওয়ার পর তাহারা জামিনে মুক্তি পান।

১(১০)৮৬, ২১(১০)৮৬. ১৮(১১)৮৬নং ১০(১২ ৮৬নং মোকদ্দমা।

৪টি গরু চুরির ঘটনায় বাঁশতলী, সুতারমুড়া, পদ্মনগর ও গয়াচরণ কবরা পাড়ার ১৫টি উপজাতি পরিবারের মোট ৩৮টি গবাদি পশু চুরি যায়।

পুলিশ গ্রামরক্ষী বাহিনীর সহায়তায় দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করে গয়াচরণ কবরা পাড়া হতে চুরি যাওয়া ৮টি গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় দুষ্কৃতকারীদের সাথে প্রহরারত পুলিশের গুলি বিনিময় হয়। বাকী গরুগুলি উদ্ধার করা যায় নাই।

তদন্তে প্রকাশ বাংলাদেশী দুবৃত্তরা স্থানীয় দুষ্কৃতকারীদের সহায়তায় এইসকল চুরি, ডাকাতি সংঘটিত করেছে।

অপরাধ মূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য গ্রামরক্ষী বাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়েছে। পুলিশ গামরক্ষী বাহিনীর সহায়তায় এই এলাকায় রাত্রিকালীন জোরদার টহলদারীর ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও সীমান্ত অপরাধ, চোরাকারবার, ডাকাতি প্রভৃতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর তিন কিলোমিটার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে ৯ ঘটিকা হতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত নৈশ কারফিউ জারি করা হয়েছে। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করছেন। গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্যগণ গ্রামবাসীর সাথে যোগাযোগ করে সন্দেহজনক ব্যাক্তিদের চলাচলের উপর নজর রাখছেন।

ডাকাতিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হন তারা সাহায্য দাবী করলে তাদের সাহায্য দেয়া হয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি কৃষককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে সীমান্ত ডাকাতি, এটার সংগে বি,ডি, আর, জড়িত বলে আমাদের সন্দেহ হয়। নতুবা এত সহজে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে তারা আসতে পারত না, বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। এটা দুঃখজনক যে ত্রিপুরার জনসাধারণ এর একটা অংশ তাদের সংগে সহযোগিতা করছে। এই অংশটাকে জন-বিচ্ছিন্ন করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে আমরা অনুরোধ করছি।

ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন সদর দক্ষিণাঞ্চলের এবং সোনামুড়ার একাংশের—এই ডাকাতদের আক্রমন রাত্রে প্রায় বিভিষীকার রূপ নিয়েছে। আর এক দিক থেকে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে সেই ব্যবস্থাগুলোকে আরও

জোরদার করতে সোনামুড়া এবং সদর দক্ষিণের সংযোগ স্থলে কলমচোড়া সুতারমুড়ার দিকে যেখান দিয়ে বাংলাদেশী ডাকাতরা আসে সেখানে একটা স্থায়ী আউটপোষ্টের ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য-এখন টেমপোরারী আউটপোষ্ট আছে, নাইট পেট্রলিং হয় কিন্তু ইতিমধ্যে পুলিশের সংগে তাদের ক্রস ফায়ারিং হয়ে গেছে এবং পুলিশ তাদের ধরতে পারেনি—বি, এস, এফ-এর চৌকিও বসানো দরকার। কারণ আমরা দেখেছি এই অঞ্চল সবচেয়ে বেশী ডাকাতি হচ্ছে এবং সুতারমুড়া গাঁওসভা বা তার সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলে একটা স্থায়ী আরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দরকার। আমরা চাই সেই উপজাতি গ্রামের ভিতর স্থায়ী আরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠুক এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : – স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের বি, এস, এফ, খুবই কম। যখন আমরা পূর্ব সীমান্ত বি, এস, এফ, পোষ্ট খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাই তখন তারা আমাদের পাল্টা বলেন যে, যেখানে ডাকাতি সংগঠিত হচ্ছে সেখান থেকে বি, এস, এফ, পোষ্ট তুলে নিয়ে পূর্বাঞ্চলে যেখান থেকে টি. এন, ভি, যাতায়াত করছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হোক। কারণ, তারা আর বি, এস, এফ, দিতে পারছেন না। সেই প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ আমরা দেখছি বি, এস, এফ, যে ক্যাম্প আছে তাতেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। আমাদের একটা কেবিনেট আলোচনা হয়েছে যে বর্ডারে হোমগার্ডস যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে এই অভাবটা আংশিকভাবে কমানো যায়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, কলমছড়াতে একটা পারমানেন্ট আউটপোষ্ট-এর কথা আমরা ভেবে দেখব। বি, আর, পার্টিগুলিকে আরও বিস্তারিত করার জন্য আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পেরেছি। আমরা আশা করছি আগামী দিনে বি, আর, পার্টিকে আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পারব।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বি, আর, পার্টিকে স্ট্রং করার কথা বলেছেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এইভাবে দিনের বেলা কাজ করে রাত্রে ডিউটি করা সেটা কি রকম অবস্থা সেটা নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বুঝতে পারেন। গরু চুরি হয়ে যাওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন তাদের অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন তখন

ডাকাতরা বলছে মুখ্যমন্ত্রী যে টাকা দিয়েছে সেটা দিয়ে গরু কেনা হয়েছে কিনা। এইভাবে হুমকী দেওয়া হয়। লোক্যাল কলাবরেটার যারা তারা খবর দিচ্ছে কবে টাকা দিলেন। কাজেই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সেখানে পাওয়ার টিলার বাড়িয়ে দেওয়া হোক সেই সমস্ত অঞ্চলের প্যাক্স ল্যাম্পের মধ্যে। এই অঞ্চলে গরু যত কমবে জনগণের উপর অত্যাচারও তত কমবে। লালসিংমুড়া, প্যাক্সে আরও পাওয়ার টিলার বাড়িয়ে দিয়ে চাষীদের সুযোগ দিতে হবে। এখন একই বাড়ীতে ৩ বার ৪ বার করে চুরি করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা ভেবে দেখব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং মহোদয়ের আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আমি সম্মতি দিয়েছিলাম নোটিশের বিষয়বস্তু হল :— "গত ২৬শে অক্টোবর '৮৬ইং তারিখে টি. এন. ভি. সিল সামন্ত দশটি সিল সহ মানপাথার পুলিশ আউটপোষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রীহরিমোহন দেবনাথ এবং পরে বিলোনীয়ার বনকরে বিলোনীয়া থানার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রীসুদন দেবনাথ ধৃত হওয়া সম্পর্কে।" যেহেতু শ্রীরিয়াং এখন হাউসে অনুপস্থিত সেজন্য নোটিশটি ফলস থ্রু হল।

মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের নিকট থেকে নোটিশ পেয়েছিলাম নোটিশের বিষয়বস্তু হল "বিগত ১২. ১১. '৮৬ইং তারিখ সিধাই থানার অন্তর্গত উড'-বাড়ী গ্রামের আশুতোষ দেবনাথ খুন হওয়া সম্পর্কে" যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীদেবনাথ এখন হাউসে উপস্থিত নেই সেজন্য নোটিশটি ফলস থ্রু হল।

মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস মহোদয়ের কাছ থেকে আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছিলাম নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ৮. ১২. ৮৬ইং তারিখে সোনামুড়া থানাধীন চৌমুনি গাঁওসভার রঞ্জিত দেবনাথ খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" যেহেতু মাননীয় সদস্য এখন হাউসে অনুপস্থিত সেজন্য নোটিশটি ফলস থ্রু হল।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গত ২৮.৯. '৮৬ইং উদয়পুর মহকুমার

হাবেবাড়ীতে ৬ জন জমাতিয়া সম্প্রদায়ের যুবক খুন করা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ২৮. ৯. ৮৬ইং উদয়পুর মহকুমার হাড়েবাড়ীতে ৬ জন জমাতিয়া সম্প্রদায়ের যুবককে খুন করা সম্পর্কে।

গত ২২.৯ ৮৬ইং তারিখ রাত অনুমান ১১-৩০ মি: সময় কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী আগ্নেয়াস্ত্রসহ কিল্লা থানাধীন হরিয়াবাড়ী গ্রামের শ্রীকৃষ্ণপদ জমাতিয়ার বাড়ীতে প্রবেশ করে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের উপাস্যদেবতা গড়িয়া মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে গড়িয়া মূর্ত্তির মুখমণ্ডল স্বর্ণ নির্মিত।

গত ২৭ ৯.৮৬ইং তারিখ জমাতিয়া হদাআক্রা শ্রীভূবনহরি জমাতিয়া তাঁহার পরিষদবর্গ ও জমাতিয়া জনসাধারণকে নিয়া কোয়াইফাং গ্রামে এক জরুরী সভায় মিলিত হন। এই সভায় আঠারবোলা এলাকায় কয়েকজনকে গড়িয়া মূর্ত্তি চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়। গত ২৮ ৯.৮৬ইং তারিখ কিল্লা থানার বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৪০০/৫০০ জমাতিয়া সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়ে আঠারবোলা বাজার ও মানিকগ্রাম হইতে সন্দেহভাজন ৬ ব্যাক্তিকে জোর পূর্বক বেলা প্রায় ৩-৩০ মিঃ সময় কোয়াইফাং গ্রামে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে সন্ধ্যার সময় হরিয়াবাড়ীর শ্রীকৃষ্ণপদ জমাতিয়ার বাড়ীতে নিয়ে গড়িয়া মন্দিরের উদ্যানে আটক রাখে। রাত অনুমান ৭-৩০/৮টার সময় এ জনতার মধ্যে ১৫০/২০০ জন লোক তাদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং মারপিট করে। তারপর ঐ ৬ জনকে জোর পূর্বক হরিয়াবাড়ির পূর্বদিকে গাংবাই ছড়ার পারে নিয়ে ৫ জনকে হত্যা করে মাটির তলায় পুঁতে রাখে এবং ধৃত একজন পূর্ণহরি জমাতিয়া কোন প্রকারে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

পরের দিন অর্থাৎ ২৯ ৯ ৮৬ ইং তারিখ মধ্যাহ্নে পুনরায় ২০০/২৫০ জন জমাতিয়া সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া শ্রী পূর্ণহরি জমাতিয়াকে তাহার গ্রাম মানিক্য হইতে ধৃত করে এবং কিল্লা যাওয়ার পথে কাচিগাং ছড়াতে হত্যা করে মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখে। মৃত ব্যক্তিদের নাম নিম্নে দেয়া গেল।

১। শ্রী শ্রেষ্ঠগুরু জমাতিয়া
২। শ্রী সুচিত্র জমাতিয়া
৩। শ্রী পুষ্পসাধন জমাতিয়া
৪। শ্রী দিলীপ জমাতিয়া
৫। শ্রী গুপিরমন জমাতিয়া
৬। শ্রী পূর্ণহরি জমাতিয়া

এই ঘটনা কিল্লা থানায় ১(১০)৮৬ নং মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২/২০১ ধারায় অজ্ঞাতনামা জমাতিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে পুলিশ গত ৪.১০৮৬ ইং তারিখ ৫ জনের মৃতদেহ হরিয়াবাড়ীর একটি লুংগা হইতে উদ্ধার করে। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রী পূর্ণহরি জমাতিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনাটি সি. আই. ডি. বিভাগের একজন ডি. এস. পি.র তত্বাবধানে একজন ইনসপেক্টার তদন্ত করছেন। এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তদন্ত চলছে।

গত ৭.১০.৮৬ ইং তারিখ গড়িয়া মুর্ত্তির চুরির ব্যাপারে পুলিশ টাকারজলার শ্রী কালা দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে। তাহার স্বীকার উক্তি অনুসারে আরো ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের নাম :—

১। শ্রী পরিমল বনিক, রাজনগর, উদয়পুর।
২। শ্রী নারায়ন চন্দ্র বনিক, রবীন্দ্রপল্লী, উদয়পুর
৩। শ্রী বালীচন্দ্র জমাতিয়া, মানিক্য, কিল্লাথানা
৪। শ্রী রাইমোহন জমাতিয়া, মানিক্য, কিল্লাথানা

শ্রী পরিমল বনিক এবং শ্রী নারায়ন বনিক গড়িয়া মুর্ত্তির চোরাই স্বর্ণ ক্রয় করিয়াছিল। তাহাদের স্বীকারোক্তি অনুসারে উক্ত স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়।

শ্রী নারায়ন বনিক বর্ত্তমানে জামিনে মুক্ত আছে। অন্যান্য ৪ জন জেল হাজতে আছেন।

শ্রী কালা দেববর্মার স্বীকারোক্তি অনুসারে গড়িয়া মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় টাকারজলা থানায় মোরাই পাহাড় জংগল হইতে গত ১০.১০.৮৬ ইং তারিখ উদ্ধার করা হয়।

গড়িয়া মূর্তির চুরির ব্যাপারে কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারায় ৩(৯)৮৬নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের ৬ ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টি বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

পুলিশ উভয় ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পুলিশের খুবই কৃতিত্ব যে. এতবড় একটা চুরির ঘটনা যেটা অত্যন্ত সেনসেটিভ ব্যাপার। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের এই মুর্ত্তি '৮০ সালের দাঙ্গার পর সরকার নিজে টাকা দিয়ে এটাকে তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই চুরি যাওয়া মুর্ত্তি উদ্ধার করে পুলিশ একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন।

আজকে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এবং সরকার থেকে আমরা কথা বলতে পারব, মূর্ত্তি যদি পুনঃ স্থাপন করতে চান, তাহলে সরকার তার দিকে নজর দেবেন এবং যতটা তাড়াতাড়ি, সম্ভব আমরা তা করব। তাছাড়া, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা গণহত্যা এই গণহত্যার ক্ষেত্রে তো—মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সেই মূর্ত্তি নয়। গড়িয়া মূর্ত্তি ২টি আছে। বড় এবং ছোট। একটি আমরা দিয়েছি। সে-টি চুরি যায় নি। অন্যটি গেছে। যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাতে হবে। যদি ওরা দোষীও সাব্যস্ত হয়, তাহলেও পরিবারের প্রতি নির্মম হবার কারণ নেই। এই কারণে, রাজ্য সরকার প্রতি পরিবার থেকে ১ জনকে চাকুরী দিয়েছেন। এই মামলার যারা আসামী তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে সরকার কৃত-সংকল্প। যারা খুন হয়েছে তারা সবাই হয়ত চুরির সঙ্গে জড়িত নাও হতে পারে। নিরাপরাধ ব্যাক্তিকে খুন করে মাটির নীচে রেখে দেওয়া এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত লোকদের সরকার শাস্তি দেবেনই। আশা করব, সকলেই এই হত্যা কাণ্ডের নিন্দা করবে।

শ্রী মানিক সরকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘটনা ঘটেছে, ২২শে অক্টোবর এবং হত্যাকাণ্ড হয়েছে ২৮শে অক্টোবর। মাঝখানের এই ৬ দিন আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছি, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতেও দেখতে পাচ্ছি, সেখানে সে সময় প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছিল। যুবকরা এই গ্রামে সেই গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিল চোরদের খুঁজে পেতে। এই এলাকা থেকে তিন জন জন-প্রতিনিধি আছেন। দুইজন এ- ডি. সি-এর। একজন প্রেমকুমার জমাতিয়া, এবং অন্যজন সুখদয়াল জমাতিয়া আর আমাদের এই সভার সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া। উভয়ই উপজাতি যুব সমিতির সদস্য। তাঁরা কি সেসময় কিল্লা পুলিশ ফাঁড়িতে মুর্ত্তি চুরির ব্যাপারে কিছু বলেছেন, কিংবা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, এই জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলার জন্য কোন মামলা বা সাহায্য করার আবেদন করেছেন ??

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কিল্লাতে আমাদের একটা পুলিশ আউট পোষ্ট আছে। সেখানে জনসাধারণের পক্ষ থেকে জানান হয়, ঘটনা সম্পর্কে। আমাদের পুলিশ যথাসময়ে ব্যবস্থা না নেওয়ায় শাস্তি নিচ্ছি। সরকারকেও তাঁরা যথা সময়ে জানান নি। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, তিনজন নির্বাচিত সদস্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা চুপ করে রইলেন। উদয়পুর কিল্লা থেকে দূরে ছিল না। সেখানে পুলিশের পদস্থ অফিসাররা রয়েছেন, রয়েছেন ডি. এম, তাদের কাছেও কিছু জানান কর্ত্তব্য মনে করলেন না। স্যার, এটা রহস্যজনক ব্যাপার। তাছাড়া নগেন্দ্র জমাতিয়া নিজেকে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের নেতা বলেন, এত বড় হত্যাকাণ্ডের পরও উনি সঙ্গে সঙ্গে গেলেন না। হত্যার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, নিরুদ্দেশ আছে। স্যার, আমি দুঃখিত, আমি আর বেশী তথ্য দিতে পারছি না। কেন না, পুলিশ তদন্ত করছে, এবং যারা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে যথা সময়ে অভিযোগ দায়ের করবেন।

শ্রীমাণিক সরকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া হত্যাকাণ্ড হবার পর দিন সেখানে গিয়েছেন, এবং সেখানে বলবার চেষ্টা করেছেন, হত্যাকাণ্ড হয় নি ? কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যখন সবাই জেনে গেল, মৃত দেহগুলি একের পর এক উদ্ধার হল, পুলিশ তৎপর হলেন, ঐখানে ভীতির সঞ্চার হল, সেই জায়গায় তিনি তাদের অভয় দিয়েছেন, তোমরা ভয় পাবে না, কেহ গ্রেপ্তার হবে না।

বিষয়টা ধর্মীয়, কাজেই সরকারের কিছু করার নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এও জানতে চাই, পরবর্ত্তী সময়ে যখন বুঝতে পারলেন, এই দানবীয় হত্যাকাণ্ড ধর্মীয় বলে সরকার রেহাই দেবেন না, তখন তাঁরই উদ্যোগে বা টি, ইউ, জে এস-এর উদ্যোগে গোটা জমাতিয়া সমাজের কাছে ৩ টাকা চাঁদা আদায় করেন মাথা পিছু হিসাবে। কারণ, মামলা হলে খরচ চালাতে হবে। সবাই দিয়েছে। তাদের ইচ্ছা না থাকলেও দিয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- চাঁদা সংগ্রহের কথা সত্যি।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিন্হা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :-- কৈলাসহর বিভাগে ছাউমনু থানা এলাকাধীন গত ২৮শে নভেম্বর রাত্র প্রায় ১১ টায় গোবিন্দবাড়ী গ্রিফ্ ক্যাম্পে উগ্রপন্থীর আক্রমণে ২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, গত ২৮, ১১, ৮৬ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ১১ টার সময় ৮/৯ জনের একটি উগ্রপন্থীদল আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে ছামনু থানা থেকে ৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পূর্বদিকে ছামনু-গোবিন্দবাড়ী রাস্তায় অবস্থিত ১নং গ্রীফ ক্যাম্পে হামলা চালায়। এই ক্যাম্পটিতে মোট ৯ জন স্থায়ী এবং ৩ জন অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। তাহারা ছামনু-গোবিন্দবাড়ী এলাকায় সীমান্ত সড়ক নির্মানের কাজে নিয়োজিত।

উগ্রপন্থীরা প্রথমে ক্যাম্পের নিকট এসে সেখানে পাহাড়ায় নিযুক্ত শ্রী লাল-থামবুল হালাম-এর সঙ্গে কথা বলে এবং পরে ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করে ও ৯ জন গ্রীফ কর্মীকে ঘুম থেকে তুলে ক্যাম্পের বাহিরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে দুই জনকে ঘটনা স্থলেই হত্যা করে এবং তিনজনকে আহত করে। বাকী ৪ জন কোন ক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

নিহত ব্যক্তিদের নাম

(১) ল্যান্স নায়েক বলরাজ সিং।

(২) কুক- বলদেব সিং।

আহত ব্যক্তিদের নাম ঃ

(১) শ্রী দ্বারকা নাথ ওভারসিয়ার।
(২) শ্রী দামোদরণ ড্রিলার
(৩) শ্রী সুরজ সিং ড্রিলার

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, তিনজন অনিয়মিত গ্রীফ কর্মীর সকলেই উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। উগ্রপন্থীগণ তাহাদের কোনরূপ আঘাত করে নাই।

উগ্রপন্থীরা হামলা চালিয়ে ফিরে যাওয়ার পথে গ্রীফ ক্যাম্পটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ফলে প্রায় এক লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

এই ঘটনাটি ছামনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩২৬/৪৩৬/৩৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(১১)৮৬ নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়।

তদন্তকালে পুলিশ ক্যাম্পের পাহারাদার শ্রীলাল থাম্বুল হালমকে গত ৩০.১১.৮৬ইং তারিখ ঘটনার জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন সে বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে।

আহতদের গুরুতর বিধায় তাহাদিগকে প্রথমে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে শিলচর মেডিক্যাল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমানে তাহারা চিকিৎসাধীন আছে।

উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীতরণীমোহন সিন্হা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা, এই রাস্তাটি বর্ডার অঞ্চল রক্ষা করার জন্য তৈরী করা হচ্ছিল। বর্ডারের এই রাস্তাটি তৈরী হলে বাংলাদেশ থেকে যাতায়াতের পথ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার জন্যই রাস্তাটিকে বন্ধ করার জন্যই চেষ্টা চালানো হচ্ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা সত্যিই দুঃখজনক যে এই রাজ্যে একটা বিরাট অঞ্চলে কোন রাস্তাঘাট নেই, বামফ্রন্ট সরকার যে-সব রাস্তাঘাট নির্মান করছেন, তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য রাস্তা হচ্ছে ছামনু-গোবিন্দ বাড়ী রোড। আমি সেখানে গিয়েছি। সেখানে একটা বিরাট পুল হয়েছে যা ত্রিপুরার গর্বের বিষয়। এই রাস্তাটিকে অচল করে দেবার জন্য টি. এন.ভি, দস্যুরা খুন খারাপি করছে। এটাই প্রথম না, ওরা আগে থেকেও হুমকি দিয়েছেন এবং জোর জুলুম করে টাকা পয়সা ইত্যাদি আদায় করেছেন। গ্রীফ ডিপ্লয়মেন্ট যেভাবে করার চেষ্টা হচ্ছে আগামী দিনে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই দিকে পুলিশ লক্ষ্য রাখছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১২ই ডিসেম্বর কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম ডলুছড়া গাঁও-পঞ্চায়েতের খাঁসিয়াপুঞ্জী গ্রামে টি. এন.ভি. উগ্রপন্থী কর্তৃক চার নিরীহ গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে খুন করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ১২.১১.৮৬ইং তারিখ রাত অনুমান ৬-৩০মিঃ-এর সময় ১০--১২জনের একটি উগ্রপন্থী দল আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম ডলুছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের খাসিয়াপুঞ্জি গ্রাম আক্রমন করে। তাহারা বন্দুকের গুলি ও ধারালো অস্ত্রে ৪ জনকে খুন করে এবং ৯ জনকে আহত করে। নিহত ও আহতদের নাম :—

নিহতদের নাম

১) শ্রী.প্রেমানন্দ নমঃশুদ্র
২) শ্রীমতি কমলা নমঃশুদ্র।
৩) শ্রীযতীন্দ্র ঋষিদাস।
৪) শ্রীনকুল ঋষিদাস।

আহতদের নাম

১) শ্রীঅর্জুন নমঃসুদ্র।
২) শ্রীমতি লক্ষ্মী নমঃসুদ্র।
৩) শ্রীসারদা নমঃসুদ্র।
৪) শ্রীমতি করবী নমঃসুদ্র।
৫) শ্রীদীনেশ নমঃসুদ্র।
৬) শ্রীমতি নিয়তী নমঃসুদ্র।
৭) শ্রীমতি রাণীবালা ঋষিদাস।
৮) শ্রীমতি অঞ্জলী নমঃসুদ্র।
৯) শ্রীরামধন নমঃসুদ্র।

এই ঘটনাটি কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩২৬/৩০৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (১১) ৮৬ নথিভূক্ত করে তদন্ত কার্য গ্রহণ করা হয়।

উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তদন্ত-কার্য্য ও উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তারের জন্য যথাযথ নির্দেশ প্রদান করেন।

তদন্তকালে পুলিশ গত ১-১২-৮৬ইং তারিখ শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করেন। তিনি এখনও জেল হাজতে আছেন।

ঘটনাটির তদন্ত-কার্য্য চলছে,

নিহত প্রত্যেক ব্যাক্তির পরিবারকে মং ৫০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে। আহতদেরও সাহায্য দেয়া হয়েছে। নিহত ব্যাক্তির পরিবারের উপযুক্ত একজনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে, একটা তপশিলী গ্রামে সবচেয়ে পিছনের পরা নিরপরাধ লোকদের নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। সেই সংগে আরেকটা জিনিষ প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এইসব এলাকায় জাতি-উপজাতি লোকেরা যাতে মিলিত-ভাবে বসবাস করতে না পারেন তার জন্য উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এটা খুবই প্রশংসনীয়

যে হত্যাকাণ্ড কমলপুরের মানুষদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তারা সম্মিলিতভাবে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং শান্তি ও সম্প্রিতি বজায় রেখেছেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : – পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, খাসিয়াপুঞ্জীতে টিকেন্দ্র দেব বর্মার নেতৃত্বে যে গ্রুপ খুন সংঘটিত করে ১২ই নভেম্বর, ঐদিন দুপুরে টি.ইউ.জে.এস নেতা ও গাঁও পঞ্চায়েত সদস্য বিলাশ্বর কলুইর বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করে এবং ওরই নির্দেশে খুন সংঘটিত করে এবং ঘটনার পর ঐ রাত্রিতে শ্রীকলইর বাড়ীতে খায় এবং রাত্রি যাপন করে এবং ঐ বিলাশ্বর কলইর ছেলে টি.ইউ.জে.এসের সক্রিয় কর্মী এবং টি.ইউ.জে.এসের অপর আরেক সক্রিয় কর্মী জিতেন দেববর্মা ঐ দলটিকে বাড়ী ঘর ও রাস্তা দেখিয়ে দেয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই তথ্য পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই ঘটনা ঘটার কয়েকদিন পূর্বে কমলাছড়া গাঁওসভার অন্তর্গত কাচিনছড়াতে প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীহরিনাথ দেববর্মার নেতৃত্বে একটা গোপন মিটিং হয়। ঐ মিটিং-এ খাসিয়া পুঞ্জীতে আক্রমন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত সভায় নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১) শ্রীটিকেন্দ্র দেববর্মার ছোট ভাই মনোরঞ্জন দেববর্মা।
২) শ্রীসুভাষ কলই।
৩) শ্রীবিলাশ্বর কলই।
৪) শ্রীজিতেন্দ্র দেববর্মা।
৫) শ্রীবিশ্ব কুমার দেববর্মা।
৬) শ্রীরূপচন্দ্র দেববর্মা।
৭) শ্রীআমিন চন্দ্র দেববর্মা।

এরা সবাই টি.ইউ.জে.এসের সক্রিয় কর্মী। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, এই তথ্য এক্ষনি আমার কাছে নেই। তবে পুলিশ নিশ্চয়ই এটা তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ঐ ঘটনায় সাহায্য করেছেন পশ্চিম ডলুছড়া গাঁওসভার টি.ইউ.জে.এস সদস্য শ্রীকৃষ্ণধন দেববর্মা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :– স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে পুলিশকে বলব তদন্ত করে দেখতে।

মি: স্পীকার :— এই সভা অদ্য বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2·00 P. M.

LAYING OF REPLIES TO POSTPOND QUESTIONS ON THE TABLE

(ANNEXURE–"C")

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।" গত নবম বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৫, গত দ্বাদশতম বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭২ মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড আন ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০ এবং মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড আন স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৫ এবং পোষ্টপণ্ড আন স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব :— (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) Mr. Speaker sir, I beg to lay the reply of postpond starred question No 225 today, the 24th

December 1986 on the table of the house. I beg to lay the reply of postpond unstarred question No. 50 today, the 24th December 1986 on the table of the house.

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৪ এবং পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— (পূর্তমন্ত্রী) :— I beg to lay the replied of the following postponed Assembly questions on the table of the house unstarred question No. 51 and starred question 284.

মিঃ স্পীকার:— এখন আমি মাননীয় খাদ্য ও সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭২-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীরামকুমার নাথ :— (খাদ্য ও জন সংভরণ মন্ত্রী) :— I beg to lay before the house the reply of postponed starred question 472.

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড ও আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তরপত্রগুলোর প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GOVERNMENT BILL- Passed

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— The Tripura Appropriation (No. 4) Bill. 1986 (Tripura Bill No. 10 of 1986)" উত্থাপন

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— I beg to move for leave so introduce the Tripura Appropriation (No.4) Bill, 1986) Tripura Bill No. 10 of 1986)

মি: স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি মোশানটি হলো :—"The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1986 Tripura Bill No. 10 of 1986." এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(মোশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়) এইবিলের কপি এখন প্রত্যেক সদস্যের কাছে দেওয়া হচ্ছে।

[বিলটির কপি সদস্যদের নিকট বিতরণের পর]

গভর্ণমেন্ট বিসনেস [ফিনান্সিয়াল]

[সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা]

মি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"The Tripura Appropriation [No.4] Bill, 1986 [Tripura Bill No. 10 of 1986" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— I beg to move that "the Tripura Appropriation (No. 4) Bill 1986 (Tripura Bill No. 10 of 1986). "be taken into consideration."

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 10 of 1986)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মি: স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১. ২ এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মি: স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গনা করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গনা করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 10 of 1986)".

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি প্রস্তাব করছি যে. "The Tripura Appropriation Bill (No. 4) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 10 of 1986)".

পাশ করা হউক।"

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill (No. @) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 10 of 1986) পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— " The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units)

Bill, 1986 (Tripura Bill No. 9 of 1986)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

শ্রী অনিল সরকার :— (শিল্প মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move that "The Tripura Tea Companies (taking over of Management of Certain Tea Units Bill, 1986 (Tripura Bill No. 9 of 1986) be taken into cosideration"

মি: স্পীকার :— আমার মনে হয় এই আলোচনায় সদস্যরা অংশ নেবেন ।

শ্রী অনিল সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain Tea Units) Bill, 1986, এই আইনের বলে আমরা ত্রিপুরার রুগ্ন সাতটা চা বাগানকে অধিগ্রহণ করেছি এবং এই চা বাগানগুলি হল— মোহনপুর চা বাগান, ফটিকছড়া চা বাগান, লক্ষিলোংগা চা বাগান, তুফানিয়া লোংগা চা বাগান, কালাছড় ও ব্রহ্মকুণ্ড এবং খোয়াইর চা বাগান। ত্রিপুরায় যে সমস্ত চা বাগান আছে তার সংখ্যা হল ৫৪টি। তার মধ্যে ৪৩টি বেসরকারী মালিকানাধীন, ৯টা কো-অপারেটিভের সংস্থা চালাচ্ছে এবং টি ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশান ২টা। আর নতুন করে অর্ডিনেন্স করে সাতটা রুগ্ন চা বাগান গ্রহণ করা হল, যে চা বাগানগুলি গ্রহণ করা হল, টি, ডি ডি, সি. সেগুলির মালিক হবে এবং দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে টি কোপারেটিভের উপরে এবং পাঁচ বছরের জন্য অধিগ্রহণ করা হল প্রয়োজনে, তারপর আরও অতিরিক্ত দুই বছর এইগুলি থাকবে এবং সময় সুযোগমত পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ত্রিপুরায় ৫৪টি চা বাগানে গড়ে যে জমির পরিমান ৫০ থেকে ২০০ হেক্টর এই ত্রিপুরায় চা বাগানের উৎপাদনের ক্ষমতা মানে এখানে যে উৎপাদন হচ্ছে প্রতি হেক্টরে ৭৭৭ কেজি, উত্তর ভারতের চা বাগানগুলির যে গড়ে উৎপাদন তা হল ১৩৮১ কেজি. তাতে দেখা যাচ্ছে গড়ে উৎপাদন যা তার তুলনায় এই চা বাগানগুলির মধ্যে উৎপাদন কম হচ্ছে এবং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সমস্ত চা বাগানগুলি আছে ত্রিপুরায় সেইগুলির উন্নতির জন্য সেইগুলির জন্য যে শিল্পোদ্যোগ করে

বে-সরকারী মালিকানা, তাদের যে সমস্ত দায় দায়িত্ব ছিল সেইগুলি তারা যথাযথ সময়ে পালন করেন নি। এইজন্য যে ইরিগেশানের দরকার হয় জল সেচের দরকার হয় এইগুলি তারা করেননি এবং উৎপাদিত চায়ের যে মার্কেটিং ব্যবস্থা সেটাও খুব দুর্বল, মালিকদের উদাসীনতা মজুররা রীতিমত মজুরী পায় না, প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা অনেকেই জমা দেন না। একটা হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, আমরা যে সমস্ত চা বাগানগুলি অধিগ্রহণ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মিলুংগা বাগানে প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের কোন হিসাব নাই, কোন রেকর্ড নাই, সেই ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮০ থেকে শ্রমিকদের জমা দেওয়া টাকা তারা জমা দিচ্ছে না। তা ছাড়াও এরা ব্যাঙ্ক থেকে ১৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে এবং কোন টাকা ফেরৎ দিচ্ছে কি না তার কোন হিসাব নাই। ইলেকট্রিসিটি বাবদ আজ প্রায় দুই এক বছর ধরে তাদের দশ হাজার আটশত টাকা বাকী, শ্রমিকদের গ্রেচুয়াটি বাবদ তাদের ১৪ হাজার ৪৪৭ টাকা বাকী, লোকাল লাইবেলিটি যেগুলি আছে সেটার পরিমানও দেখা যাচ্ছে ৪ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ফটিকছড়া একটা চা বাগান আছে তাতেও সেখানকার প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের যিনি কমিশনার তিনি কমপ্লেন করেছেন যে কেইস দায়ের করেছেন তাতে দেখা যায় শ্রমিকদের ৯ লক্ষ টাকার প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের কোন হিসাব নাই। শ্রমিকদের যে বেতন তাঙ্কা তাতেও ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বাকী হয়ে আছে, শ্রমিকদের প্রফিডেন্ট ফাণ্ডেরতো কোন হিসাব নাইই। কালাছড়াতেও '৭৮ থেকে প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের কোন হিসাব নাই। তারপর মোহনপুর চা বাগানে দেখা যাচ্ছে, যে তাদের বোনাস ১৯৮৩ থেকে পেণ্ডিং হয়ে আছে, তাদের বোনাস দেওয়া হচ্ছে না। ব্রহ্মকুণ্ড ১৯৮৭ থেকে লক আউট এবং ব্যাংক থেকে তারা যে ঋণ নিয়েছে তা হচ্ছে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৭ টাকা ৬৪ পয়সা, ষ্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া থেকে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৬৮ টাকা নিয়েছে এইভাবে। তারপর খোয়াই চা বাগানেরও কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না এইভাবে। আমি এই কথাগুলি বলছি এই কারণে যে, ম্যানেজমেন্ট খুব দুর্বল, মালিকরা উদাসীন, আর তার জন্যই চা বাগানের উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেছে এবং সেখানে দেখা যায় যে, প্রায় ৪০ পারসেন্ট ভেকেন্সি রয়েছে চা বাগানগুলির মধ্যে, সেখানে কোন গাছ নাই। ত্রিপুরার চা বাগানের জন্য যে জমির বরাদ্দ করা হয়েছে তা সবগুলি মিলিয়ে আমি বলছি প্রায় ৩২ হাজার একর জমির বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে ১৬ হাজার একরের মধ্যে চা গাছ আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ৪০ পারসেন্ট

তেৎকন্সি আছে শ্রমিকদের সংখ্যা সেখানে ১০ হাজার, তার মধ্যে স্থায়ী ৪ হাজার, আর অস্থায়ী ৬ হাজার, তারা ঠিকমত মজুরী পায় না এবং তাদেরকে নানাভাবে ঠকানো হয় ত্রিপুরায়। অথচ সারা পৃথিবীতে যা চা হয়, বলা যায়, পৃথিবীর যে জনসংখ্যা তার সমান হল চা বাজার এবং সেই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং ভারতবর্ষের যারা টি কনট্রোল তাদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত নীতিগুলি আছে তাতে দেখা যাচ্ছে বাগানগুলির যে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, সেগুলির যে মডার্নাইজেশন হচ্ছে না, অল্প কয়েকজন মালিকদের রক্ষা করার জন্য। এরফলে ঠিক একই কারণে ত্রিপুরায় বাগানগুলি রুগ্ন হয়ে গেছে, এই অবস্থার মধ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত অধিগ্রহণ করে চা বাগানগুলিকে নিয়েছি। তার মধ্যে ১০২৮ জন শ্রমিক কর্মচারী আছে এদের পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং মেনেজমেণ্ট আমরা টি কো-অপারেটিভগুলির হাতে দিয়ে দেব। আমরা দেখছি ৭ বছর আগে উত্তর ত্রিপুরায় বিশেষ করে কৈলাশহরে যারা ছাটাই শ্রমিক, মালিক যাদের ছাটাই করে ছে তারা কয়েক জন মিলিত হয়ে একটা কো-অপারেটিভ করেছে এবং তার পরে সরকার থেকে জমি নিয়ে এমন জায়গায় যেখানে কোন চা গাছ নাই, এমন জায়গায় তারা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বাগান করে তাতে সেখানে দেখা যায় তাদের চা বাগান নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দুর্গাবাড়ী চা বাগান আজকে এমনিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট একটা জায়গার মধ্যে একটা মডেল টি গার্ডেন বাহিরে থেকে যখন নাকি টি প্রডিউসার আসেন বা টি বোর্ডের লোকরা যখন আসেন তখন তারা আমাদের কাছে গল্প করেন যে, একদিন আমরা বলেছিলাম যে শ্রমিকরা এইগুলি করতে পারবে না। এ কিন্তু দুর্গাবাড়ী প্রমান করে দিয়েছেন যে শ্রমিকরাও একদিন চা বাগান করতে পারে। কারণ চা বাগানের ইতিহাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, কোনদিন শ্রমিকরা সেই দায়িত্ব নিতে পারে নি, তাদের সেই ক্ষমতাও ছিল না এবং ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর দেখা গেল একেবারে যেখানে একটা চা গাছও নেই সেখানে ছাটাই শ্রমিকরা এবং এইটা আরও আনন্দের কথা যে বিশেষ করে ট্রাইবেলরা মানে জুমিয়া যারা, বনাঞ্চল অর্থনৈতিক বেগ্রাউণ্ড যাদের খুব দুর্বল। বর্তমান বানিজ্যিক ব্যবস্থার মধ্যে যারা দাঁড়াতে পারেনা হটে যায়, অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠি ব্যবসায়ী বা অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় তারা মার খেয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য একটা ক্ষেত্র যেখানে তারা কাজ করতে পারে। আমরা লক্ষ্য করছি তাতেই চা বাগানে কিছু কিছু ট্রাইবেল শ্রমিক নেওয়া হচ্ছে। কমলা সাগর

টি কর্পোরেশান-এর আণ্ডারে যে বাগানটা, সেখানেও আমরা ট্রাইবেলদের নিয়েছি। লুহুয়া চা বাগানেও শতকরা ৩০টা ট্রাইবেল পরিবার আছে এবং সেখানে আমি দেখলাম ১৯১৯ সালে একজন মালিকের বডি গার্ড হিসাবে ১৫ বছর বয়সের একটি ট্রাইবেল ঢুকেছিল, আজকে সে সেখানে মালিক হয়েছে। অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে, সেই চা বাগানটিকে নষ্ট করে দিয়েছিল মালিক কিন্তু এখন সেখানে কোঅপারেটিভ করে চা বাগানটাকে সে চালাচ্ছে। সেই ১৫ বছরের ট্রাইবেল লোকটা আজকে বাগানের গার্ড এবং তার মুখে যে উজ্জলতা দেখলাম I- বৃটি যখন এ রাজ্যে রাজত্ব করেছে ধনতন্ত্র যখন নতুন করে গড়া হচ্ছে, যখন সে লুহুয়া চা বাগানে ঢুকছে, আজকে দেখা গেল এতদিন পরে সে বাগান আর চালাতে পারল না, ধনতন্ত্র অবক্ষয়িত ব্যবস্থার মধ্যে, আর মজুর সেখানে মালিক হচ্ছে। মাছমারা চা বাগানে টি কর্পোরেশানের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানেও ১৭০ জন শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৫০ জনের বেশী ট্রাইবেল। আমরা দেখেছি কি দক্ষতার সংগে তারা এই কাজগুলি করে। কাজেই আমরা নতুন করে জুমিয়া বা ট্রাইবেলদের একটা জায়গার মধ্যে কাজ দেওয়ার এবং সেখানে আমরা মনে করি এই রুগ্ন চা বাগানগুলিকে যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানে তাদের কাজের ব্যবস্থা করা যায় নতুন করে। ট্রেডিশনাল যারা টি গার্ডেনের ওয়ার্কার আছে যারা ছাটাই হয়েছে বা চা বাগান রুগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে তারা প্রতি একরে অন্তত পক্ষে একজন করে শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে, কিন্তু সেই কাজটা তারা করছে না। তাই আমরা নতুন করে যদি ডেভলাপমেণ্ট করতে পারি, সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে যদি গড়ে তুলতে পারি। তাহলে দেখা যাবে এই চা বাগান যেখানে মাটি আছে, চা গাছ আছে এবং তার মার্কেট পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর সমান সেখানে নতুন করে ত্রিপুরার অর্থনীতিতে আমরা একটা নতুন সম্ভাবনা এবং সাফল্য আনতে পারি, সেই দিক দিয়ে এই চা বাগানগুলি অর্ডিনেন্স করে নিয়ে যাচ্ছি এবং এই কারনগুলির জন্য ইতিমধ্যে আমরা যে বাগানগুলি অধিগ্রহণ করেছি এইগুলির অনেক লায়েবিলিটিজ রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে এই বাগানগুলির শ্রমিকদের এবং ষ্টাফদের বেতন ভাতা ইত্যাদি পেমেণ্ট দিয়েছি। শীতের বস্ত্র দিতে হয়েছে। এইজন্য আমরা লক্ষ্মীলুঙ্গা টি এষ্টেট এর জন্য ৩৯ হাজার টাকা খরচ করেছি, তোফানিয়া লুঙ্গা টি এষ্টেটের জন্য ৩৪,৭০০ টাকা, ফটিকছড়া টি এস্টেটের জন্য ৫০,৮০০ টাকা, মোহনপুর টি এস্টেট-এর জন্য ২৮,৩০০ টাকা, কালাছড়া টি এষ্টেটের জন্য ৩১ হাজার টাকা, ব্রহ্ম-

কুণ্ডের জন্য ১১ হাজার টাকা খরচ করেছি। এইভাবে শ্রমিকদের ওয়েজেস আমরা দিচ্ছি। আমাদের শিল্পনীতির প্রথম পয়েন্ট হলো মানুষ। সেজন্য আমরা প্রথমেই চাই যে সকল চা বাগানে য সকল শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে ছাটাই হচ্ছে, যাদের রুটি রুজি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের আমরা আগে রুটি রুজির ব্যবস্থা করে দিতে চাই। যে সমাজ ব্যবস্থায় কেন্দ্রে রাজিব গান্ধী সরকারের শিল্পনীতি সেই শিল্পনীতির সঙ্গে আমাদের বামফ্রন্টের শিল্পনীতির এখানেই পার্থক্য। শিল্পমন্ত্রীদের বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাজীব গান্ধী বললেন যে 'আমার সরকার রুগ্ন চা বাগানগুলির জন্য হসপিটাল করতে চাইনা।' সেখানে আমি প্রশ্ন করেছিলাম এবং প্ল্যানিং কমিশনের কাছেও গিয়েছিলাম, যে আমরা সাতটা রুগ্ন চা বাগান অধিগ্রহণ করছি তারজন্য অর্থ চাই। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান বললেন—তোমাদের কে বলেছে সেগুলি অধিগ্রহণ করতে, যে শিল্প মরে যায় তাকে আর পুনর্জীবিত করাতে চাইনা। এইগুলিকে আমরা স্থায়ীভাবে ছুটি দিয়েছি। শিল্পমন্ত্রীদের সভায়ও আমি বলেছি যে, যে চা বাগানগুলি আমরা নতুন করে দাঁড় করিয়েছি সেগুলি ভায়েবল হচ্ছে এবং সেই চায়ের মার্কেট ফল্ল করতে পারেনা যদি ফল্ল করে তবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বানিজ্য-নীতির জন্য সেটা হবে।

কাজেই আমি এই প্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে, যখন নাকি এই ত্রিপুরায় ১০২৮ জন শ্রমিক এবং ষ্টাফ দীর্ঘদিন যাবং বেতন ভাতা এবং কাজ পাচ্ছেনা, যখন এরা রাস্তায় এসে দাঁড়াবে, তখন আমরা এই চা বাগানগুলিকে গ্রহণ করছি। এবং এই দুরবস্থার মধ্যেও এই চা বাগানগুলি থেকে ১৯৮৫ সনে মোহনপুর চা বাগানে তারা ১.৩৮ ১৩২ কে, জি, গ্রীন লিভ বিক্রি করেছেন। ফটিকছড়া টি এষ্টেট মেড টি বিক্রি করেছে—৫৫ হাজার ৪১২ কে, জি, লক্ষ্মীলোংঙ্গা সংগ্রহ করেছে—৩০,৪৯৩ কে, জি, মেড টি, তেফানিয়ালুঙ্গা গ্রীন লিভ সংগ্রহ করেছে—৭১,৫১৩ কে, জি, কালাছড়া টি এস্টেট বিক্রি করেছে—১,৯৬ ৮৫২ কে, জি,। ব্রহ্মকুণ্ড দীর্ঘদিন যাবৎ লক আউট চলেছিল, তার কোন উৎপাদন নেই। খোয়াইতে এরমধ্যে ১৮,৭৫৪ কে, জি, মেড টি তারা বিক্রি করেছে। এই নিয়ে মাট গ্রীন লিভ সংগহ করা হয়েছে—৪,০৬,৪৯৭ কে, জি, এবং মেড টি সংগ্রহ করা হয়েছে—১,১৪,৬৭৩ কে, জি,।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্ভাবনাগুলি আছে। 'আজকে তাছাই চা বাগানে

যেখানে শ্রমিকরা দায়িত্ব নিয়ে সরকার থেকে, কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে সাহায্য নিয়ে তারা দাঁড়াতে পারে। এই চা বাগানগুলি ছিল. এই চা বাগানগুলি আছে। আমরা সে জায়গায় চেষ্টা করছি যে এগুলিকে দাঁড় করানো যায় কিনা। কিন্তু কেন্দ্রের যে শিল্পনীতি যে বাণিজ্যনীতি সেটা এই রিজিওনে শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে সাহায্য করেনা। প্রসঙ্গতঃ আমরা দেখেছি যে, ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর মাস পর্যান্ত সারা ভারতবর্ষে যে লেটার অব, ইনটেন্ট দেওয়া হয় প্রায় ৯০০ নতুন শিল্পের জন্য লেটার অব্ ইনটেন্ট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৬০০টিকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক বলতে হয়, এই নর্থ-ইষ্টার্ণ রিজিওনে গত বছর ইণ্ডাস্ট্রিয়েল লেটার অব্ ইনটেন্ট দেওয়া হয়েছে মাত্র ২৩টি, আর ইণ্ডাষ্টিয়াল লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে মাত্র ৬টি। অথচ শিল্পমন্ত্রী মিটিং-এ বললেন যে, ডিস্পার্সেল অব, ইণ্ডাস্ট্রিয়েল পলিসি তারা চান। অর্থাৎ ইণ্ডাস্ট্রী সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। রিজিওনেল ইমব্যালেন্সগুলিকে তারা ভাঙতে চায়। কিন্তু কিভাবে? এতদিন পর্যান্ত কল কারখানা মেট্রোপলিটন, সিটিগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমনকি সেটা গড়ে উঠেছে মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পাঞ্জাবে। সেদিন রাজীব গান্ধী বললেন যে, তিনি সারা ভারতবর্ষে শিল্পকে ছড়িয়ে দিতে চান। তিনি গর্বের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বললেন যে "নো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াজ" আমরা শিল্প গড়ে তোলতে চাই। নর্থ ইস্টার্ণ রিজিওন তো টোটেলি "নো ইণ্ডাস্ট্রি য়াল এরিয়া," জিরো ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এরিয়া। আমি তখন বললাম যে, ফর লাষ্ট টেন ইয়ারস, আমি এখানে মন্ত্রী তোমাদের এখানে আছি। আমি শিল্পমন্ত্রী হিসেবে সফল না হতে পারলেও বলতে পারি যে, আমি এখানে বেজন সিনিওর মোষ্ট এবং তোমরা যে, রেলওয়ে সাবসিডি দাও সেটা আসলে ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি। ওরা বলেছে. এই সাবসিডি শিলিগুড়ি থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত পাবে। কিন্তু কাঁচা মাল আমাকে আনতে হয় পাটনা থেকে না হয় কলকাতা থেকে। আমি বললাম যে তোমরা ফোকাল পয়েন্টটাকে লোডাল পয়েন্ট কর। কলকাতা কিংবা পাটনা। এবং এই রিজিওনে অন্তত ২০০ কি, মি, রেল রোড্ওয়েজ এ, আর তোমরা রেলওয়েতে সাবসিডি দাও। প্রত্যেক মিটিং-এ আমি এই সব কথা বলি কিন্তু জবাব দেওয়া হয় যে দেখছি, দেব ইত্যাদি। গত বছর মাত্র ১১ লক্ষ টাকা ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া হয়েছে। আমি যখন বললাম যে আমাদের তো শিল্প নেই. শিল্পের জন্য তোমরা কিছুই করছ না, তখন তারা বললেন যে, কেন তোমাদের তো আমরা সাবসিডি দিচ্ছি।

অথচ দেখা গেল যে, ৯০ পার্সেন্ট যেখানে সাবসিডি দেবার কথা সেখানে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১১ লক্ষ টাকা। এই টাকায় নাকি শিল্প হয়। সেই মিটিং-এ শিল্পমন্ত্রী বলেছিলেন, আমি তাকে বললাম যে, আমরা আমাদের রুগ্ন চা বাগানগুলিকে অধিগ্রহণ করতে চাই, তখন তিনি বললেন যে তোমাদের যেখানে শিল্পই নেই সেখানে তোমাদের রুগ্ন কিসের ?

কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে, শিল্পনীতি, সেটা হলো কতকগুলি মনোপলিষ্ট হাউস আছে—যেমন, ব্রুকবণ্ড, লিপ্‌টন, চায়ের ক্ষেত্রে তাদের রক্ষা করতে হবে এবং তাদের জন্য যে বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করেছেন তার ফলে সারা ভারতবর্ষের চায়ের বাজারটা মার খেয়ে যায়। দু টাকা, তিন টাকা, পাঁচ টাকা, সাত টাকা কিলো দরে চা বিক্রি করতে হয়েছে। আর সেই চা-গুলি কিনছে সেই মনোপলিষ্ট হাউসগুলি। তারা চা কিনে স্টক করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজার তারা পাবার চেষ্টা করছে এবং তাতে ছোট বাগানগুলি মার খেয়ে যাচ্ছে। আমরা যে চা বাগানগুলি করেছি সেগুলিও মার খাচ্ছে। এই ধরনের একটা দেশ চলছে সেখানে জনগণের জন্য নাকি ফোকাসড পয়েন্টের মধ্যে আছে প্রফিট। এবং এতে কতকগুলি মনোপলিষ্ট হাউসকে রক্ষা করা হচ্ছে।

আমাদের এইখানে যে ম্যাটেরিয়ালস্ রয়েছে। কাগজ কলের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলো সেই ১৯৭৬ সনে। এখন সেটি একটি সমাধি স্থল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এখানে তারা কাগজ কল করতে দেবে না। আমাদের রাজ্য গ্যাসের উপর ভাসছে। আমরা ১৯৯০ সনে প্রতিদিন ১ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস পাব। যা থেকে আমরা সহজেই কাগজ কল চালাতে পারি। যা থেকে আমরা অন্যান্য ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্যাস দেবে না, ইণ্ডাস্ট্রী গড়ে তোলা যাবে না। তবু এর মধ্যে আমাদের যা আছে তাই দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি, যাদের কাজ নেই, বিশেষ করে চা বাগানে যারা উদ্ধৃত্ত হচ্ছে, যাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য কিছু করতে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমরা এখানে জিতে যাব। ত্রিপুরার মাটি সোনার চাইতেও দামী। সে মাটিতে কফি হতে পারে, কফির আন্তর্জাতিক বাজার আছে, এর একটা গ্যারেন্টেড মার্কেট আছে। রাবার উৎপাদনে আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছি। কয়েক বছর পরে আমরা প্রথম স্থানে চলে যাব। কাজেই আমাদের মাটিতে সোনা হতে পারে। চা হতে পারে।

রাবার হতে পারে, আনারস হতে পারে—এইগুলি আমরা করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হলো এগুলি করতে যে অর্থের প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রের যে নীতি তার জন্য ওরা এই রিজিওনকে হাত্তে মারছে, ভাত্তে মারছে। সেজন্য আমরা যদি অগ্রসর হই তবে রেলের প্রশ্ন রয়েছে। যখন রেল চাই তখন বলে যে, তোমাদের তো শিল্প নেই রেলেতে প্রফিট হবে না, আবার যখন বলি যে, শিল্প চাই- তখন বলে যে, তোমাদের তো রেল নেই, তাহলে এই শিল্পের জন্য পার্টস্, মেশিন ইত্যাদি কি করে আসবে? এইভাবে আমরা একটা গ্যাড়া কলের মধ্যে পড়ে আছি। সেইজন্যেই আজকে ত্রিপুরায় ১ লক্ষের উপর বেকার। অল্প শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, তাদের জমিতে তারা উদ্বৃত্ত, তারা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে এসেছে, তাদের সামনে চাকরী নেই, এই সরকার তাদের জন্য শিল্প গড়ে তোলা দরকার। ২২ লক্ষ মানুষের জীবনের একটা একেবারে জরুরী। একটা দাবী— শিল্প এবং শিল্প গড়ে তোমার জন্য উদ্বৃত্ত যে বেকার তাদেরকে কাজ দেবার জন্য কেন্দ্রের কাছে আরো জোর দাবী করছি। এবং এই দাবী ত্রিপুরায় ২১ লক্ষ মানুষের জীবনের সমান— এই দাবীর মূল্য। ঠিক এই লক্ষ্যে আমরা আজকে এই চা বাগানগুলিকে অধিগ্রহন করলাম। আগামী দিনে যদি আরো রুগ্ন হয় আমরা তাদেরকেও অধিগ্রহণ করব। কাজেই এই যে, বিল — সারা ত্রিপুরার চা বাগানের যারা মালিক তাদেরকে আতংকগ্রস্থ করে তুলেছে। সেইদিন তেলিয়ামুড়ায় নির্বাচনের সময়, এসেছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী, কেন্দ্রিয় কমার্স মিনিষ্টার। এসেই তিনি নির্বাচনী প্রচারে না গিয়ে এখানে "টাই" যারা টি মারচেন্ট এসোসিয়েশন আছে তাদের সঙ্গে মিট করলেন। কারন তাদের ক্রাইসিস যাচ্ছে। যে সরকারটার তহবিল নেই, সেই সরকার নির্দিধায় নির্বিঘ্নে একটা অর্ডি- ন্যান্স করে এইখানে চা বাগানগুলি নিয়ে গেলো, এতে এরা ভয় পেয়ে গেছে। কাজেই গোটা ভারতবর্ষের ইণ্ডাস্ট্রিতে যে মনোপলি, কি চায়ে, কি অন্যান্য ক্ষেত্রে, একটা মৌল নীতি যে নীতি গোটা ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় সরকার সেই শোষকগোষ্ঠীর পক্ষে শোষণের পক্ষে মুনাফা অর্জ্জনের লক্ষ্যে শ্রেণী শোষণ, লোকে সেখানে একটা বজ্র শেলের মত কাজ করছে। কাজেই ত্রিপুরা বাক্যে আমরা যে বিলটা আনছি 'ত্রিপুরা টী কোম্পানীজ (টেকিং ওভার অব ম্যানেজমেণ্ট অব সার্টেন টী ইউনিটস) বিল, ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৯ অব ১৯৮৬) এটা গোটা ভারতবর্ষের কংগ্রেসের উপর একটা বজ্র শেল। এটা বাগান শ্রমিকদের জন্য অনুঘাত, রাজনৈতিক

দায়িত্ব থেকে আমরা এনেছি। যাতে বাগানের মানুষ, যারা পিছিয়ে পড়েছে, তাদের বাগানের শ্রমিক করার জন্য নয়, তাদের আমরা বাগানের মালিক করে দিচ্ছি। এই অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিক থেকে আমরা এই বিল এনেছি। এই বক্তব্য রেখেই আমি বিলের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে টী বিলের উপর আমি আলোচনায় অংশ গ্রহন করছি। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এই বিলটা উপস্থাপন করেছেন। এই রাজ্যে চা শিল্প দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে মার খাচ্ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়, হাজার হাজার শ্রমিকের নিরাপত্তা ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সমবায়ের মাধ্যমে ৭টা চা বাগান করা হয়েছে। কয়েকশত শ্রমিক যেভাবে জীবন-জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছেন সেজন্য আমরা আন্দোলন করছি। বহুবার সি, আই, টি, ইউ,-এর পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। যখন এখানে কংগ্রেস সরকার ছিল তাদের কাছেও দাবী করা হয়েছিল যে ব্যাক্তিগত মালিকানাহীন রুগ্ন চা বাগানগুলি শ্রমিকদের স্বার্থে অধিগ্রহন করা হোক। কিন্তু এটা করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর চা বাগানগুলি বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতির চেষ্টা চলছে এবং ব্যাক্তিগত মালিকানায় সেগুলির উন্নতির চেষ্টা হয়নি। আমরা দেখেছি ধর্মনগরে মহেশপুর চা বাগান, মালিকের খামখেয়ালীর জন্য আজ কয়েকশত শ্রমিক অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। ধর্মনগরের সরলা চা বাগানের কি অবস্থা এবং এমন অনেক বাগান আছে কৈলাশহরে। মালিকদের কোন প্রচেষ্টা নেই এই বাগানগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এই দিক থেকে বিশ্লেষণ করে সরকার যে চা বাগানগুলি অধিগ্রহন করার চেষ্টা নিয়েছেন, এটা অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য এবং আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি যে এটা সফল হবে এবং পরবর্তী সময়ে একে একে অধিগ্রহন করা হবে। চা বাগানগুলির শ্রমিকরা যারা এই শিল্পে নিযুক্ত তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য এর আগে পূর্ববর্তী সরকার কোন উদ্যোগ নেননি। বর্তমান সরকার তাদের জন্য উদ্বিগ্ন এবং তাদের জন্য কিছু করতে চান। সেজন্য এই বিলটা এখানে আনা হয়েছে। এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রী বিমল সিনহা।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যে সাতটা রুগ্ন চা বাগানের ম্যানেজমেন্ট অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তার যে অর্ডিন্যান্স এখানে এনেছেন সেটা আমি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত চা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। এই চা বর্তমান ভারতবর্ষের অর্থনীতিতেই শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীর অর্থনীতিতে চা একটা বিশেষ শিল্প। চা ছাড়া ভদ্রতা হয় না। গ্রামেই যান, শহরেই যান, যেখানেই যান এক কাপ চা দিতে হবে। সে বড় বড় প্রাইম মিনিস্টারের কনফারেন্সই হোক, আর আমাদের শ্রমিকদের কনফারেন্সই হোক, আমার শ্রমিক গোষ্ঠীতেই হোক। এক কাপ চা না দিলে ভদ্রতা হয় না। কাজেই ভদ্রতার আর এক নাম চা। এই চা শিল্পকে যাঁরা বাঁচান এবং তাকে বাঁচাতে গিয়ে যাদের জীবন নির্যাস ফোঁটা ফোঁটা করে দিতে হয় তাদের অবস্থা কাহিল। লণ্ডনে একটা কথা আছে এবং দার্জিলিংএও একটা কথা আছে। লণ্ডনে বেরস মার্কুইস না ডুয়ার্সের এবং দার্জিলিংএর চা না হলে নাকি তাদের ভদ্রতা হয় না। কিন্তু এই দার্জিলিং-এ যারা শ্রমিক তাদের অবস্থা কাহিল। ১৯০৫ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মালিকানায় চা বাগান গড়ে উঠতে শুরু করে। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী যে একটু আগে বললেন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকলে চা শিল্প হবে না এবং রেল দরকার, সেসমস্ত কথাবার্তা কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন, কিন্তু তখনও ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই ছিল না। হাতী দিয়ে মালপত্র এনে শিল্প চলত। কিন্তু শিল্প গড়ার নামে একটা লুণ্ঠন যজ্ঞ চলছিল।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— ত্রিপুরা রাজ্যেও হয়েছে, আসামেও হয়েছে। গ্রামের ভূমিহীন প্রচুর কৃষক রাজ্য থেকে আসামের চা বাগানে গেছে। সেটা স্বাধীনতার আগের কথা কিন্তু তার পরের আমলে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাই। ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে ৫৪টি বাগান আছে, যে বাগানগুলি বর্তমানে চালু আছে কিন্তু একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে ৫২টি বাগান ছিল। সেই বাগানে দেখা যায় কংগ্রেস আমলে বাগানের মালিকদেরকে কনসেসন দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ইচ্ছামত লুণ্ঠন করে, শ্রমিকদের মজুরি দেয়না, শ্রমিকদের প্রতারিত করে অথচ শিল্প বিকাশের জন্য তারা একটি পয়সাও খরচ করত না কিন্তু কংগ্রেসের লালিত পালিত বলে তারা সমস্ত কনসেসন পেয়ে যেত। যারফলে আজকে চা বাগানগুলি রুগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, ত্রিপুরা রাজ্যে যে পুরান বাগানগুলি অধি-

গ্রহণ করা হয়েছে সে বাগানগুলির কথাই যদি ধরি তাহলে সেগুলির মধ্যে মাত্র ২১ টাতে ফ্যাক্টরী আছে এবং তারমধ্যে ৪/৫টা বাদ দিলে বাকী বাগানগুলিতে কেউ যদি গিয়ে খবর করে যে বাগানের রোলারটা কত সালের, ইঞ্জিনটা কত সালের ভাল করে মোছিল মুছলে দেখা যাবে যে ১৮৮০ সালের। সেগুলি পরিত্যক্ত করে বৃটিশরা ফেলে দিয়েছে সেগুলিকে খুঁজে খুঁজে ত্রিপুরা রাজ্যে চালান হচ্ছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে নিয়ে যাচ্ছে লগ্নী করছে, বিরাট বিরাট কলেবর করছে। আজকে এই বিলের মধ্যে একটা বাগান আছে যার নাম হল ফটিকছড়া, এই বাগানের মালিকানা হচ্ছে পিয়ারলেস কোং-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হচ্ছে একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, নাম নিরূপম চৌধুরী। তিনি এই বাগানটা দেখিয়ে ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ব্যাংক থেকে ৪৮ লক্ষের উপর টাকা ঋণ নেন। তারপরে টি বোর্ড থেকে ১২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। সে টাকা নিয়ে এই ফটিকছড়া বাগানের জন্য একটি পয়সাও খরচ করা হয়নি। এই টাকা নিয়ে তিনি অনেক সম্পত্তি করেছেন। ডুয়ার্সের মধ্যে তিনি সেলিম হিল বাগান কিনেছেন, ডুয়ার্সের মধ্যে টুম্বাড়ী বাগান কিনেছেন আর কালকাটাতে ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিল করেছেন। এই মালিকই আবার ক্যালকাটার মধ্যে ক্যাভেণ্ডার্স করেছেন। এই মালিকই আবার ক্যালকাটায় দুধের কি এক কোম্পানী খুলেছেন। কোটি কোটি টাকা এভাবে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কংগ্রেস আমলে লুণ্ঠিত হয়েছে। এই মালিকরা ইচ্ছে করে ইলেকট্রিকের ভাড়া দেয়না। জমির খাজনা এরা দেয়না। আবার শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের হিসাব দেখলে কেন্দ্রীয় সরকারের চেহারাটা প্রকট হয়ে পড়ে নগ্ন হয়ে পড়ে অফিসের মধ্যে আপনারা যান খোঁজ করুন যে, অমুকের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কি হল কিন্তু অফিসার কেউ কিছু বলতে পারেন না। আগে এই অফিস ছিল গুয়াহাটিতে। ই সরকার আসার পরে বহু চেষ্টা ও আন্দোলন করে এখানে একটি ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হয়েছে। আমি দারাং বাগানের কথা বলছি ওদের সেখানে শ্রমিকরা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা দিয়েছে কিন্তু হিসাব চাইতে গেলে বলে যে তাদের কাছে কোন কাগজপত্র নাই। আমি একটি কনফারেন্সে দিল্লী যাওয়ার সময় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কমিশনারের অফিসে গেলাম এম, পি, অজয় বিশ্বাসসহ যে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা কিন্তু কমিশনার আমাদেরকে সরাসরি বললেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে চা বাগান আছে নাকি? তিনি জানেনই না যে ত্রিপুরা রাজ্যে চা বাগান আছে এবং

শ্রমিকদের কাছ কাছ থেকে প্রভিডেণ্টের টাকা কালেকশন হচ্ছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নিয়ম হচ্ছে শ্রমিকরা যদি আট আনা দেয় তাহলে মালিকরা দেবে আট আনা। তারপরে সুদ-সহ যে নমিনি হবে তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু বছরের পর বছর মালিকরা শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়েছেন। কিন্তু অফিসে জমা না দিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে বাগানগুলি সরকার অধিগ্রহন করেছেন সেগুলির অবস্থা যে কোন খারাপ সেটা বাহিরে থেকে আন্দাজ করা যাবেনা। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছেন মোহনপুর বাগানে কোনরকম ফার্টিলাইজার ইওজ করা হয় না। তবু বছরের পর বছর প্রোডাকশন হচ্ছে তবু চলছেনা কেন, কারন সেখানে হয়েছে ভাইয়ের দরবার। শান্তিরঞ্জন ব্যানার্জি বলে একজন ব্যানার্জি ছিলেন এবং কোন এক সময় তারা এই বাগান করেছেন এবং বাগানের জন্য প্রচুর ঋন নিয়েছেন, কিন্তু এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি চলছে। সকালে বড় ভাই দখল করে আর বিকালে ছোট ভাই দখল করে। এভাবে চলছে কিন্তু শ্রমিকদের কোন খোঁজ তারা করেন না। এমনকি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বোনাস শ্রমিকদের মজুরী ইত্যাদির কোন খোঁজ তারা করেন না। প্লাকিংয়ের সভায় এসে তারা শুধু প্লাকিং করে যায়। সেখানে বিরাট ফ্যাক্টরী আছে অথচ ১৫ বছর যাবৎ এটা অচল। সেখানে ভাল ভাল মেশিন ছিল কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অচল। সেখানে ম্যানেজমেন্টের অপদার্থতার জন্য মেশিনগুলি অচল হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা শিল্পকে এভাবে তারা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহন করে নাই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চলছে তাদের নির্দেশে যেমনভাবে মালিকরা চলছে। ইচ্ছামত লুটপাঠ কর, শ্রমিকদের প্রতারিত ও বেকার কর, লেবার মার্কেটে পরিণত কর, যাতে অল্প পয়সায় খাটান যায়। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাগানগুলির অবস্থা। যেমন খোয়াই, সেটির মালিক ছিলেন বিমল দত্ত, ওনার বাবা অখিল দত্ত পশ্চিমবঙ্গের একজন বিরাট কংগ্রেস কর্মী। উনি কংগ্রেস আমলে এক সময় ডেপুটি স্পীকার ছিলেন বিধানসভার এবং সে দৌলতে তিনি এই বাগানটি পেয়েছেন, সেই অখিল দত্তের ছেলে ভুপাল দত্ত করলেন কি ? এই বাগানের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে নিয়েছেন আর ক্যালকাটায় একটা বিরাট বাড়ী হেঁকে বসেছেন। এখন সমস্ত ব্যাপারটা যদি কেউ তুলে নিয়ে যায় তাহলেও তিনি আসবেন না। এই বাগানের দায়িত্বটা তাহলে কে নেবে ? আমাদের যারা ট্রেড

ইউনিয়ন করেন সেই সমস্ত কমরেডরা মিলে ওনাকে অনুরোধ করলাম যে, আপনি আপনার বাগান চালান। আপনি যদি সরকার থেকে সাহায্য চান তাহলে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা চরিত্র করব। কিন্তু না, তিনি আসতে রাজী না টাকা দিতে রাজী না, মালিকানা ছাড়তেও রাজী না। এই হচ্ছে বাগানগুলির অবস্থা ব্রহ্মকুণ্ড বাগানটা মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় কেনা। ইন্দ্রকুমার জৈন নামে এক ব্যক্তি ব্যাংকের সঙ্গে আঁতাত করে, প্রণব মুখার্জি যখন কমার্স মিনিষ্টার ছিলেন তখন ওনার সঙ্গে আঁতাত করে এই বাগানটা মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় গোপনে নিয়ে গেছেন, আমরা জানিনা টাকা নেওয়ার পরে সে বাগানের শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দিয়েছেন। তাদের মজুরী দিচ্ছেন না এবং যে সমস্ত স্টাফ ছিলেন তাদের পর্য্যন্ত ছাঁটাই করে দিয়েছেন। তাদের কোন কাগজপত্র তিনি রাখেননি। এই হচ্ছে অবস্থা। কংগ্রেস আমল থেকে এগুলি লালিত-পালিত হয়ে আসছে। সরকার আসার পরে এই যে কাজগুলি হচ্ছে যেমন টি-বোর্ড সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একটা বিশাল সংস্থা চা-শিল্প বিকাশের জন্য, তারা অর্থকরী সাহায্য দেন। টেকনিকেল এসিষ্টেন্ট দিয়ে সাহায্য করেন, এগুলি হচ্ছে তাদের নিয়ম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে টি-বোর্ড কি করেছে? করার মধ্যে এটুকু করেছে, গত বছর ৫টা নার্সারী ৫ লক্ষ টাকায় সেংশান করেছে। তার আগের বছর ২টা না ৩টা সেংশন করেছে ২ লক্ষ টাকা করে। একটা মাছমারাতে আরেকটা দুর্গাবাড়ীতে। এরকম ২/৩টা নার্সারী দেওয়া ছাড়া আর কোন টাকা পয়সা তারা ত্রিপুরা রাজ্যের চা শিল্প বিকাশের জন্য খরচ করেনি। সে টি-বোর্ডের অফিসাররা কর্মচারীরা ঘন ঘন ত্রিপুরা রাজ্যে আসেন, এসে এখানকার শ্রমিকদের ইচ্ছে, উৎসাহ-উদ্দিপনা ও সরকারের সহযোগিতা দেখেন এবং দরাজ হাতে ত্রিপুরা রাজ্যকে সাহায্য করতে চান, টি-বোর্ডের যিনি চেয়ারম্যান তিনি চান ত্রিপুরা রাজ্যে এই শিল্প বিশাল হউক কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট তারা বলতে গেলে তিনি যখন দস্তখত দিতে যান তাঁর হাত থেকে কলমটা কেড়ে নিয়ে যেতে চান। সন্তোষ দেব যিনি কেন্দ্রের ইনফরমেশন মিনিস্টার, তিনি টি-বোর্ডের একজন মেম্বার, তিনি গিয়ে বলেন যে, রাজ্যের জন্য যে আপনারা টাকা ইত্যাদি সেংশন করছেন যে টাকা দিয়ে নাকি পার্টিবাজি হচ্ছে টাকা ত সেংশন করেনি, সাধারণ কয়েকটা নার্সারি মাত্র সেংশন করেছে।

দিল্লী থেকে কলিকাতা পর্যান্ত ঘন ঘন ধমক দিচ্ছেন অফিসারেরা, তোমরা গিয়ে ইনকোয়ারী কর ত্রিপুরাতে টাকাগুলি ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা, চা বাগানের কাজ হচ্ছে কিনা। আমাদের তো মনে হয় হচ্ছে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেগাজিন আসে। মালিকদের মেগাজিন, টি এসোঃ অব ইণ্ডিয়ার তা ছাড়া অন্যান্য আরও মেগাজিন আছে সেইসব মেগাজিনগুলিতে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বদনাম করছে। যে বামফ্রন্ট সরকার মালিকদের হটিয়ে শ্রমিকদের নামে বাগানগুলি দিয়ে দিচ্ছে এই ধরনের অপপ্রচার করছে। এবং এইসব অপপ্রচার করা সত্বেও কিছু কিছু ভাল অফিসার আছেন তারা আসলেন এবং তারা দেখলেন, দেখে তারা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি। তারা বলেছেন যে, এটা কি হচ্ছে? ঐ দুর্গাবাড়ী চা বাগান নর্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ার একটা গবেষনার বস্তু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবংগ থেকে ঐ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক আসেন এখানে গবেষনার জন্য। তারা বলাবলি করেন যে দুর্গা বাড়ী একটা তীর্থস্থান দেখে আস। স্যার, ৫২/৫৪টা চা বাগান সেগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফ হচ্ছে, এখন পর্য্যন্ত কোথাও একটা স্প্রিংলার ফিট করা হয় নাই। আর এদিকে এইসব ছাঁটাই শ্রমিকেরা একত্রিত হবে বাগান করছে অথচ সেখানে দেখ যাচ্ছে স্প্রিংলার ইরিগেশান চলছে। আমাদের মাননীয় গভর্ণর রাও সাহেব যখনই আসেন তখনই তিনি বলেন দুর্গাবাড়ী চা বাগানে যাওয়ার কথা। প্ল্যানিং কমিশন থেকে লোহন সিং এলেন, তিনিও প্রশংসা করে গেছেন। আর এদিকে কংগ্রেস (আই), আই. এন. টি. ইউ. সি. থেকে বিবৃত্তি দিবেন যে, বাগানগুলি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক বদনাম তারা করেছে মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে অর্ডিনান্স এসেছে এটা ভারতবর্ষের যারা বাগানের মালিক তাদের কাছে এটা একটা যুমন্ট বোমার মত। কিছুদিন আগে আমি শিলচর গিয়ে দেখলাম, সেখানকার টি. বোর্ডের অফিস ডেপুটী ডিরেক্টারের টেবিলের কাচের নিচে এই অর্ডিনান্সের একটা কপি রয়েছে। অথচ আমরাও এর কপি পাইনি তারা আলোচনা করছেন যে, এইভাবে যদি রুগ্ন বাগানগুলি নিয়ে নেয় তাহলে এখানে আসাম গভর্ণমেন্টও শ্লোগান দেবেন যে, রুগ্ন বাগানগুলি নিয়ে নাও— তারপর ঐ নীলগিরিতে শ্লোগান উঠবে, তামিলনাড়ুতে শ্লোগান উঠবে, চারদিকে অভিযান চলবে। আজকে রাজীব গান্ধীর ভ্রান্ত নীতির ফলেই বাগানগুলি ধ্বংস হয়ে যাচছে। স্যার, আমি এর

উদাহরণ দিচ্ছি গত বছর ত্রিপুরা রাজ্যের চা ২ টাকা ৩ টাকা ৪ টাকা কে,জি. দরে বাজারে বিক্রী হয়েছে। যেখানে চায়ের কনজুমারবা ৩২ টাকা দরে চা কিনছে। কারন — রাজীব গান্ধী মিনিমাম বেইট এবং মিনিমাম এক্সপোর্ট কোয়ান্টিটি বেধে দিয়েছেন। যে পনের পার্সেন্টের বেশী চা ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারবে না। স্বাভাবিক ভাবে ছোট ছোট চাষের মালিক যারা অকশান মার্কেটে চা বিক্রী করেন তারা চা বিক্রী করতে পারল না এবং ভারতবর্ষের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী হচ্ছে দু'টি একটা হচ্ছে লিপটন আর একটা হচ্ছে ব্রুক বণ্ড। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিল ভারতের চা অল্প দামে বিক্রী করতে বাধ্য করব। এই চা যত অল্প দামে বিক্রী হবে তাতে আমাদের সুবিধা। আমরা সব চা অল্প দামে কিনে নেব, ভারতের সেই চা আমরা বাইরে রপ্তানী করব। এই ধরনের ষড়যন্ত্র করে দু'টি মনোপলি ফার্মকে খুশী করার জন্য সারা ভারতবর্ষের চা শিল্পটাকে রাজীব গান্ধী ধ্বংসের পথে নিয়ে গেলেন। এবং তার কিছুদিন পর দেখা গেল, এই মিনিমাম এক্স পার্টের ফলে লণ্ডন থেকে রাশিয়া থেকে আমেরিকা থেকে বারবার ভারতবর্ষে এসে দেখলেন যে ভারতের চা পাওয়া যাবে না। তখন স্বাভাবিকভাবে সেই চা যব মার্কেটটাকে দখল করে নিল কেনিয়া, চায়না বাংলাদেশ। বিধ্বস্ত শ্রীলংকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল একমাত্র রাজীব গান্ধীর জন্য শ্রীলংকার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। জয়বর্ধনে দেখলেন এটাই সুযোগ ভারতের চা যখন বাইরে যাচ্ছে না, ভারতের যখন অনীহা এই সুযোগে চায়ের বাজারকে দখল করা যাবে। এইভাবে ভারতবর্ষের চা শিল্পটাকে ধ্বংস-এর মুখে ঠেলে দিল রাজীব গান্ধী দু'টি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীকে খুশী করবার জন্য। তাই বামফ্রন্ট সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে যে অর্ডিনান্স এনেছেন এটা আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন না। এই বিলটাকে ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে উলুধ্বনি দিয়ে বিসিপশান জানাচ্ছে, সেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আজকে আপনারা যান লক্ষীলুঙ্গাতে যেখানে শ্রমিকেরা ঘরের টিন ছন, বাঁশ বিক্রি করে দিন কাটাত তারা আজকে উল্লসিত হচ্ছে বামফ্রন্টের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। এটা শুধু ত্রিপুরার শ্রমিকদের আলো দেখাবে তাই নয়, এটা সমস্ত প্ল্যান্টেশান শ্রমিকদের মনে নতুন আশার আলো জাগাবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ - মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের শিল্পমন্ত্রী মহোদয় যে বিলটি হাউসে এনেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। মাত্র অল্প কিছুদিন আগে অর্ডিনান্স করে মেনেজমেন্টকে টেক ওভার করা হয়েছে। সেটাকে আজকে আইনে পরিনত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এটার মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে ৫ বছরের জন্য মেনেজমেন্ট টেক ওভার হবে, তারপর প্রয়োজন হলে এক বছর এক বছর করে আরও দুই বছর সরকারের হাতে মেনেজমেন্ট থাকবে। এবং এর জন্য সরকার কাস্টডিয়ান নিযুক্ত করবেন এবং ইতিমধ্যে কাষ্টডিয়ান নিযুক্ত হয়েছে—ত্রিপুরা টি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশান লিমিটেড এই কাস্টডিয়ান। আর টাকা পয়সার জন্য এই আইনে তারও ব্যবস্থা সরকার রেখেছেন, সরকার কিভাবে অনুদান দিয়ে আর্থিক সাহায্য করবেন। তাছাড়া বিভিন্ন সোর্সেরও এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই আইনে এই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বিভিন্ন কোম্পানীগুলির যেগুলিকে মেনেজমেন্ট টেক ওভার করা হচ্ছে সেগুলিকে সরকার একটা নির্দিষ্ট হারে একটা পেমেন্ট করবেন। কারন তারা এইসব বাগানগুলির মালিক। সরকার এই আইনের মধ্যে এই অধিকার তাদের দিয়েছেন। এই আইনে এটাও রয়েছে, এইসব ইউনিটগুলি এই টেক ওভারের আগে যে কোন কন্ট্রাক্টই থাকুক না কেন এই আইনের ফলে সেগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যত রকমের যত কিছু থাকুক না কেন, এই আইনে তা কার্যকরী করা হচ্ছে না। যাতে কেউ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্যই এই আইন। আমি মনে করি, শ্রমিক জনগণের স্বার্থে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এই আইনের দ্বারা ত্রিপুরার বাগানগুলিকে সংরক্ষণ করা যাবে এবং শ্রমিকের কাজের সংস্থানের জন্য শ্রমজীবি মানুষের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের ৯ বছরের উদ্যোগে এটা ফলপ্রসূ হবে। স্যার, এই আইনটা বাস্তবায়িত করার জন্য বেশ কিছু দিন যাবতই রাজ্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। বার বার কেন্দ্রীয় সরকার এটা না ওটা করে ডিলে করেছেন। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেছেন এবং অন্যান্য সদস্যরাও উল্লেখ করেছেন কি সাংঘাতিক অবস্থা এই বাগান গুলিতে গত এক দেড় বছর যাবৎ চলছিল। এক দেড় বছর যাবৎ মালিকদের কোন খবর নেই। মালিকরা সব কলকাতা থাকেন। একটা চিঠি পর্য্যন্ত দেন না। বাগানগুলিতে ম্যানেজার পর্য্যন্ত নেই। টিলা বাবু বা এই বাবু, সেই বাবুদের অল্প বেতন দিয়ে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'যেমন করে পারো চালিয়ে নাও'। ফটিকছড়া, লক্ষ্মীলুঙ্গা, তুফানীয়া লুঙ্গা এই রকম ভাবে এক দেড় বছর ধরে পড়ে আছে।

যেটুকু চা প্রসোসিং হয়েছে কারখানায় তা পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এক কেজি দুই কেজি, নয়, হাজার হাজার কেজি। শ্রমিকদের রেশন বন্ধ, সাপ্তাহিক রেশন বন্ধ। কাজেই, বামফ্রণ্ট সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। এস, আর ই পি, এন, আর. ই পি স্কীম কোন ব্যক্তিগত জমির উপর কাজ করা যায় না। সেখানে রাস্তা তৈরী করে, ছোট ছোট জলাধার করে শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে। হাজার হাজার টাকার খাদ্য সরকার থেকে দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ৭টা বাগান কল্যাণপুর বাগান, সবলা বাগানের মালিকরা কেউ আসেন না। ছোট ছোট বাবু যাদের রাখা হয়েছে কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাদের বলা হচ্ছে, যেমন করে পার তোমরা চালিয়ে নাও। চা বাগানের শেড্স বড় বড় কড়ই গাছ সমানে বিক্রী করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের কিছু দিয়ে নিজেরা নিয়ে বেঁচে থাকছেন। সম্পূর্ণ বাগান ধ্বংস হওয়ার পথে। যে সরকার শ্রমজীবি মানুষের সরকার, যে সরকার গরীব মানুষের সরকার তারা চুপ করে বসে থাকেন নি। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের রক্ষা করেছেন, এবং করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্যার, এই আইনটা আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানগুলির রক্ষা পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। স্যার এখানে শ্রমিকদের কি ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি। তুফানীয়া লঙ্কা, লক্ষ্মীলঙ্কা, কল্যাণপুর খোয়াই বাগান ফটিকছড়া রক্ষাকুণ্ড প্রভৃতি জায়গায় জায়গায় শ্রমিকরা এস আর ই, পি এন আর, ই, পি এর কাজে কোন রকমে এক মুঠো খাবার পেয়ে বেঁচে আছেন, এবং বাগানগুলিকে সেই সাথে রক্ষা করে চলেছেন। তারা কো-অপারেটিভ করে বাঁচছে আর এই শ্রমিকরা থেকে গাছ পাতা তুলে বিক্রী করতে আরম্ভ করল অর্থাৎ যেই গ্রীনলিফ বিক্রীর সময় দেখা দিল তখনই মালিকরা আসতে আরম্ভ করলেন। কেন না এখন পাতা বিক্রীর দাম পাওয়া যাবে, লুট করা যাবে। কাজেই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। ১টা নয় ৫/৭ টা করে মামলা করেছেন শ্রমিকরা হয়রানির চূড়ান্ত হচ্ছে মামলার জন্য দৌড়াতে হয়, আবার বাগান রক্ষা করতে হয়। কাজে কাজেই, স্যার, এই আইনের দ্বারা শ্রমিকদের রক্ষা করা যাবে, আবার বাগানগুলিকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে। সরকার কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাথে যুক্ত হয়ে কি করে বাগান উন্নতি করতে পারবেন সেটা দেখছেন। স্যার, এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই আমাদের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেছেন, ৬/৭টি বাগান

যেগুলি টেক-ওভার করা হচ্ছে, তাতে এখন প্রায় এক হাজারের মত শ্রমিক আছে। ১.৫ এ করে যদি একজন মেনপাওয়ার হয়, তাতে সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমরা তিন হাজার শ্রমিককে সেখানে নিযুক্ত করতে পারি। বাগানে রেগুলার ওয়ার্কার তো আছেই, তার বাইরে প্রতি পরিবারে বেকার রয়ে গেছেন যাদের আমরা নিযুক্ত করতে পারি। কর্মসংস্থান বাড়াতে পারি এই নিয়মের উপর নির্ভর করে। ১৫ লাখের মত গুজ আছে তা আমরা বাড়ায়ে ১ কোটির উপর করতে পারি। তার জন্য আমাদের মেন পাওয়ার বাড়বে, এর ফলে ত্রিপুরার ইকনমি শক্তিশালী হবে। শ্রম দপ্তর থেকে আমরা খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম, বাগানগুলির ভেতরে কি রকম দুর্নীতি আছে তা বের করতে। এতে আমাদের দেড় দুই বছর লেগে গেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের থেকে শেয়ার মালিকদের দিতে হয়, শ্রমিকদের কাছ থেকে শেয়ারের টাকা মালিকদের দিতে হয়। এই সব টাকা আদায় করে নিয়ে কলকাতা চলে গেছে। এখানে খরচ করা হয়নি। শ্রমিকদের যে পেমেণ্ট করা হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। প্রাভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ৬টা বাগানের ১ হাজার শ্রমিকের কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব নেই, একথা মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেছেন। কি সাংঘাতিক অবস্থা।

স্যার, এই আইনের মধ্যে ৬টা বাগানই না, আরও অনেক বাগানকেই আমাদের টেক ওভার করতে হবে। কল্যাণপুর, সরলা এই সমস্ত অনেক বাগানের মালিকই নিখোঁজ হয়ে আছেন। তারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিচ্ছেন, লায়বিলিটিজ নিচ্ছেন অথচ শ্রমিকরা এই চা বাগানের মালিকদের কোন পাত্তা পাচ্ছেন না। এই সম্পদগুলিকে তো আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। রাজ্য সরকার এই বাগানগুলি সম্পর্কেও ব্যবস্থা নেবেন। স্যার, সারা দেশে আরেকটা শিল্প পাট শিল্প, সেই পাট শিল্প সম্পর্কে সারা দেশে শ্রমিক - কৃষকদের মধ্যে থেকে দাবী উঠেছে যে এই শিল্পকে জাতীয়করণ করতে হবে। কিন্তু সরকার জাতীয়করণ করছেন না। স্যার, আমরা অর্ডিনান্স জারী করেছি যে, আমরা টেক ওভার করেছি এবং এই সমস্ত ম্যানেজমেণ্ট আমরা চালাব তার জন্য টাকা চাই। আমাদের এই আইনের পেছন দিকে আছে মিনিমাম রিকোয়ারম্যাণ্ট এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ৩০। ৩৫ লক্ষ টাকা এই মুহুর্তে আমাদের দরকার। কিন্তু এই টাকা দিচ্ছেন না কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ এই সমস্ত রপ্তানি ব্যাবস্থা করার জন্য

প্রতি বছর ১ হাজার কোটি টাকা ভুর্তুকী দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কয়েকটি ব্যাবস্থা নিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে আয় কর কমানো বহু ক্ষেত্রে অন্তঃশুল্ক প্রত্যাহার নতুবা কমানো, বৃহৎ পুঁজিপতিদের শিল্প লাইসেন্স মুক্ত করে দিয়েছেন এম, আর, সি, এফ ব্যাবস্থাতে ২০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত সম্পদ ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে ১০০ কোটি টাকা করেছেন, সম্পদকর ছাড় ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছেন, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যখন ছোট ছোট শিল্পগুলিকে বাঁচাতে চাইছেন যার সঙ্গে অসংখ্য শ্রমিকের কর্মসংস্থান যুক্ত, সেগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নজর নেই। আজকে ছোট ও মাঝারি শিল্প সারা ভারতবর্ষে প্রায় ১ লক্ষর মত অচল হয়ে আছে। তারমধ্যে ২।১ টা বড় শিল্পও পরে যাচ্ছে। ক্রমশঃ রুগ্ন হয়ে এগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার বিগত ৯ বৎসর যাবৎ যে কর্মোদ্যোগ গ্রহন করেছেন আজকে এইটি ইণ্ডাষ্ট্রি টেকিং ওভার হচ্ছে একটা অন্যতম প্রেজেন্টেশান। যার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের চা শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থ জড়িত যারা ত্রিপুরার এই চা বাগানগুলিকে ত্রিপুরার সম্পদে পরিনত করে তুলবে। কাজেই আমি সেই দিক থেকে এই আইনটিকে সমর্থন জানাই। স্যার, এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চা বাগানগুলিকে আরও আধুনিকীকরণের জন্য আরও ব্যাপক প্রচেষ্টা নিতে হবে। ত্রিপুরার চা শিল্পকে বাঁচানোর জন্য সরকারী প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, শ্রমিকরা যে ভূমিকা নিয়েছেন, ত্রিপুরার সমগ্র জনগণকে আরও বেশী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। লড়াই করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকৃত প্রতিকূল পরিবেশের প্রতি সমস্ত অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে। স্যার, সর্বশেষে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের আরও ভাবতে হবে, আরও দেখতে হবে, শুধুমাত্র বাগানগুলিকে টেক ওভার করলেই চলবে না। ইতিমধ্যে কতগুলি কো-অপারেটিভ বাগান হয়েছে, যেগুলির সঙ্গে অসংখ্য শ্রমিক জড়িত। যেমন-লধুয়া ইত্যাদি বাগান। ত্রিপুরা রাজ্যে চা উৎপাদনের মধ্যে আর ব্যাপক শ্রমজীবি অংশের মানুষের কর্ম্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের আরো একটা লড়াই করতে হবে। সেটা হচ্ছে-চায়ের বাজার সৃষ্টি করা। আজকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার চা শিল্পকে দাঁড় করাতে হবে। ত্রিপুরার এই চা বিক্রি করার জন্য আমরা বিগত দেড় বছরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এবং এতে শ্রম দপ্তরকে ভূমিকা নিতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে আমাদেরকে বাজার খুজতে হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত এপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে সমস্ত রেশন দোকানগুলির

মাধ্যমে চা বিক্রি করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এমনকি ভুর্তুকী দিয়েও ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদিত চা বিক্রির ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং এতে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা হচ্ছে -গ্রেডিং এবং প্যাকিং ছিল না বলেই ত্রিপুরার উৎপাদিত চা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টেক্কা দিতে পারত না। সেগুলির ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং ত্রিপুরার ভিতরে এবং বাইরে চা বিক্রির ব্যাপক ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। চা কারখানাগুলিকে আধুনিকীকরন করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রুগ্ন চা শিল্পকে আমরা চাঙ্গা করে আর্থিক সংকট কাটিয়ে এগুলিকে জনস্বার্থের অনুকূলে এনে ত্রিপুরার একটা স্থায়ী সম্পদে পরিণত করতে পারব এই বিশ্বাস আমার আছে। এই বলেই বিলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, 'দি ত্রিপুরা টী কমপেনীজ (টেকিং ওভার অব ম্যানেজমেন্ট অব সার্টেন টী ইউনিটস) বিল, ১৯৮৬ যা এখানে এসেছে আমি এটাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এই বিলে আপাতত ৭টা রুগ্ন চা শিল্পকে টেকিং ওভার করার জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। প্রথমে ৫ বছর তারপরে এক বছর করে দুই বছর। স্যার, ত্রিপুরা চা শ্রমিকদের সঙ্গে আমি যুক্ত হই ১৯৬৯ইং সনে। তখন চা শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা ছিল ৩ ৩৫ টাকা আর আজকে ১৭ বৎসর পর তা বেড়ে হয়েছে ৭ ৩৫ টাকায়। এই সমস্ত চা বাগানগুলি কোনটি ৫০ বছর, ৬০ বছর অথবা ৭০ বছর আগে হয়েছে এবং বাগানের মালিকরা খুব অল্প টাকায় এই সমস্ত বাগানগুলি করেছেন এবং সেগুলি থেকে প্রচুর টাকা মুনাফা করে নিজেদের গাড়ী-বাড়ী করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে এই চা বাগানের শ্রমিক যারা তাদের জীবনের কোন মান নেই। যখন বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় চা শ্রমিকরা আহ্বান দিলেন সারা ত্রিপুরায় ধর্মঘট হবে। ১৭ দিন সাধারণ ধর্মঘট হল। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শচীন সিং। তিনি ঘোষনা দিলেন, এক পয়সাও শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হবেনা। তার আগে ২ পয়সা, ৪ পয়সা করে বাড়ত। আমরা বলেছিলাম, ৪ আনা করে বাড়তে হবে। এককালীন ৪ আনা করে বাড়াতে হবে। পরবর্তী সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের জোরে সেই দাবী আদায় হল।

সেই সময়ে চা বাগানে ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা চা বাগানের শ্রমিকদের ঘর কি হবে, তার স্পেশিফিকেশান আছে, সরকার থেকে গ্র্যান্ট দেওয়া হয়, লোন দেওয়া হয়, সেই ঘর পাওয়া যায়না বর্ষার সময় শ্রমিকদের ঘরে থেকে জলে ভিজতে হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ঔষধের ব্যবস্থা নেই। যে টাকা জমা হয় শ্রমিকদের প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা, কনট্রিবিউশানের যেটা সেই টাকা এবং ম্যানেজমেন্টের টাকা মেরে দিয়ে বসে থাকে। যখন তখন ছাটাই, লক-আউট। স্বাধীন রাষ্ট্রে মানুষের কোন দাম নেই। এই হচ্ছে মূল কথা। সেই সময়ে সেই আন্দোলনের সময়ে আমরা তখন চেয়েছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে বাগানগুলি জাতীয়করণ করতে হবে। তার ঠিক পর ৬ মাস, এক বৎসর পর দৌলতপুর বাগান কৈলাশহরের সবচেয়ে বড় বাগান, সেই বাগানে লক-আউট হল, ৪ মাস লক-আউট চলল। অন্যান্য বাগানের শ্রমিকরা এই বাগানের শ্রমিকদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখল। কৃষকরা শত শত মন ধান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল। সেই বাগানের শ্রমিক গণেশ গোপ তাকে ছাটাই করা হল, ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে দুস্কৃতিকারীরা তাকে খুন করবার চেষ্টা করল, তার বউয়ের কাজ ছাটাই করল, বাগানের বাইরের ২ কানি জমি দখল করেছিল, খাস জমি, সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করল। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই সরকারের যে ঘোষিত নীতি, আমরা কোন মানুষকে না খাইয়ে মরতে দেবনা, আমরা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে সুরক্ষিত করব, আমাদের সাধ্যের মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব, সেই প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে আমরা কটা কোপারেটিভ শ্রমিকদের দ্বারা কোপারেটিভ বাগান সৃষ্টি করি এবং সেই তাচাই বাগানের সেই গনেশ গোপ আজকে বোর্ড অফ টি ট্রাষ্ট্রের মেম্বার। সেই বাগান চালাচ্ছে। বাগান শ্রমিকদের কোনদিন চেতনার মধ্যে ছিল না অনুভূতির মধ্যে ছিলনা যে মালিক ছাড়া বাগান হতে পারে। সেই চেতনা আজকে সেখানে এসেছে। সেই আমলে এবং এখনও কোথাও কোথাও যদি ম্যানেজারের বাংলোতে কোন শ্রমিক যায়, তাহলে সেখানে যদি বসবার জায়গা থাকে তাহলে সেখানে একজন শ্রমিক সেখানে বসে কথা বলতে পারে না ম্যানেজারের সংগে। ত্রিপুরা রাজ্যে ত পঞ্চায়েত আইন ছিল কংগ্রেস আমলে। সেখানে বাগানে কোন পঞ্চায়েত আইন চালু ছিল না। বিশেষ করে রিজার্ভ ফরেষ্ট, আর চা বাগানে ছিল না। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল চা বাগানে শ্রমিকদের জিম্মাদার রয়েছে। বাগানের জিম্মাদার হল মালিক এবং ম্যানেজার। পঞ্চায়েতের ভোট এবং পঞ্চায়েত গঠন করে

অধিকার আসবে কেন? বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা বাগানগুলি পঞ্চায়েতে সম্প্রসারণ করেছি। চা বাগানের শ্রমিক এখন এই বাগানের পঞ্চায়েত প্রধান। আমরা এই যে অ্যাটেমপ্ট নিয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, এইরকম গোটা চারেক বাগানের মধ্যে শ্রমিকে কোপারেটিভ করে আমরা দুর্গাবাড়ী, তাচাই, লুধুয়া, আমরা এই যে, কর্মহীন মানুষ, বৎসরের পর বৎসর মালিকের পাত্তা নেই, সমস্ত টাকা মেরে দিয়ে, ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা মেরে দিয়ে বসে থাকে। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আজ স্বীকৃত কিনা, আমরা স্বীকৃতি দিতে চাই, আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে। আমরা ত দেখেছি পশ্চিমবাংলায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে সমস্ত জুটমিল বন্ধ হয়ে আছে, সেই সমস্ত জুট মালিকদের ২৫৩ কোটি দেওয়া হবে ঘোষনা দিয়েছেন। এটা কার স্বার্থে। শ্রমিকদের স্বার্থের সিনথেটিক ব্যাগ চালু করা হবে। এইট নীতি ঘটিত ব্যাপার। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে ওখানকার চিনিকল এবং শ্রমিকরা যে কাজ করে তাদের প্রফিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা, তাদের আঁখ বিক্রির টাকা সমস্ত চিনিকল মালিকদের কাছে পড়ে আছে। সমস্ত টাকা যখন ভোট আসে সেই কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, এইগুলি শাসক দলের তহবিলে যায়। এই নীতির ভিতরে, এই রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে আমরা আছি। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে টিলা বেশী, যেখানে ধান চাষ করা সম্ভব নয়, যেখানে অফুরন্ত শ্রম সম্পদ রয়েছে সেটা ইউটিলাইজ হচ্ছেনা। এইটা বাগানের মধ্যে স্থায়ী কর্মচারীর চেয়ে অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা বেশী, কাজ নেই। এই পরিস্থিতির মধ্যে শ্রমিকদের চেতনা, তাদের হাতে ম্যানেজমেণ্ট তুলে দেওয়া, কোপারেটিভ তৈরী করে শ্রমিকদের দিয়ে বলব প্রথমে ৮ বৎসর পরে ১ বৎসর ১ বৎসর করে ২ বৎসরের জন্য তোমাদের হাতে তুলে দিলাম, সরকার তোমাদের পেছনে আছে। আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য যে দিক দিয়ে দরকার অর্থাৎ স্ব নির্ভর হওয়ার যে চেতনা সেই চেতনায় আমরা নিয়ে যেতে চাই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমরা এর জন্য টাকা দিয়েছিলাম কিন্তু কোন টাকা আমরা পাইনি। যে বাগানগুলি আমরা নিচ্ছি তাতে এই যে কয়েক বছর গেল সেখানে শ্রমিকরা না খেয়ে থাকত। ১৯৭৯ ৮০ ইংতে দেখেছি চা শ্রমিকদের জীবন, তারা সকালবেলা চাল ভাজা এবং নুন চা এক ঘটি করে খেয়ে কাজে যায়, এই ব্যবস্থা। সেই দিন আমরা দেখেছি দৈনিক চা খাওয়ার অধিকার চা বাগানের শ্রমিকদের ছিল না, চা শ্রমিকদের মা ও বোনেরা লুকিয়ে সেখানে চা বাগান রয়েছে। সেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কড়াইতে ভেজে চা খেতে হয়েছে তাদের, চা

বাগানের শ্রমিকদের এই পরিস্থিতির মধ্যে যখন আমরা বামফ্রন্ট সরকারে এলাম, তখন সরকারে আসার পরে এই সমস্ত ছাঁটাই শ্রমিক যেখানে যেখানে রয়েছে এবং যেখানে বন্ধ বাগান রয়েছে তার মধ্যে যেগুলি সম্ভব আমরা চালু করেছি। আরও কয়েকটা নূতন আমরা কো-অপারেটিভ বাগান করেছি। এখানে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে টেক ওভার করব, আমরা এই কয়েকটা বাগান এবং শ্রমিকদের হাতেই দায়িত্ব দেব। আমাদের সহযোগীতা ও সাহায্য থাকবে এবং আমাদের যদি সঙ্গতি থাকত তাহলে আজকে মালিকদের যে জুলুম তা থেকে রক্ষা করার সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমরা করতাম। আরও টি গার্ডেন রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এবং প্রতি বছরই এই রকম বড় বড় বাগান, কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তাদের নির্ধারিত ওয়েট পাওয়া যায় না, এভাবেইজ করে কম মজুরী পায়। যখনই আমরা বাগানে যাই তখনই বিশেষ করে মেয়েরা বলেন যে, আমরা আমাদের সারা বৎসরের নিম্নতম মজুরীও পাই না। কাজেই আজকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আমরা পুরোপুরিভাবে এই বাগানগুলির জাতীয়করণের সুবিধা আমাদের নাই, আমাদের রাজ্যের মধ্যে, কারণ যেভাবে এই বাগান মালিকদের জমির বন্দোবস্ত দেওয়া রয়েছে সেগুলিযদি একুযার করতে হয় একটা বাগান একয়ার করতে আমাদের কোটি কোটি টাকা লেগে যাবে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ আছে, পশ্চিমবঙ্গে আছে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া তারা ইচ্ছা করলে নিতে পারে কিন্তু আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেভাবে বাগানগুলির জমির বন্দোবস্ত দেওয়া, আছে তাতে আমরা এইভাবে ন্যাশানালাইজ করতে পারি না, আমা- মেনেজমেণ্ট রিকোভার করে এবং আমাদের যে উদ্যোগ, আমি আশা করি গত কয়েক বছর এই কয়েকটা বাগানে যে কয়েকটা বাগান আমরা মেনেজমেণ্ট রিকোভার করেছি তাতে শ্রমিকরা খেতে পেত না। আমাদের শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, যত গাছ আছে সেই গাছ বিক্রি করে খেত তারা সরকার থেকে আমরা গ্যারান্টি করেছিলাম যে, আমরা এস, আর, আই, বি, এন, আর, ই, জি, পি, প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাজ, তার পর ফিসারীর সমস্ত কিছু করে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখব এবং আমরা আইন আনছি সেই আইনের মধ্য দিয়ে তোমাদের যাতে কাজের সংস্থান করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করব, আমরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার দিকে যাচ্ছি, আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে প্রথমত কো-অপারেটিভ চা বাগানগুলির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের

শ্রমিকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে যে পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি তার ভিতর দিয়ে আমরা আশা করি কিছু শ্রমিকের আয় ও রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারব এবং নূতন করে আশার সঞ্চার করতে পারব। অলস যে সম্পদগুলি রয়েছে সেটাকে আগামী দিনে আরও বেশী কাজে লাগিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সম্ভাবনা রয়েছে এই শিল্প গড়ে তোলার, সেই দিক দিয়ে আমাদের আরও সহায়তা হবে এই আশা রেখে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, বাগান অধিগ্রহণের উপর, কিছু দুঃস্থ বাগান অধিগ্রহণের উপর যে বিলটি আনা হয়েছে সেই বিলটির সমর্থনে আর দুই একটা দিক শুধু তুলে ধরতে চাই। প্রথমে একথা নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে, ত্রিপুরার চা বাগান-এর শ্রমিকরা একটা চেলেঞ্জ গ্রহণ করেছেন, দুঃসাহসিক চেলেঞ্জ এবং দুঃসাহসিক এই জন্য, যে বাগান মালিকরা ফেলে দিয়ে যায়, বুঝতে হবে সেই বাগানের ব্যবস্থা কি মুনাফার সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহলেই তারা বাগানকে ফেলে দিয়ে যায়। আমরা যখন বাগান অধিগ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত করি, তার মানে তার ক্ষতিপূরনের সিদ্ধান্ত করি, যখন বাগান শ্রমিকদের এই প্রতিশ্রুতি দেই নি যে, তারা সরকারী চাকুর পেয়ে যাবেন। বরং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাদের সেক্রিফাইস করতে প্রস্তুত থাকতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে, শ্রমের বা ঘামের যে দাম তা তারা পাবেন। আর যারা বাগানকে শোষণ করেছেন সেই মালিক বা কোম্পানী তারা শোষণের জন্য শাস্তি পেতে হবে। আমি একটা কথা বলি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন প্রত্যেক বাগানে প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা খেয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার যদি সরকারের যে অংশ সেই অংশ তারা শ্রমিকদের না দেন এবং শ্রমিকদের যে পাওনা তা যদি শ্রমিকদের না দেন তাহলে তাদের সেই অপরাধের জন্য জেল খাটা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার যদি বাধা না দেন তাহলে আমাদের যেতে হবে সেখানে, যারা শ্রমিকদের প্রফিডেন্ট ফাণ্ডের হিসাব দিতে পারবেন না তাদের আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে, তার জন্য শ্রম দপ্তরকে তৈরী হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জমি, আমাদের ভূমি

আইনে আছে যদি কেউ বাগান করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে জমির সাধারনভাবে যে সর্বউচ্চ সীমা তা মানতে হবেনা, তাকে বেশী রাখার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারের কাছ থেকে তারা যে জমির পেয়েছেন সেই জমি অবস্থাটা কি ? কংগ্রেস আমলে যে জমি দেওয়া হয়েছিল সেই জমির কোন সীমানা ছিল না, সীমানা নির্ধারন করা হয় নি। কতটুকু জমিতে বাগানে চা উৎপাদন-এর কাজে ব্যবহার করছেন সরকারের পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। আমরা তার পরে একটা হিসাব করে সরকারে এসে দেখলাম শতকরা ৫০ ভাগ জমি তারা চা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করেন নি। এমনও দেখলাম যে প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী রেভেনিও মিনিষ্টার সে জমি টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে আগরতলায় লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি সংগ্রহ করলেন, সে জমি চা উৎপাদনের কাজে নিয়ে যাওয়া হল না। বরং তার সেই জমি সরকার গ্রহণ করলেন, একুয়ার করলেন যে জমির দাম ২৫ হাজার টাকা তার জন্য তাকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হল এমন কি এখনও সেই জমি তারা বিক্রি করেছেন, বন্ধক দিচ্ছেন এই কাজ এমনও তারা করছেন। কোন কোন জায়গায় সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে সেই জমির উপর যে সমস্ত গাছপালা ছিল সে সমস্ত কেটে এখনও বিক্রী চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার বাগানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলেছেন যে এক পয়সাও উৎপাদন ভিত্তিক করার জন্য ওরা বাগানে খরচ করছেনা। একটু জল দেবার ব্যবস্থা নাই। বাগান-গুলির কারখানা যে ৭টি বাগান আমরা নিয়েছি তার একটা কারখানাও চালু অবস্থায় নাই যে সেখানে ভাল চা আমরা তৈরী করতে পারি। আমরা দেখেছি এই বাগানকে ২ বছর জীবন্ত রেখে এস আর, ই পি ও এন আর ই পি ইত্যাদির সাহায্যে যে কি কঠিন কাজ এই বাগানের পুরো শ্রমিকদের ২ বেলা খাইয়ে রাখা। তার একটা বিরাট কারণ হচ্ছে, উৎপাদন শেষ কথা নয়, উৎপাদন বিক্রীর জন্য বিক্রয় সংগঠন উৎপাদনকারীদের হাতে নাই, বাজারের দাম উৎপাদনকারীরা নিয়ন্ত্রণ করেনা। কৃষকদের পক্ষে যে কথাটা সত্যি ঠিক আজকে যাদের আমরা বাগানের মালিক করতে যাচ্ছি তাদের পক্ষে আরও বেশী সত্যি। আপনারা জানেন বাজারটা ভারতবর্ষেও নিয়ন্ত্রিত হয়না। ভারতের মধ্যে কলকাতা বাজারে আমাদের চায়ের দাম সর্ব নিম্ন। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এখানে ছোট একটা বাজার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা করা যায় কিনা, কিন্তু সে অনুমতি আমরা এখনও পাইনি। কাজেই আমাদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হতে হবে যে বাজার বাহির থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের উপর। কাজেই যে চা তৈরী হচ্ছে তাতে আমরা চেষ্টা করছি সে চা বিক্রীর জন্য

বিভিন্ন সংস্থাকে এমনকি পশ্চিমবাংলা সরকারকে অনুরোধ করেছি কিন্তু আমরা এখনও নিশ্চিত নই যে সে সুযোগ আমরা পাব, ন্যায্য দর আমরা পাব। আমাদের চা খুব উন্নত মানের নয়, তবে যে চা বাজারে ৪০ টাকা বিক্রী হচ্ছে সে চা আমরা ১০ টাকায় বিক্রী করছি। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলেছেন যে চা ব্লেণ্ডিং দরকার। চা ব্লেণ্ডিং মানে খারাপ চা ভাল চা মিশিয়ে ধরুন ১ কে. জি ব্রোকবণ্ড বা লিপটন চায়ের সঙ্গে ৯ কে জি ত্রিপুরার চা যদি মিশান যায় তাহলে ত্রিপুরার চা এখন যা দাম পাচ্ছে তার চাইতে ভাল দাম পেতে পারে। কিন্তু ব্লেণ্ডিং এমন একটা ট্যাকনিকেল ব্যাপার যে যার ওস্তাদ আমাদের এখানে নাই, আমরা চেষ্টা করেছি বাহিরে থেকে আনার। আমরা এরকম একজন ব্লেণ্ডার টি-বোর্ড থেকে চেয়েছি কিন্তু আজকে পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। এই চেষ্টা আমরা গত ৪/৫ বছর যাবৎ করছি কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। আজকে উন্নত ধরণের ফেকটরি হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখনও পর্য্যন্ত গড়ে তুলতে পারিনি। যদিও কিছু অর্থের সঙ্গতি আমরা পেয়েছি তাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ২টা ফেকটরি সদরের ২টা এলাকাতে আমরা করব, যেখানে এই ফেকটরিতে বিভিন্ন এলাকা থেকে চা সংগ্রহ করে এনে আমরা উন্নত ধরণের চা তৈরী করতে পারব। ইতিমধ্যে কালাছড়া ও ফটিকছড়ার যে ফেকটরি গুলি আমাদের হাতে আছে সেই ফেকটরি ২টি মেরামত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। পশ্চিমবঙ্গের একটা গভার্ণমেন্ট আণ্ডার টেকিং কোম্পানি (ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি) আমামাদের সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই যে বাগানের অবস্থা, ঘর পর্য্যন্ত নাই, গো-ডাউন নাই, শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থা খুব খারাপ এসব কাজে আমাদের অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে এবং সে অর্থ সংগ্রহের আমরা চেষ্টা করেছি। যেখানে আলাদাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হবে সেখানে এস. আর. ই. পি, ও এন. আর. ই পি প্রকল্প কাজে লাগিয়ে এই কাজ আমরা শুরু করতে চাই। ৫০ লক্ষ টাকার যে অতিরিক্ত বরাদ্দ আমরা পাশ করলাম তা যথেষ্ট নয় তবুও এই কাজ আমরা আরম্ভ করব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এস. আর, ই. পি, ও এন. আর, ই, পির, মাধ্যমে চা বাগানের শ্রমিকরা বড় বড় পুকুর করেছে, লেইক খনন করেছে, এসব কাজের উদ্যোগ সত্যিই প্রসশনীয়। তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বাগানের মধ্যে শ্রমিকদের রেশন কনসেসন দেওয়া হয়। শ্রমিকদের লেবার লেজিসলেশন বা শ্রম আইন অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় আগে এগুলি অধিকাংশ সময়ে শ্রমিকরা পেত না। লিভ বুক সব জায়গায় মালিকরা

রাখত না। শ্রমিকদের আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে শ্রম আইন বা ত্রিদলীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী যে সমস্ত ব্যবস্থা অন্যান্য বাগানে রয়েছে আমাদের শ্রমিকরা সে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবেন। কর্পোরেশন কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান নয়, তাদের অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ-সুবিধা আছে, তারা নিশ্চয়ই এই বাগানের উন্নতির জন্য ব্যবহার করবেন। তাছাড়া এখানে আপনারা জানেন, সমবায় পদ্ধতিতে যেসমস্ত বাগান রয়েছে তার আর্থিক সংস্থান নেই বলে কয়েকটি সমবায় সংগঠন খুব অসুবিধায় আছে, তাই সেসমস্ত সংগঠনের আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানোর জন্য আমাদের সরকার সচেষ্ট রয়েছে। সেই বাগানগুলি যাতে প্রাইভেট বাগানগুলির সাথে চ্যালেঞ্জ করে অগ্রসর হতে পারে তারজন্য আমরা তাদের সাহায্য করব। মূল কথা হচ্ছে, বাগান পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন যে বাগানগুলি হাতে নিয়েছে সেগুলিতে যদি সমবায় সমিতি থাকে তাহলে সে সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা বাগানগুলি পরিচালনা করতে চান। এখন সব বাগানে সমবায় সমিতি নাই কাজেই যেখানে নাই সেখানে সমবায় সমিতি গঠন করে তার হাতে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব কর্পোরেশন দিতে চান। এভাবে শ্রমিকরা অনুভব করতে পারবে যে, যে তারা এই বাগানের মালিক। আপনারা জানেন যে, এই শ্রমিকরা তারা ত্রিপুরার বাইরে থেকে এসেছেন। বলা যায় তারা ভাসতে ভাসতে এসেছেন। তাদের কোন বাড়ি নেই, ঘর নেই, চাল নেই, নিজস্ব জমি নেই। এখন তারা বাগানের অন্তর্ভুক্ত জমিতে চাষবাস করছেন, এইটা আইনগতভাবে স্বীকৃত। সেই ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের এখানে বসবাস করবার স্থায়ী অধিকার এবং শ্রম আইন অনুযায়ী যে-সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করতে পারেন তাদের ছাঁটাই, ইত্যাদি বন্ধ করা, তাদের বদলী বন্ধ করা, এই সমস্ত দাবীর জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে যে অধিকার অর্জন করেছেন, সে-সমস্ত ত্রিপুরার চা শ্রমিকদের আদর্শ হয়ে থাকবে এবং উৎসাহিত করবে। এই কথা বলে আমি এই বিলটিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, আপনার রাইট অব রিপ্লাই আছে, আপনি বলবেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ না স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ " The Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain

Tea Units) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 9 of 1986). বিবেচনা করা হোক।"

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা 'হ্যাঁ' বলবেন,

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়) ।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ১৫ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ করা হউক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা 'হ্যাঁ' বলবেন।

প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) ।

অধ্যক্ষ মহাশয় : আমি এখন বিলের অনুসূচী দু'টি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচী দুটি (সিডিউল) এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) ।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো : 'বিলের এই শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।' যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হ্যাঁ বলবেন।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : —

"The Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain Tea Units) Bill, 1986 (Tripura Bill No 9 of 1986) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain Tea Units) Bill, 1986 (Tripura Bill No 9 of 1986) পাশ করা হোক।

অধ্যক্ষ মহাশয় : -এখন সভারসামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

The Tripura Tea Companies (Taking Over of Management of Certain Tea Units) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 9 of 1986) পাশ করা হউক।"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

GOVERNMENT BILLS
Referred to the Select Committee

অধ্যক্ষ মহোদয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"Tripura Inland Fisheries Bill, 1986 (Tripura Bill No 11 of 1986).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

The "Tripura Inland Fisheries Bill, 1986 (Tripura Bill No. 11 of 1986). "বিবেচনা করা হউক।"

অধ্যক্ষ মহোদয় :— এই বিলের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহাশয়।

প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো : -

"That the Tripura Inland Fisheries Bil 1986 (Tripura Bill No 11 of 1986 which was introduced in the House on 22.12.86 be reffered to the Select Committee of the House Consisting of the following Members :—

1.	Shri Badal Choudhury, Minister-in-charge, of the Bill	Chairman,
2.	Shri Sudhir Ranjan Majumder,	Member.
3.	Shri Shyama Charan Tripura	,,
4.	Shri Rudreswar Das.	,,
5.	Shri Nakul Das.	,,
6.	Shri Bidhu Bhusan Malakar.	,,

7. Shri Len Prasad Malsai	Members
8. Shri Gopal Ch. Das,	,,
9. Shri Kashriram Reang,	,,
10. Shri Keshab Majumder,	,,
11. Shri Matilal Sarkar,	,,

মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহাশয়কে তাঁর এমেণ্ডমেন্ট মোশানটি মুভ করতে অনুরোধ করছি ।

Shri Manik Sarkar :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the Tripura Inland Fisheries Bill, 1986 (Tripura Bill No. 11 of 1986) which was introduced in the House on 22,12,86 be referred to the Select Committee of the House consisting of the following Members :—

1. Shri Badhal Choudhury, Minister-in-charge, of the Bill.	Chairman
2. Shri Sudhir Ranjan Majumder,	Member
3. Shri Shyama Charan Tripura	,,
4 Shri Rudreswar Das.	,,
5. Shri Nakul Das,	,,
6. Shri Bidhu Bhusan Malakar,	,,
7. Shri Len Prasad Malsai	,,
8. Shri Gopal Ch. Das.	,,
9. Shri Kashiram Reang,	,,
10. Keshab Majumder,	,,
11. Shri Matilal Sarkar,	,,

Shri Badal Choudhury, Minisrer-in-charge, of the Bill will be elected as Chairman of the Select Committee.

মিঃ স্পীকার ঃ - এইবার আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি । আমার কাছে মাত্র এক ঘন্টা তিন মিনিট সময় আছে । সুতরাং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন ।

আমি মাননীয় মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি ।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে, বিলটি এখানে আনা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে যারা মাছ চাযের সঙ্গে যুক্ত তাদের বাস্তব সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিলটি আনা হয়েছে। আমরা দেখেছি, দেশ স্বাধীন হবার ৪০ বছর পরেও যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগিয়ে তুলতেই এই বিলটি আনা হযেছে। স্বাধীনতার পরে সরকার ঘোষনা করেছিলেন লাঙ্গলের যারা মালিক তারাই হবেন জমির মালিক, আর জালের যাবা মালিক তাবাই হবেন জলাশয়ের মালিক। কিন্তু স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও আমরা দেখছি যারা লাঙ্গলের মালিক তারা ক্রমশঃ জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমবা দেখেছি ১৯৮০ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা ৫৮ জন। আজকে সেখানে ভূমিহীনের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৭০ জন। তেমনি আমরা দেখছি যারা মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত, দেশের রাজ্যের মধ্যে যাবা পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ তাবা তপশিলী সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ বছরের পর বছর তারা এইখানে রযেছেন। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যাবা রয়েছেন তারা অধুনা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, এবং দেশ বিভাজনের শিকার তারা হযেছে। তারা মৎস্য চাষের সঙ্গে অধিক যুক্ত এবং এই কাজে তাদের অধিক অধিকার রয়েছে। সেই জন্য আমাদের রাজ্যের মধ্যে যতটুকু জলাশয় আছে তার উপর যাতে তারা আরো কিছু অধিকাব পেতে পারেন সেই জন্যই এই বিলটি আনা হয়েছে এবং করে মৎস্য চাযের আরো অগ্রগতি হবে এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ তাবা আরো অধিক লাভবান হবেন।

আমাদের এই রাজ্যের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে শুরুর দিকে এখানে লোকসংখ্যা ছিল কম এব তখন মাছের চাহিদা ছিল কম। আজকে সেখানে এই জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িযেছে ২২ লক্ষতে। আমরা হিসাব করে দেখেছি আমাদের মাছের চাহিদা ১৭ কি সাড়ে ১৭ হাজার হাজার মেট্রিক টন হবে। এবং এখন পর্যান্ত আমরা ১১ হাজার মেট্রিক টন মাছের লক্ষ্য মাত্রায় আমরা ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে পেঁছুতে পেরেছি। সমস্ত দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে যেটা আমাদের রাজ্যে যে বাস্তব অবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধি, বণ্টন ব্যবস্থা ও উন্নত চাষের মৎস্য, বীজ বিক্রয়ের সমস্যা, চোরাপথে মাছ ধরা এবং পাচার হয়ে যাওয়া, মৎস্য নষ্ট করার প্রবনতা ইত্যাদি রয়েছে এবং সেখানে পঁচা মাছ বিক্রি এইগুলি আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে যেহেতু এখানে আইনের দিক দিযে নির্দিষ্ট কোন সুযোগ ছিল না। এখানে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরে এই দিকটার উপর কোন আইন তৈরী হয় নি। ১৮৯৭ সালে যখন বৃটিশ ছিল তখন তাবা একটা ফিসারী অ্যাক্ট তৈরী করেছিল। কিন্তু যারা এই কাজের

সঙ্গে যুক্ত তাদের কথা তখনও চিন্তা করা হয় নি। স্বাধীনতার পরেও যাঁরা ছিলেন তাঁরাও তাদের কথা চিন্তা করেন নি। ত্রিপুরার মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা এই দিকটাতে গুরুত্ব দিয়েছি। তাদের জন্য যতটুকু সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা আমরা এই বিলের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি। আমাদের রাজ্যে যতটুকু জলাশয় আছে সেগুলি অনেক দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে, ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ে বিরোধ লেগে থাকে বছরের পর বছর। অথচ মাছের চাষ হচ্ছে না। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগে আমরা এখানে একটা আইন পাশ করলাম। যেখানে আমরা দেখেছি চা বাগানগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এবং সেগুলিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ছিল না। আজকে সেই আইনটা আমরা তৈরী করেছি। তেমনি অনেক জলাশয় পড়ে থাকত। আমাদের রাজ্যে আমরা দেখেছি প্রায় ২০ হাজারের উপর মৎস্যজীবি মানুষ আছে যারা মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল। তাদের এই সমস্ত কাজের সংগে নিযুক্ত করে সেই কাজকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ ছিল না। এটা যাতে করা যেতে পারে সেই ব্যবস্থা বিলের মধ্যে রয়েছে।

বন্টন ব্যবস্থা অন্যতম একটা প্রধান সমস্যা। এবং যা কিছু আইন ছিল তার মধ্যেও যথেষ্ট ফাঁক ছিল। বন্টন ব্যবস্থা যেটা ভেঙে পড়েছিল তার মধ্যে মূল কারণগুলি হচ্ছে কিছু মৎস্য ব্যবসায়ী পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তাদের মোটা মুনাফার জন্য মাছের চালান এবং অবশিষ্ট মাছ অগ্নিমূল্যে ক্রেতা সাধারণকে ক্রয় করতে বাধ্য করে এবং সরকারী বন্টন ব্যবস্থায় বাধা দান করে. এই সমস্ত করে তারা এই বাজারটাকে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকার ভোগ করে এসেছে। এই বিলের মধ্যে ১২/১০ ১৪ সেকশনের মধ্যে কিভাবে এগুলি কার্যকরী রূপ নেবে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উন্নতমানের মৎস্যচারা যাতে ঠিক ঠিকভাবে বিক্রি করা যায় এবং যারা এই বীজ উৎপাদন করেন তারাও যাতে উৎসাহিত হতে পারেন সেই সমস্ত কথা চিন্তা করে আমরা এই বিলের মধ্যে একটা প্রভিশন রেখেছি। আমরা প্রভিশন রেখেছি বিশেষ করে মৎস্যবীজ বিক্রির পরিমাপ যন্ত্রের। একটা বাটি করে বলে দিচ্ছে আমরা এত হাজার মাছের চারা দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে সঠিক ভাবে নিরূপন করা, তার জন্য যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা থাকার কথা আমাদের কাছে সেই ধরণের বিধি-ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য এই বিলের ৯ নং ধারার মধ্যে সেটা রেখেছি।

আগরতলা বাজারে যেটা সবচেয়ে বেশী আলোচিত ব্যাপার যে ডুম্বুর জলাশয় থেকে যে সমস্ত মাছ ধরা হবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেগুলি সেখান থেকে এপেক্স ফিসারীর

মাধ্যমে এনে যাতে সস্তা এবং কম দামে আগরতলার বাজারে পেতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা করছি। গত কয়েক বছর আমরা দেখেছি, আমরা ফিসারী, যারা এখানে মাছ বিক্রি করার কথা তারা মাছ পান না অথচ চোরা পথে ডুম্বুরের মাছ বিক্রি হয়ে আগরতলায় আসে। তারা আমাদের ব্যবস্থাপনাকে ঠিক করে দিচ্ছি এই ব্যবসায়ীরা। অথচ আমরা কোন ব্যবস্থা নিতে পারছি না। ফিসারী ডিপার্টমেন্টের আইনগত কোন ক্ষমতা নেই। ডুম্বুর এমন একটা জলাশয় যেখানে ন্যাচারেল ব্রিডিং হয়। আমাদের দপ্তর থেকে দুই মাস ডিম ছাড়ার সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখি। কিন্তু আমরা বন্ধ রাখলে কি হবে, আমরা দেখেছি কিছু ব্যবসায়ী অনবরত মাছ ধরে এবং সেখানে মাছ ধরলে পরেও আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি না। আমাদের দপ্তরের কিছু ফার্ম আছে। আমরা মাছের পোনা তৈরী করি। সেখান থেকে যদি মাছ চুরি হয়ে যায়, সেখানে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় না কিছু আইনগত বিধি ব্যবস্থা না থাকার দরুণ। সেদিক থেকে সুযোগ ছিল না বলে আমাদের প্রায়ই অসুবিধা হচ্ছিল এবং যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেজন্য এই বিলে ৩, ৪/৫ ৬/৭ নাম্বার সেকশান রাখা হয়েছে যাতে এই সমস্ত কাজ সম্পার্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান রাজ্যে ছিন্নমূল মৎস্যজীবি যারা আছে বা উপজাতি যারা আছে তাদের কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমরা মৎস্য উৎপাদন এইরকম কাজকর্মের সঙ্গে তাদের যুক্ত করছি। আমরা সেখানে প্রায় ১২৪টা মৎস্যজীবি কো-অপারেটিভে করেছি যার সদস্য সংখ্যা ১০ হাজারের উপর। কিন্তু তার পরেও দেখি কিছু কিছু মৎস্যচাষী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, অথচ কো-অপারেটিভ করা যায় না বা বিশেষ করে এই অংশের মানুষের মধ্যে লেখাপড়া জানা যুবকদেরও যাতে এই ধরণের কাজের সংগে যুক্ত করা যায় সেজন্য কো-অপারেটিভ তো থাকবেই, তাছাড়া ছোট ছোট গ্রুপ করে বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে আমরা যাতে কর্ম্মসূচী রূপায়িত করতে পারি, এই ধরণের ছোট ছোট গ্রুপ করে সাহায্যের প্রভিশন বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। আমরা যাতে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপান্তরিত করতে পারি তার জন্য ফিসারম্যানদের জন্য প্রভিশন এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। তেমনি রাখা হয়েছে যে সমস্ত পচা মাছ বাজারে বিক্রী হত বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেগুলি স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক সেই পচা মাছ বিক্রী রোধ করার জন্য আগে এই রকম কোন আইন ছিল না এখন এই বিলের মধ্য দিয়ে পচা মাছ বাজারে বিক্রী বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এবং এটা বলার

অপেক্ষা রাখে না বামফ্রন্ট ৯ বছর সরকার চালাবার পর মৎস্যজীবিদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলি ছিল সেগুলি যাতে দূর করা যায় তার সুযোগ এই বিলে মধ্যে রাখা হয়েছে। আমরা এতদিন বিভিন্ন ফিসারম্যান কো-আরেটিভ-এর মাধ্যমে তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার একটা উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরছি। আগে এই সব সোসাইটিগুলি মাধ্যমে মাছের চাষের এরিয়া ১৯৭৭-৭৮ পর্য্যন্ত পর্যান্ত ছিল বার হাজার ৪৬ হেক্টার আর আজকে ১৯৮৫-৮৬ সালে হয়েছে ১৬,৫৭৯ হেক্টার। আর মাছের প্রডাকশান ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল ৫,২০০ মেট্রিক টন আর ১৯৮৫-৮৬ সালে আমরা পৌঁছেছি ১১ হাজার মেট্রিক টন। মাছের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল ১০ লক্ষ ২০ হাজার আর ১৯৮৫-৮৬ সালে হয়েছে ৯৩ লক্ষ ৪০ হাজার। মিনি ব্যারেজ ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল আর আজকে ১৯৮৫-৮৬ সালে মিনি ব্যারেজ করে আমরা জলাশয় করেছি ১৬ হাজার ৩৮ হেক্টার। এইসব জলাশয় থেকে বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। আমরা ৩টি এফ. এফ. ডি'র মাধ্যমে জলাশয় তৈরী করার ফলে যেখানে ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল ৩৪ হেক্টার আজকে সেটা দাঁড়িয়েছে ১৯৮৫-৮৬ সালে ১,৯০৫ হেক্টার। বেনিফিসারীজ ১৯৭৭-৭৮ সালে ৯৯ জন আর আজকে ১৯৮৫ ৮৬ সালে হয়েছে ৯০,০৫০ জন। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্য্যন্ত ব্যাংক-এর মাধ্যমে এইসব মৎস্য জীবিদের ফিনান করা হয়েছিল ৬১ হাজার টাকা আর ১৯৮৫-৮৬ সালে সেটা হয়েছে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। স্যার, আমরা এইসব ফিসারম্যানদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কীম করেছি— শ্রী মহাত্মা গান্ধী মারা যাওয়ার পর ফিশারম্যানদের উন্নয়নের জন্য ইন্দিরা গান্ধী ওয়েল-ফেয়ার স্কীম নামে একটা স্কীম তৈরী করা হয়েছিল। এবং সেই ব্যাপারে প্রথম কথা ৭০ পার্সেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে এবং ৩০ পার্সেন্ট রাজ্য সরকার বহন করবে। তারপর বলা হল যে, না কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ পার্সেন্ট এবং রাজ্য সরকারকে ৫০ পার্সেন্ট বহন করতে হবে। আমরা তাতেই রাজী হলাম। কিন্তু তার দুই বছর হতে চলল অনেক চিঠি - পত্র লিখা হল কিন্তু কোন জবাব আর আসছে না। কাজেই আজকে এই বিলের মাধ্যমে আমরা এই কথা বলতে পারি যে, মানুষের সামনে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম দেরীতে হলেও এই রাজ্যের যারা মৎস্যজীবি, যারা বিভিন্ন ভাবে নেগলেটেড হয়েছে তাদের জীবিকার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বিলের মধ্য দিয়ে তাদের সেই দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্খাকে সঠিকভাবে যাতে রূপায়িত হয় তার জন্য এই বিলের মধ্য

দিয়ে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। আজ এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এটা বাস্তব সম্মত হয়েছে। তিনি প্রস্তাব রেখেছেন যে, এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা করে যাতে মৎস্যজীবিদের আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ -আমাদের আরও ৪টি নাম আছে কাজেই আমি ৯/১০ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারব না। মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, মৎস্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে "The Tripura Inland Fisheries Bill, 1986" নামে যে বিলটি এনেছেন এটাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং যেহেতু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেজন্য এই বিলটি বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে সেজন্য আমাদের মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার জন্য যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন এটাকে সমর্থন জানিয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ফিসারী সংক্রান্ত কাজ-কর্ম ১৮৯৭ সালে বৃটিশ আমলে যে ইনল্যাণ্ড ফিসারাস বিল ছিল তার দ্বারাই পরিচালিত। যে ইংরেজ ভারতবর্ষের কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি, তাদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য আইন কানুন তৈরী করেছিলেন তাদের লুণ্ঠন এবং শোষনের স্বার্থে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হয়ে যাচ্ছে অথচ এবমধ্যে কোন আইন এই পেছনে পড়া জাতি গোষ্ঠীর মানুষের জন্য— মৎস্যজীবি যারা, যাদের মাছ ধরার উপর নির্ভর করে জীবন জীবিকা চলছে তাদের জন্য কংগ্রেস সরকার থেকে কিছুই করা হয় নি। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্য্যন্ত কিছুই করেন নি। যদিও বিভিন্ন সময়ে তাঁরা ভারতবর্ষের কল্যাণ-কামী রাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য, সবুজ বিপ্লব, জও জওয়ান, জয় কিষাণ প্রভৃতি মুখরোচক শ্লোগান দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে মোহগ্রস্ত করার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা দেখেছি, এক সময়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র বাবু বলেছেন, জাল যার জল তার। শচীন বাবু সুখময় বাবু সাধারণ মানুষদের শোষণ করে গেছেন। গোলবাজারে মনমোহন দাস, প্রফুল্ল দাস তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মৎস্য জলাশয়গুলিকে কুক্ষিগত করেছেন। সমস্ত জলাশয়

তাঁরা তাঁদের নামে বে-নামীতে রেখে দিয়েছিলেন। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারেনি। আমরা দেখেছি, যারা গরীব অংশের মানুষ, যারা একমাত্র মাছ ধরার উপর তাদের জীবিকা নির্ভর করত, যারা এত বেশী পরিশ্রম করত পৌষ এবং মাঘ মাসের শীতের রাত্রে তারা জলে নেমে মাছ ধরে হাটে বাজারে এনে বিক্রী করত। কিন্তু তা করেও তারা সুস্থ ভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারেন নি। ১৯৪৩-৪৪ সালে মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের পারে হাজার হাজার মৎস্যজীবি অনাহারে মারা গিয়েছে। তাদের জন্য বৃটিশ আমল থেকে যে আইন ছিল সেই আইনে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কার্যকরী হয়নি। কংগ্রেস আমলেও হযনি। আমার পরিষ্কার মনে আছে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট-ময়মনসিংয়ের বিলের পারে যারা বাস করত, তাদের মাছ ধরার কোন অধিকার ছিল না। ৩/৪ বছর পর পর সেই সব বিল থেকে বিরাট বিরাট সব মাছ ধরা হত। যারা কায়েমী স্বার্থের লোক তারা এই বিলের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, বড়লোক হয়েছেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামাচরণ বাবু যিনি এখন কাছারে আছেন তিনি সেখানে বেড়া দিয়ে বিল দখল করে রেখে দিয়েছেন। সেখানে সাধারণ মানুষ মাছ ধরতে পারে না। কাজেই সাধারণ মানুষের স্বার্থে দেরীতে হলেও বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে কো-অপারেটিভ করে জলাশয়গুলি কো-অপারেটিভের হাতে তুলে দিয়ে গরীব মৎসজীবিদের রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাও কার্য্যকরী হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, ডম্বুর জলাশয়-এর মাছ প্যাকস ও ল্যাম্পসের মাধ্যমে আগরতলা কো-অপারেটিভে আসার কথা। কিন্তু গণ্ডাছড়া ও আম্বাসা দিয়ে আসামের করিমগঞ্জ, শিলচরে চলে যাচ্ছে। এমন কি পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে চলে যাচ্ছে, পুলিশ কিছু করতে পারছে না। এই মাছ যারা ডম্বুর জলাশয়ে ধরে তাদের মাছ কো-অপারেটিভের কাছে বিক্রী করার কথা। কিন্তু তা তারা করছেন না। এই ডম্বুর জলাশয়ে একশ্রেণীর লোক টি, এন, ভি এর সাথে সমঝোতা করে মাছ ধরছেন এবং বাইরে পাচার করছেন। অন্যরা গভীরে প্রবেশ করতে পারছে না। আমার ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি নদী আছে তা মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার জানা আছে। আমার কমলপুরে ধলাই নদীতে নাকি এক সময় প্রচুর জল ছিল এবং ব্যবসায়ীরা এক হাট থেকে অন্য হাটে এই নদী পার হয়ে যেতেন। এখন বর্ষাকালেও কাপড় না ভিজিয়ে নদী পার হওয়া যায়। এখানে পাহাড় থেকে যাও অল্প কিছু মাছ নেমে আসে তাও একশ্রেণীর

লোকেরা বিশ মিশিয়ে ধরে নিচ্ছে। সাধারণ মৎস্যজীবির ধরার কোন উপায় নেই। কাজেই মাননীয় বিধায়ক মানিক সরকার এখানে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কৃষি তথা মৎস্য মন্ত্রী এখানে যে বিল এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি। এটা সত্যি অভিনন্দন যোগ্য। এই মাছ আমাদের বাঙালী সমাজের বিশেষ করে জাতি উপজাতি মানুষের খুবই প্রিয় মাছ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে পুষ্টি দরকার তার শতকরা ৮০ ভাগ এই মাছের দ্বারা পূরণ হয়। কাজেই আজকে মাছ সম্পর্কে যে প্রশ্ন, আজকে মৎস্য আমদানী এবং রপ্তানী ও তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে আশা করে।

স্যার, মৎস্য উৎপাদনকারী এবং ভোক্তাদের মধ্যে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য একটা নিয়ম করার দরকার আছে। স্যার ডম্বুর জলাশয়ে আজকে বিরাট একটা অরাজকতা চলছে। যে যেভাবে পারে সেইভাবে মাছ ধরছে। সরকার এটাকে রক্ষনাবেক্ষন করার জন্য যদি আরও কঠোর না হন তাহলে কোন দিনই এই জলাশয়ের মাছ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় পৌছে দেওয়া যাবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, মাছের চাবা যখন উৎপাদন হবে, তখনও সেখান থেকে দুস্কৃতকারীরা রাতের অন্ধকারে সেই ডিম ভর্তি মাছ বিভিন্ন জায়গায় পাচার করে। তার জন্য বিশেষ করে দরকার কঠোর পাহাড়া। স্যার, আরও একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরার বাইরে থেকে যে সমস্ত মাছের চারা আমদানী করা হয়, তাতে আমাদের মৎস্য চাষীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ ঐ সমস্ত মাছের চারা আমদানী করা হয় প্যাকেট করে। অনেক সময় দেখা যায় প্যাকেট কোন মাছের চারাই জীবিত থাকে না, মরে যায়। কারন, তার একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকে যে এত ঘণ্টা বা এত দিনের মধ্যে এটাকে পুকুরে ছাড়তে হবে, কিন্তু ঐটা অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যদি এই মাছের চারা উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে এই গরীব মৎস্য চাষীদের রেহাই দেওয়া যায়। স্যার, আমি যখন ত্রিপুরাতে আসি তখন শচীনবাবুকে বললাম—'শচীনবাবু যারা মৎস্যজীবি তাদের একমাত্র জীবিকা হচ্ছে মাছ বিক্রি করা। সুতরাং তাদের সম্পর্কে আপনি একটু ভেবে দেখুন।" তিনি আমাকে পরিস্কার বললেন—মশাই বাংলাদেশ থেকে কত মাছ আসছে, কত খাবেন। উনারা এই মৎস্য চাষ সম্পর্কে কোন গুরুত্বই দিতেন না। এই রাজ্যের যে মৎস্য চাষ সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেটা

সম্পর্কে উনারা কোন চিন্তাই করতেন না। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর মৎস্য এই রাজ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ না করলেও যত জলাশয় আছে তাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা অনুপাতে যতখানি মাছের প্রয়োজন, মোটামুটি ভাবে তার অভাব এই সরকার পূরণ করতে পেরেছেন এবং বাকীটাও আমাদের করতে হবে। ৭৮ ইং সালে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর গ্রামে যত ডোবা ও ছোটখাট পুকুর আছে যেগুলিতে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ডোবা বা পুকুরের মালিকরা কিছু কিছু মাছ উৎপাদন করেছে। এ ব্যবস্থা আগে ছিল না। যদি থাকত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের নূয উদ্যোগ সে উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং এই ব্যাপারে আজকে হাউসে যে বিল এসেছে সেটাকে আরও সুন্দর ভাবে তৈরী করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই বিলটাকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে রূপ দেওয়া যায় এবং কার্যকরী করা যায় তাহলে আমার মনে হয় আগামী দিনে মাছের অভাব হবে না। আগে ধানের জমিগুলিতে যে জল থাকত তাতে কিছু কিছু ছোট মাছ উৎপাদন হত. কিন্তু এখন আর এগুলি হচ্ছে না। কারণ, ধানের উৎপাদন বাড়াবার জন্য এবং বিভিন্ন পোকা-মাকড় থেকে ধান রক্ষা করবার জন্য নানা ধরনের ক্যামিক্যালস প্রয়োগ করতে হয়, যার ফলে এই সমস্ত জমিতে আর মাছের উৎপাদন হয় না। এতেও আমাদের মাছের অভাব কিছুটা বেড়েছে। সুতরাং, আমাদের সবাইকে আজকে ভাবতে হবে আগামী দিনে কি করে মাছের উৎপ্যাদন বাড়ানো যায় এবং যাতে সবাইকে যারা মাছ খান তাদেরকে কিছু মাছের যোগান দেওয়া যায়। সেটা কো-অপারেটিভের মাধ্যমেই হোক, সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোন ব্যবস্থাতেই হোক। আজকে মৎস্য চাষ সম্পর্কিত বিলটি মাননীয় মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হাউসে উপস্থাপন করেছেন, সেটার মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি আছে সেটাকে দূর করে আরও সুন্দর ভাবে রূপ দেওয়ার জন্য আমি বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরন করার জন্য অভিমত প্রকাশ করছি এবং বিলটিকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নকুল দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মৎস্য চাষ এবং মৎস্য জীবিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আজকে মাননীয় মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে বিল হাউসে উপস্থাপন

করেছেন সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং রাজ্যের মৎস্য জীবিদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নূতন পদক্ষেপ এবং ঐতিহাসিক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু বিলটি নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করতে চাই না, মোটামুটি ভাবে আলোকপাত করতে চাই। বিগত কয়েক বৎসরে আমাদের এই রাজ্য প্রচুর পরিমান জলাশয় তৈরী হয়েছে মৎস্য উৎপাদনের জন্য এবং বিশেষ করে বানিজ্যিক ব্যাংকগুলির মাধ্যমে সরকারী জলাশয়, ডম্বুর রিজার্ভার, খাস জলাশয় সবটা মিলিয়ে ওয়াটার এরিয়া হচ্ছে প্রায় ১০ হাজার হেক্টরের বেশী। আবার অন্যদিকে বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের প্রতিটা সাব-ডিভিশন, প্রতিটা ব্লকে যে পরিমাণ পুকুর খনন করা হয়েছে, যে সমস্ত জলাশয় আছে তা যদি সত্যিকারের চাষের আওতায় আনা যায় তাহলে আমাদের রাজ্যে যে ১১ হাজার মেট্রিক টন মাছের দরকার বর্তমানে ফিশারী দপ্তর আমাদের মাছের চাহিদা মেটাতে পারি। এখানে আমাদের বড় সমস্যা কোথায়? বড় সমস্যা হচ্ছে আজকেও সামগ্রিক যে ইনফ্রাষ্ট্রাকচার যাকে বলা হয় সেই ইনফ্রাষ্ট্রাকচার গড়ে উঠেনি। আজকে দেখেছি আমাদের ধারনা হয়েছে ফিশারী দপ্তর আমাদের মাছ দেবে, এই ধারনা ঠিক নয়। এগ্রিকালচার আমাদের চাল দেবে এইটা ঠিক নয়। এই ধারনটা ভুল। ফিশারী দপ্তর আমাদের টেকনিক্যাল যে জিনিষটা আছে সেটাকে গ্যারান্টেড করবে। সেটাকে তারা সাহায্য করবে। গ্রামে গ্রামে তারা ট্রেনিং দিয়ে সমস্ত জায়গায় তারা সেটা গ্যারান্টেড করবে। সেই যে দিক যে সাইনটিফিকেলি মাছের চাষ করা, কালচার করা, ব্রিডিং করা এই যে কাজ আমাদের আশানুরূপ হচ্ছে না। এবং আমাদের এই যে পুকুরগুলি, এই পুকুরগুলির মধ্যে সার, খইল, বীজ, ইত্যাদি ব্যবহার করা, গোবর ব্যবহার করা, চুন ব্যবহার করা, সেখানেও এখনও কিছু কিছু সুপারিষ্টিশান রয়েছে। কিছু কিছু নয় বেশীই সুপারষ্টিশান রয়েছে। চুন পুকুরে ফেললে ত মানুষের ভয় মাছ মরে যাবে, গোবর ফেললে ত জলটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু চুন, গোবর, ফার্টিলাইজার, খইল এইগুলি হচ্ছে মাছের চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এইগুলি ব্যবহার না করে সেখানে মাছের আধুনিকীকরন চাষ হতে পারে না। ফলে এখনও সেই মান্ধাতা আমল চলছে। যা ইচ্ছে তাই করে সেখানে মাছের পোনা ফেলা হচ্ছে। ১টা পুকুরের মধ্যে যেখানে ১ হাজার পোনা হয়, ১০ হাজার পোনা সেখানে ফেলা হচ্ছে। ফলে সেখানে সামগ্রিক ভাবে এই যে ব্যবহার, মানুষের মধ্যে একটা ব্যাপক উদ্যোগ সৃষ্টি করা, আন্দোলন সৃষ্টি করা, সেই আন্দোলনকে

সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আমরা সঠিকভাবে যেতে পারিনি। এর অন্যদিক হচ্ছে, আমরা ফিশারী অ্যাপেক্যাস সোসাইটি গড়ে তুলেছিলাম এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা ১২৪টি প্রাইমারী কোপারেটিভ সোসাইটি করেছিলাম। সেই কোপারেটিভগুলিকে কেন্দ্র করে সেই সাপ্লাইগুলি যদি নীচের তলায় যায় এবং নীচের তলায় যদি সেখানে মাছের বেশী উৎপাদন হয়, সেখানে যদি মার্কেটিং প্রোগ্রাম হয়, তাহলে সেই প্রাইমারী কোপারেটিভ এর মাধ্যমে আজকে অ্যাপেক্স পর্যন্ত সেই মাছ এনে তার একটা সুষ্ঠু মার্কেটিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এইযে আমাদের চিন্তা এবং চেতনা সেখানে আমরা এই কাজটা করতে পারছিনা। অন্যদিকে আমাদের এই রাজ্যে শুকনা মাছের চাহিদা একটা অন্যতম চাহিদা। যে জায়গাতে আমরা দেখি আমাদের ডম্বুরে কিছু ছোট ছোট মাছ উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলিকে শুকনা মাছ হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু সেগুলি সঠিকভাবে প্রসেসিং-এর জন্য সেই কাজটা করা যায়না। অন্যদিকে এইগুলি আমাদের বাইরের রাজ্য থেকে আনতে হয়। এমন কি অন্য দেশ থেকে আনতে হয়। বিশেষ করে অন্য দেশ থেকে আনতে হয়। কি আসামে বলুন, কি অন্ধ্রপ্রদেশে বলুন সেখানে যে পুঁটি তৈরী হয়, সেই পুটি মাছ দিয়ে ভাল সিদল তৈরী হয় না। প্র্যাকটিকেলি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী যে রাষ্ট্র বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ থেকে যদি পুটি মাছ না আনা যায়, তাহলে এখানে তৈরী করা যায় না। সেটা নানাভাবে আসছে। সেটায় আমরা সরকারের দৃষ্টিতে নিয়েছি। প্রয়োজনে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে সেই কথা বলতে হবে, আলোচনা করতে হবে, যাতে করে আমরা ড্রাইফিস আনতে পারি, যার মধ্য দিয়ে আমরা এই চাহিদা মেটাতে পারি। আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে রুদ্রসাগরে কিছু কিছু উদ্যোগ, ডম্বুর জলাশয়ে কিছু কিছু উদ্যোগ দেখা যায়, কিন্তু এখানকার যে পুঁটি মাছ তৈরী হয় সেই পুঁটি দিয়ে সিদল তৈরী হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সিদঁল হচ্ছে একটা বিশেষ প্রব্লেম। সেগুলি বাইরে থেকে আমদানী না করে আমাদের উপায় নেই। এইটা হচ্ছে মূলতঃ আমার এই রাজ্যের প্রব্লেম। সেই প্রব্লেম কিভাবে দূর করা যাবে, সেই যে দিকটা সেই দিক আমরা লক্ষ্য করছি না। বিশেষ করে আমাদের এখানে ১২৪টার মত কোপারেটিভ সোসাইটি। এই কোপারেটিভ মুভমেন্ট আমরা কি দেখি? এই কোপারেটিভ মুভমেন্টকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচার করা হচ্ছে, কোপারেটিভ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কোপারেটিভ সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোপারেটিভের

মূল যে উদ্দেশ্য সেটা যাদের জলাশয় দেওয়া। আজকে এখনও টাকাগুলি পড়ে আছে। এন, সি, ডি, সি, থেকে টাকার কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। ৪-৫ বৎসর ধরে পড়ে আছে। সেই টাকা উইথড্র করতে পারছেন না, সেই টাকা ইউটিলাইজ করতে পারছেন না। সেই প্রব্লেম আজকে রয়ে গেছে। জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটি কোপারেটিভে ইলেকশান হয়নি। এমন অবস্থা পড়ে আছে অনেকগুলি কোপারেটিভে ঠিকমত ইলেকশান হয়নি। অডিট হয়নি। অডিট না হলে কোপারেটিভ গুলি টাকা দিতে পারে না। এই বিভিন্ন প্রব্লেমের মধ্যে আজকে কোপারেটিভ মুভমেন্ট চলছে। কোপারেটিভ মুভমেন্টকে আরও বাড়ানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে যেখানে জলাশয় তৈরী হয়েছে. সেই জলাশয়কে সঠিকভাবে ইউলাইজেশান মধ্যে আনতে পারি. এর মধ্যে যদি আমরা সমন্বয় সাধনা করতে পারি তার মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের রাজ্যের আগামীদিনের (২) মাছের চাহিদা তা আমরা মেটাতে পারব এইটা দৃঢ় বিশ্বাস। এই আইনের ভিতরে ধারাবাহিক ভাবে আমি সবদিক দিয়ে আমি আলোচনা করছি না, সিলেক্ট কমিটির যখন প্রশ্ন এসেছে এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাবে, এটা বাস্তবোচিত হবে। আমি রেখেছি যে এই বিলের ভিতরে বিশেষ করে যারা একজিকিউটিভ তাদেরকে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে জুডিশিয়ারী একজিকিউটিভ যেখানে আমরা দেখি অ্যাকজিকিউটিভ অনেক ক্ষেত্রে জুডিশিয়ারীকে ভায়োলেট করছে বার বার। এর ফলে আমরা কি দেখি? আইন আমরা তৈরী করি. অনেক আইন আছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় আইন কার পক্ষে যাবে? যে ৫ কেজি মাছ ডোলা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসে তাদের ধরে বি. এস এফ. নিয়ে যাচ্ছে। আর যারা ট্রাক ভরে মাছ পাচার করছে কই তাদের তা স্পর্শও করে না। এই আইনের মাধ্যমে আমরা যদি একজিকিউটিভকে ক্ষমতা দিই, তাহলে আমাদের সৎ উদ্দেশ্যই থাকুক আইনটা কার্যকরী করতে পারব না। এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা দরকার। সবগুলি ধারাই চিন্তা ভাবনা করা দরকার। সিলেক্ট কমিটিতে গেলে পরে সেগুলি আলোচনার সুযোগ থাকবে। কাজেই আমি এই বিলকে সমর্থন করে এবং এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালদাস।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী এই হাউসের

মধ্যে যে ত্রিপুরা ইনল্যাণ্ড ফিসারীস বিল, ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং— ১১ অফ্ ১৯৮৬) পেশ করেছেন আমি তাকে স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই এই কারনে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস্যজীবি যারা আছেন তাদের জন্য এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে একটা মাছ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের যাতে সুযোগ সুবিধা দেখা হয় এবং তারা যাতে বাঁচার পথ পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এইটা আনা হয়েছে। কাজেই এই বিলে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে দৈনন্দিন সমস্যা বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে মাছের চাহিদা রয়েছে, আমরা দেখেছি তার কিছু সংখ্যক যারা মজুতদার, যারা মাছ ব্যবসায়ী, যারা মাছের আরৎ করে এবং মাছ বাজারে বিক্রি করেন, তারা সেখানে একচেটিয়া বানিজ্য করেন এবং সাধারণ ক্রেতাদের বা যারা মৎস্যজীবি তাদের স্বার্থ দেখেন না। আমরা দেখি যারা মৎস্যজীবি, মাছ ধরাই যাদের প্রধান উপজীবিকা তারা মাছ ধরে বাজারে নিয়ে আসেন, কিন্তু কেখানে তারা বাজারের ন্যায্যমূল্য পান না এবং যারা আরতদার তারা সেই মাছটাকে আরৎ করে পরে বিক্রি করেন এবং এইভাবে সমস্ত বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তার ফলে সেখানে দেখা যাচ্ছে একদিকে যেমন মৎস্যজীবিরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে অন্য দিকে যার মাছ ক্রয় করে খান সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলেছে। আমরা এইটা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই মাছের বাজার সেখানে ক্রমউর্দ্ধোমুখী, ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে মাছের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। শুধু তাই নয় তার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত মাছের যারা আরৎদার তাদের সঙ্গে এক ধরনের সমাজ বিরোধী যুক্ত রয়েছে যারা এই সমস্ত মাছ তাদের কাছে চোরাপথে নিয়ে আসে। মাননীয় সদস্যরা অনেকেই উল্লেখ করেছেন ডম্বুরনগরের ডম্বুর রিজার্ভের কথা, আমি উদয়পুরের কথা বলছি যে, সেখানে অমরসাগর নামে একটা দীঘি আছে সেখান থেকে রাত্রে প্রচুর মাছ চোরা পথে রাতের অন্ধকারে সেই চোরাকারবারী সমাজ বিরোধীরা মাছ ধরে নিয়ে আসে এবং আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় আরতদারীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে এবং সেখানে তারা সেই চোরা পথে মাছ এনে বাজারে তোলেন এবং তাতে যারা মৎস্যজীবি তারাও সুবিধা পাচ্ছেন না বা ক্রেতা সাধারণরা উপকৃত হচ্ছেন না। এইভাবে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা মাছ নিয়ে একটা ফাটকাবাজী তারা সৃষ্টি করছে। কাজেই এই ব্যবস্থাটার অবসান হওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, এই সমস্ত দেখে চিন্তা করেই সেখানে এই বিলের নানা ধারা উপধারাগুলি রাখা হয়েছে, তা ছাড়াও সেইগুলি ঠিক ঠিকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে মৎস্যজীবিদের নিয়ন্ত্রণে সেটা পরিচালিত হতে পারে, সেখানে যাতে মাছ উৎপাদন হতে পারে এবং সেই মাছ যাতে

সেখানে ঠিক ঠিকভাবে বন্টন হতে পারে সেই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এই বিলের মধ্যে এবং তার প্রভিশান রাখা হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষ করে পঁচা মাছ বা যে কবটা উপযুক্ত নয় এই সমস্ত মাছও সেখানে বাজারে বিক্রি হয় এবং যেগুলি খেয়ে অনেক সময় নানা রকম মহামারী সৃষ্টি হয় এবং সেটা জন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। কাজেই এই সমস্তগুলি সরকার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য, এই বিল ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা দিক লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য সুস্থ পরিবেশ গড়ার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিলটা আনা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক ধারা উপধারা আছে আমি বিস্তারিত ভাবে সেদিকে যাবনা কিছু দোষ ত্রুটি সেখানে আছে মাননীয় সদস্য নকুল দাস তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এই "প্রপার ইউটিলাইজেশান অফ্ মাল্টি ওনারসীপ অর আদার ট্যাঙ্কস কর ফিসিকালচার"। সেখানে আরও এক জায়গায় উল্লেখ আছে যদি ঠিক ঠিক মত বিশেষ করে ব্যক্তিগত মালিকানায় বা অন্যান্য যে সমস্ত জলাশয়গুলি আছে সেগুলিতে ঠিক ঠিক ভাবে যদি মাছের চাষের জন্য ব্যবহার না করা হয় তাহলে "অফার মানথস নোটিশ টু দি ওনার অ্যাণ্ড দি পজেসার অফ্ সাচ্ বাই অর্ডার মে এ ইটিং টেইক ওভার দি ম্যানেজমেন্ট এণ্ড দি কন্ট্রোল অফ্ সাচ্ ট্যাংক", এই ধরনের একটা প্রোভিশান এখানে আছে। কাজেই এইটাও আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে এইটা কিভাবে কি করা যায়, একমাসের নোটিশ এইটা করব, না আরও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় এখানে প্রস্তাব এনেছেন যে, বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে বিচার বিবেচনা করার জন্য। এর বিভিন্ন ধারা উপধারা যাতে তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তার জন্যই এর বিচার বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি সেই প্রস্তাবটা সমর্থন করে সেই বিলটাকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "That the Tripura Inland Fisheries Bill, 1986 (ripura Bill No. 11 of 1986) which was introduced in the House on 22,12.86 bu referred to the Select Committee of the House consisting of the following

Members —

1.	Shri Badal Choudhury, Minister-in-charge of the Bill.	Chairman.
2.	Shri Sudhir Ranjan Majumder,	Member.
3.	Shri Shyama Charan Tripura,	Member·
4.	Shri Rudreswar Das,	Member.
5.	Shri Nakul Das,	Member.
9.	Shri Bidhu Bhusan Malakar,	Member.
7.	Shri Len Prasad Malsai,	Member.
8.	Shri Gopal Das ,	Member.
9.	Shri Kashiram Reang ,	Member.
10.	Keshab Majumder ,	Member.
11.	Shri matilal Sarkar ,	member.

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সভা আগামী ২৬শে ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী থাকল।

ANNEXURF "A"

Admitted Starred Question No : 3

Name of the M. L. A. :—Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department pleased to State :—

প্রশ্ন: — ১। রাজ্যে ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে সামাজিক বনায়নের কর্মসূচী রূপায়নের জন্য মোট কত সংখ্যক চারাগাছ রোপন করা হয়েছে ?

২। ঐ সব চারাগাছগুলি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

৩। রাজ্যে সামাজিক বনায়ন কর্ম্মসূচী সফল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট কিনা ?

৪। যদি না হয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

Minister-in-Charge of the Forest Department Shri A. Rahaman.

উত্তর :— ১। এইরাজ্যে ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য মোট ১, ০৩, ৭৮, ৮৮ (এক কোটি তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত আটাশী) টি চারা গাছ রোপন করা হয়েছে।

২। ঐ সব চারাগাছগুলি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বাঁশের জোংরা, বাঁশের বেড়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে চারাগাছগুলি দেখাশুনা করার জন্য সাময়িক ভাবে দিন মজুর নিয়োগ করা হয়ে থাকে। অব্যাক্তিগত উদ্যোগে জোতজমি ও ভূমিতে যে সমস্ত গাছ লাগানো হয়েছে তার রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব জমির মালিকের উপর ন্যস্ত থাকে।

৩। চলতি বৎসরের জন্য যথেষ্ট।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পর এ প্রশ্নই আসে না।

Admitted starred Question No 17 Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Coperative be pleased to state :—

Name of Member :— Shri Diba Ch. Hrangkhawal.

১) ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি এ. ডি, সি, কর্তৃপক্ষ রাজ্য সমবায় দপ্তরকে ১৪ মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন হ্যাণ্ড কম্প্রেসার স্প্রেয়ার ক্রয় করার জন্য দুই লক্ষ টাকা দিয়েছেন ;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হলে উক্ত হ্যাণ্ড কম্প্রেসার স্প্রেয়ারটি এখনও সমবায় দপ্তর ক্রয় করেছেন কিনা ; এবং

৩) যদি ক্রয় করা না হয়ে থাকে তবে তার কারণ এবং কবে পর্য্যন্ত তা ক্রয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Coperative Department,

১। ইহা সত্য।

২। না।

৩) স্থানীয় ভাবে ক্রয় করার সুযোগ না থাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের মাধ্যমে উক্ত ১৪ মিটার ক্ষমতা সম্পন্ন স্প্রেয়ার ক্রয় করার জন্য ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ — কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সরবরাহ করার

ব্যবস্থা হচ্ছে।

Admitted Starrted Question No. 20

Name of Membar :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লুঙ্গাই কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লকের লঙ্গাই ভ্যালী, ম্যাতার বাড়ী শান্তির বাজার বাজার সি, ডি, ব্লক এবং সাতচান টি ডি ব্লকের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকাধীন গাঁও পঞ্চায়েত নিয়ে পৃথক ব্লক গঠনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। থাকিলে করে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

৩। না থাকার কারন ?

উত্তর

Name of Minister :— Shri Dinesh Deb Barma.

১নং ২নং এবং ৩নং

রাজ্য সরকার স্ব শাসিত জেলা পরিষদ এলাকা সহ ব্লগুলির পুনর্গঠনের জন্য বিবেচনা করিতেছেন। শুধু জেলা পরিষদ এলাকার গাঁও পঞ্চায়েত নিয়ে ব্লক গঠনের চিন্তা করিতেছেন না

Admitted starred question No. 29

Name of the M.L.A. — Sri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest department be pleased to state—

১) সামাজিক বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার কি কি পদ্ধতি গ্রহন করেছেন এবং

২) এখন পর্য্যন্ত রাজ্যের কত হেক্টর জমি সামাজিক বনায়নের আওতায় এসেছে ?

৩) ইহা কি সত্য তেলিয়ামূড়া ব্লকের অনেক গাঁওপঞ্চায়েতে এই সামাজিক বনায়নের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন :—

৪) সত্য হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি ?

—উত্তর—

Minister-in-charge of the Forest Department—Sri A Rahaman.

১) নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সামাজিক বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়।

ক) সরকার উদ্যোগে, সরকারের জমিতে বনায়ন। এ প্রকল্পে সরকারের পতিত জমিতে সরকারী উদ্যোগে গাছের চারা রোপন ও সুনির্দিষ্ট দূরত্বে লাইনের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে গাছের বীজ বোনা হয়ে থাকে।

খ) দ্বীতিয়তঃ জনসাধারনকে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজস্ব জোতজমি অথবা এলটেড ভূমিতে গাছের গাছের চারা রোপন করার জন্য বনবিভাগ থেকে বিধিমত আর্থিক সাহায্য দিয়ে সামাজিক বনায়ন করা হয়। ১৯৮১-৮২ সন থেকে এই সামাজিক বনায়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

২) ১৯৮১-৮২ সন থেকে শুরু করে ১৯৮৬'৮৭ সনের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোট ২০০৮ ৯৮ হেক্টর ভূমি সামাজিক বনের আওতায় আনা হয়েছে।

৩) সমস্ত আগ্রহী ব্যক্তিদের এই প্রকল্পের আওতায় সামাজিক বনায়নে উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

৪) কোন বৈষম্যমূলক আচরন না করে বা কোন রকম বিধিনিষেধ আরোপ না করে সমস্ত লোককে সুবিধা দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No : 51

Name of the M. L. A. : –Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কোন রেঞ্জে এ কতটি বনজ সম্পদ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

উত্তর

Minister-in-Charge of the Forest Department Shri A. Rahaman.

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যে রেঞ্জ এ যতটি বনজ সম্পদ চুরি ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ নিম্নরূপ।

রেঞ্জের নাম	বনজ সম্পদ চুরির ঘটনার সংখ্যা
১) দুধপুর রেঞ্জ	১৬

২) মনু রেঞ্জ	২৬
৩) লালছড়া রেঞ্জ	১২
৪) ছাওমনু রেঞ্জ	৩
৫) বগাফা রেঞ্জ	২৫
৬) রাজনগর রেঞ্জ	৫০
৭) সাব্রুম রেঞ্জ	২৮
৮) অভয়া রেঞ্জ	৫
৯) বিলোনীয়া রেঞ্জ	২১
১০) শ্রীনগর রেঞ্জ	২১
১১) মুহুরীপুর রেঞ্জ	৩৭
১২) কৈলাশহর রেঞ্জ	৪৫
১৩) পেচারথল রেঞ্জ	২
১৪) পানীসাগর রেঞ্জ	৪
১৫) ধর্মনগর রেঞ্জ	৩৮
১৬) কুমারঘাট রেঞ্জ	২০
১৭) কাঞ্চনপুর রেঞ্জ	১২
১৮) লক্ষীপুর রেঞ্জ	৯
১৯) জুরী রেঞ্জ	২
২০) সদর রেঞ্জ	৩৫
২১) চড়িলাম রেঞ্জ	৬২
২২) সোনামুড়া রেঞ্জ	৪৯
২৩) সুবলসিং রেঞ্জ	২২
২৪) অমরপুর রেঞ্জ	৪
২৫) অমরপুর সয়েল কনসারভেনস রেঞ্জ	১৬
২৬) ডম্বুর নগর রেঞ্জ	৪
২৭) আমবাসা রেঞ্জ	১৩
২৮) রাইমা শর্মা রেঞ্জ	১২
২৯) সালেমা রেঞ্জ	১৬

৩০)	কমলপুর রেঞ্জ	১৪
৩১)	উদয়পুর রেঞ্জ	৮৮
৩২)	যাত্রাপুর রেঞ্জ	৪০
৩৩)	নিদয়া রেঞ্জ	২৬
৩৪)	তুলামুড়া রেঞ্জ	২
৩৫)	হাচুপাড়া রেঞ্জ	৮
৩৬)	পতিছড়ি রেঞ্জ	২১
৩৭)	তৈতু রেঞ্জ	৬
৩৮)	খোয়াই রেঞ্জ	১৩
৩৯)	মান্দাই রেঞ্জ	৪
৪০)	চম্পকনগর রেঞ্জ	১৯
৪১)	তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ	৩১
৪২)	আঠারমুড়া রেঞ্জ	৩

প্রশ্ন

২) এই সব ঘটানায় কোন রেঙ্গে মোট মত টাকার চুরির মাল (বনজ সম্পদ) বনরক্ষীরা আটক করিতে সক্ষম হয়েছেন ?

উত্তর

২) উক্ত সময়ে এইসব ঘটনায় যে রেঞ্জে মোট যত টাকার চুরির মাল (বনজ সম্পদ) বনরক্ষীরা আটক কবিতে সক্ষম হয়েছেন তার বিবরন নীচে দেওয়া হল।

রেঞ্জের নাম	আটক করা বনজ সম্পদের মূল্য
দুধপুর রেঞ্জ,	৭, ৭,৯৬২ ৭২ টা
মনু রেঞ্জ	১২,৫০৯.২৬ টা
লালছড়া রেঞ্জ	৩,৫১২ ৫১ টা
ছামনু রেঞ্জ	৪৫৯ ৬৪ টা,
বগাফা রেঞ্জ	৫,৫৩৮ ৯৭ টা,
রাজনগর রেন্‌জ	৪,৩১০ ৯৮ টা,
সাব্রুম রেন্‌জ	৬,৯২২.৬২ টা,
অভয়া রেন্‌জ	১,২৬২ ৩৮ টা,
বিলনীয়া রেন্‌জ	১৩,৬০৯ ৫৮ টা,

শ্রীনগর রেন্‌জ	৬, ১৯৯,৩০ টা,
মুহুরীপুর রেন্‌জ	৪,৬২৪ ৯৫ টা,
কৈলাশহর রেন্‌জ	২৩,৬৩৮ ২৪ টা,
পেচার-থল রেন্‌জ	৪ ১০৪ ৮০ টা,
পানিসাগর রেঞ্জ	১,২০২ ১২ টা
ধর্ম্মনগর রেন্‌জ	২৬,২১৫ ১০টা,
কুমারঘাট রেন্‌জ	১০,২০৫ ০৪ টা,
কাঞ্চনপুর রেঞ্জ	৬ ৮২৩ ৯৫ টা
লক্ষীপুর রেঞ্জ	২ ০৫০ ০০ টা,
জুরী রেন্‌জ	৬,৮৩ ৯৫ টা,
সদর রেন্‌জ	৫,৫৭১ ০০টা
চড়িলাম রেন্‌জ	৬.৬৩,০০ টা,
সোনামুড়া রেন্‌জ	৬ ৯৬২ ০০ টা;
সুবলসিং রেঞ্জ	২ ০৪৪ ০০ টা,
অমরপুর রেঞ্জ	১ ৩৮০ ৩০ টা
অমরপুর সয়েল কনসার ভেসন রেন্‌জ	১,৪৫১ ৩০ টা,
ডম্বুরনগর রেন্‌জ	৮৯,৫০ টা,
আমবাসা রেন্‌জ	১৩ ৯০৪ ২৩ টা,
রাইমাসরমা রেন্‌জ	৭,৫০৬ ৪৮ টা;
সালেমা রেন্‌জ	৭,৭৬৯ ৬৭টা,
কমলপুর রেন্‌জ	৭,৯৩২ ৫৬ টা,
উদয়পুর রেন্‌জ	৫৩,৭০১ ৮০ টা,
যাত্রপুর রেন্‌জ	১৪,৫১৮ ০০ টা,
নিদয়া রেন্‌জ	৩,৪২২ ২০ টা,
তুলমুড়া রেন্‌জ	১৬,৮০৫.৯০ টা,
হাচুপাড়া রেন্‌জ	৯,৯৪০ ৫০ টা,
পত্তিছড়ি রেন্‌জ	৪,৩৩৮ ৮৫টা,
তৈতু রেন্‌জ	৪,৪২৮.৯০ টা,

খোয়াই রেন্জ	৯,১৫০.০০ টা,
মান্দাই রেন্জ	৫৬৯.০০ টা,
চম্পকনগর রেনজ	১২,৯৭৮ ৬০ টা,
তেলিয়ামুড়া রেন্জ	৬,৯৩৭ ০০টা,
আঠারমুড়া রেন্জ	২২০.০০ টা,

Admitted starred Question No. 56

Name of M.L.A. :— Shri Nagandra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তৈদু ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২) থাকিলে, কবে নাগাদ তা কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health & Family, Welfare Department,

Name of the Minister :— Shri Samar Choudhury.

১) ৬ শয্যা বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

২) প্রয়োজনীয় উপযোগী জমি পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। জমি পাওয়া গেলে নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starrted Question No. 85

Name of M.L.A. :— Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া বিভাগে তকসাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম, বি, বি, এস, ডাক্তার দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

২) ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে হসপিটালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৩) উক্ত বিভাগে মায়ারানী বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department,
Name of the Minister . Shri Samar Chowdhury.

১) বিবেচনার মধ্যে রয়েছে।

২) এরকম কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

৩) আপাততঃ নাই।

Admitted starred question No. - 86

Name of the Member — Sri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি গত ১৯৮০ সন হইতে ১৯৮৬ সনের ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কত টাকার পাট ক্রয় করেছে এবং কত টাকার অন্যান্য ব্যবসা করেছে তার হিসাব ;

২) উপরোক্ত সময়ে ঐ সোসাইটিতে অডিট করা হয়েছে কিনা ; এবং

৩) না করা হলে কবে পর্য্যন্ত তথায় অডিট করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge-of the Co-operative Department,

১) মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি গত ১৯৮০ সন থেকে ১৯৮৬ সনের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৬২,৩৬,৫৫১.০০ টাকার পাট ও মেস্তা ক্রয় করেছে এবং ৩,১৫,২৭,২৪২.০০ টাকার অন্যান্য ব্যবসা করেছে।

২) অডিট করা হয়নি।

৩) অডিটের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং আগামী ৬ মাসের মধ্যে ১৯৭৮-৭৯ সাল হইতে ১৯৮৩-৮৪ পর্য্যন্ত অডিটের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

.dmitted Starred Question No. 89

Name of Member : Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমা বড়দোয়াল গাঁওসভা, কেমতুলী গাঁওসভা, খাস চৌমুহনী ও চৌমুহনী গাঁওসভার পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকলে তা কবে নাগাদ চালু করা হবে ? এবং

৩) ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকলে তার কারণ ?

REPLY

Minister-in-charge of the Rural Development Department :—
Sri Dinesh Deb Barma

(১) নং ও (২) নং প্রশ্নের উত্তর :-

পানীয় জল সরবরাহের জন্য সরকার উক্ত এলাকা সমূহে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নিয়েছেন :-

বড়দোয়াল গাঁওসভায় ৫ (পাঁচ) টি আর. সি. সি. ওয়েল, ৪১টি টিউব ওয়েল ও ১টি মেশনারী ওয়েল আছে।

কেমতুলি গাঁওসভায় ৩টি আর সি. সি ওয়েল, ২৮টি টিউব ওয়েল, একটি মেশনারী ওয়েল এবং একটি মার্কড্ টু টিউব ওয়েল আছে।

খাস চৌমুহনী গাঁওসভায় ৭টি আর সি সি. ওয়েল, ৩২টি টিউব ওয়েল এবং একটি মার্কড্ টু টিউব ওয়েল আছে।

চৌমুহনী গাঁওসভায় ৭টি আর. সি. সি ওয়েল, ৩৭টি টিউব ওয়েল এবং ২টি মার্কড্ টু টিউব ওয়েল আছে। ইহা ছাড়াও খাস চৌমুহনী ও চৌমুহনী গাঁওসভায় পাবলিক হেল্‌থ ইন্‌জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাইয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তা আগামী ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরের মধ্যে কার্যকরী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩ নং প্রশ্ন উঠেনা

Admitted Starred Question No : 121

Name of the M. L. A. : -Sri S bodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department pleased to State :

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে পানিসাগর ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসের নিকট একটি রেষ্ট হাউস (ডাক বাংলা) নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,	১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে পানিসাগরে রেষ্ট হাউস (ডাক বাংলা) নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বন বিভাগের নেই।

২) থাকিলে কত লোকের বাসযোগ্য কত কক্ষ বিশিষ্ট রেষ্ট হাউস নির্মান করা হবে এবং	১নং প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্ন আসে না।
৩) উক্ত রেষ্ট হাউস নির্ম্মানের কাজ কবে শুরু করা এবং কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?	১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পর এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No : 130

Name of the M. L. A. :—Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department pleased to State :—

১) ১৯৮৬ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত'' ত্রিপুরা বন উন্নয়ন নিগমের'' মাধ্যমে হেক্টর জায়গায় রাবার বাগান গড়ে উঠেছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) তার মধ্যে কত হেক্টার জায়গার ' টেপিং শুরু হয়েছে।

৩) উল্লেখিত রাবার বাগান রক্ষনাবেক্ষন এবং রাবার টেপিং প্রসেসিং ইত্যাদি বাবত বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের পরিমান কত (আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Forest Department– Shri A. Rahaman.

১) ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে অক্টোবর পর্যান্ত ত্রিপুরা ফরেষ্ট করপোরেশনের মাধ্যমে মোট ৬৬৯০ ৭৭ হেঃ রাবার বাগান গড়ে উঠেছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :

ক) সদর করপোরেশন ডিভিশন
পশ্চিম ত্রিপুরা - ১৮৮৮ ৫০ হেঃ

খ) দক্ষিন করপোরেশন ডিভিশন
দক্ষিন ত্রিপুরা - ২৬৪৮.২৯ হেঃ

গ) উত্তর কর্পোরেশন ডিভিশন
উত্তর ত্রিপুরা— ২১৫ ৯৮ হেঃ

৬৬৯০ ৭৭ হেঃ

বর্ত্তমানে ৪২২ হেঃ রাবার বাগানে টেপিং চলিতেছে।

৩) রাবার বাগান সৃজন. ও রক্ষনাবেক্ষন বাবত গত তিন বৎসরের খরচ নিম্নরূপ।

বৎসর	খরচের টাকার পরিমান
১৯৮৩-৮৪	৫২˙০১ লক্ষ
১৯৮৪-৮৫	৬৫ ৮৪ লক্ষ
১৯৮৫-৮৬	৯৬˙৪৩ লক্ষ

রাবার বিক্রয় করে গত তিন বৎসরে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া গেছে তা নিচে দেওয়া হল।

বৎসর	রাবার বিক্রয় করে লক্ষ টাকার পরিমান
১৯৮৩-৮৪	২৪ ২০ লক্ষ
১৯৮৪-৮৫	১৩.৬০ লক্ষ
১৯৮৫-৮৬	২৩,০২ লক্ষ

Admitted Starred Question No. 133

Name of M.L,A, : Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১) উদয়পুরে একটি Multipurpose Training Institute স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২) থাকিলে কবে নাগাদ উহা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) এর জন্য কত টাকা ব্যয় ববাদ্দ ধরা হয়েছে।

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department,

Name of the Minister Shri Samar Chowdhury.

১) উদয়পুরে একটি Female Multipurpose Training Institute চালু আছে। উহার জন্য পাকা বাড়ী নির্মান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হোষ্টেল তৈরী সহ মোট ২৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭ শত টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

Admitted starred question No.- 160

Name of the M.L,A. — Sri Kashiram Reang

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister in-charge of Food and Civil Department be pleased to state—

১) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কঁয়টি F.P. Shop আছে ;

২) এই Fair Price Shop গুলির মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কত পরিমান চাউল, কেরোসিন, চিনি এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বণ্টন করা হয়।

৩) মোট কয়টি Fair Price Shop ব্যক্তিগত Dealer এর আছে ?

ANSWER

Replied by the Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department.

১) ১০৪২ টি।

২) নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাপ্তাহিক বণ্টনের গড় হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

১) চাউল—	৩১২৫ মেঃ টন
২) গম—	১২৫ ,,
৩) লবন—	২৮১ ,,
৪) চিনি—	৩১২ ,,
৫) কেরোসিন তেল —	৪৩৮ কি, লি,
৬) রেপসিড তেল—	১২ মে, টন
৮) পাম তেল—	২.৫ ,,

৩) ৬৮১ টি।

Admitted Starred Question No—176

Namc of Member :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার নিজস্ব Jail Code প্রস্তুতির কাজ কবে শুরু করা হয়েছে।

২) কবে পর্য্যন্ত এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ১৯৭৯ সনের অক্টোবর মাসে।

২) এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

Admitted starred Question No. 196 asked by Shri Makhan Lal Chakraborty. M.L.A.

প্রশ্ন

Will be Hon'ble Minister-in-charge-of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে ফুড্ গোডাউনের সংখ্যা কত ;

২) এর মধ্যে কয়টি দুর্গম অঞ্চলের জন্য নিদ্ধারিত ;

৩) খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে একটি ফুড্ গোডাউন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৪) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Replied by the Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department,

১) ৬৮টি গুদাম (Sheds)।

২) তন্মধ্যে ৮৭ টি দুর্গম এলাকায় অন্তর্ভুক্ত।

৩) বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 212

Name of M.L.A. :— Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্ম্মনগর মহকুমার জোলাইবাড়ী বাজারে একটি হোমিওপ্যাথ ডিসপেনসারী খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

২) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister :— Shri Samar Choudhury.

১) বর্ত্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starrted Question No. 214

Name of Member :—Shri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Coopertive Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার ফুলবাড়ী প্যাক্স এর একটি শাখা দোকান জোলাইবাড়ী বাজারে খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Co-operative Department :

১) বর্তমানে ফুলবাড়ী প্যাক্স এর কার্য্যকরী কমিটি জোলাইবাড়ী বাজারে উক্ত প্যাক্স এর একটি শাখা দোকান খোলার কোন সিদ্ধান্ত নেয় নাই।

Admitted Starred Question No : 226

Name of the M. L. A. : Sri Dhiredra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Wlfare Depatment be pleased to State .—

১) মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি না,

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত সিদ্ধান্তটি কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of Minister—Samar Choudhury

১) আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No 230

Name of M. L. A. :—Sri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Wlfare Department be pleased to state : -

১) ইহা কি সত্য যে বোরাখা গাঁওসভা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীরা ১৯৮০ ইং সন হইতে উক্ত এলাকায় একটি হাসপাতাল নির্মানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে,

২) সত্য হলে উক্ত এলাকায় হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Ministr-in-Charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister :— Shri Samar Choudhury.

১) হ্যাঁ ইহা সত্য।

২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচনের বিষয়ে বেশী সময় নেওয়ায় কিছু বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে স্থান নির্বাচন চুড়ান্ত হয়েছে। পূর্ত্ত দপ্তরের হাতে অগ্রাধিকার তালিকায় এই প্রতিষ্টানের গৃহ নির্মান কার্য্য ন্যস্ত রয়েছে।

Admitted starred Question No. 233
Name of M.L.A. — Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state : –

১) অমরপুর মহকুমার ছেছুয়া, মগ রাই এবং কাচকু এ একটি ডিসপেনসারী স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২) না থাকিলে তার কারন ?

A N S W E R

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department,
Name of the Minister - Shri Samar Chowdhury.

১) ছেছুয়াতে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলাব পরিকল্পনা আছে। নগরাইতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে এবং উহার গৃহটি ১৯৮০ সালের জুনে পুড়িয়া যাওয়ায় পুনঃ নির্মানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২) কাসকোর সন্নিকটে পশ্চিম সরবং এ একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 157
Name of M.L,A, : Syed Basit Ali
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and

Family Welfare Department be pleased to State :—

১) কৈলাশহর জিলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা এবং ডাক্তারদের আবাসগৃহ নির্ম্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister :—Shri Samar Chowdhury.

১) পরিকল্পনা অনুযায়ী কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে ৭০টি অতিরিক্ত শয্যা সংযোজনের নির্মানের কাজ শেষ হইয়াছে। আরও ২০ শয্যা বিশিষ্ট একটি Isolation Ward নির্মানের কাজ আরম্ভ করার জন্য পূর্ত্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় সমস্ত বিভাগের উন্নতমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা ঐ হাসপাতালে রয়েছে। হাসপাতাল পরিচ্ছন্নতার জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থারও বন্দোবস্ত আছে। ডাক্তারদের জন্য অতিরিক্ত আবাস গৃহ নির্মানের পরিকল্পনা ও সরকারের আছে।

Admitted Starrted Question No. 269

Name of Member :— Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার মাতারবাড়ী ব্লকাধীন কিল্লা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে একটি নতুন ব্লক অথবা সাব-ব্লক স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২) পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

Name of Minister – Sri Dinesh Deb Barma.

১ নং এবং ২ নং

ত্রিপুরার সমস্ত ব্লকগুলির পুর্নগঠন এবং নতুন ব্লক অথবা সাব-ব্লক সৃষ্টি করার

পরিকল্পনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। সরকার এই কার্য্যের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে বিষয়টি কমিটির পরীক্ষাধীন রহিয়াছে।

Admitted starred Question No— 276

Name of M L A. :– Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

২) ইহা কি সত্য যে, উদয়পুর মহকুমার কিল্লাতে ১০টি শয্যা বিশিষ্ট একটি Paimary Health Centre স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল,

২) সত্য হইলে উক্ত পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করতে বিলম্ব হওয়ার কারন কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Healh & Family Welfare Department

Name of the Minister :— Shri Samar Chowdhury.

১) হ্যাঁ ছিল এবং আছে।

২) উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত, বি ডি সি. এবং এ ডি সির সাহায্য নিয়ে স্থান নির্বাচন চুড়ান্ত করতে যথেষ্ট সময় নিয়েছে। সর্ব্বশেষ যে যে স্থান বিবেচনা করা হয়েছে তা মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে। দ্রুত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির গৃহ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Admitted starred question No.– 277

Name of the Member :— Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Dpartment be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য সমবায় বিভাগে ৭টি Assistant Registrar of Cooperative Societies র পদ দীর্ঘ দিন যাবৎ খালি পড়ে আছে ;

২) সত্য হইলে ঐ পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Cooparative Department :—

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

(QUESTIONS AND ANSWERS)

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 280

NAME OF M. L. A - MAHARANI BIBHU KUMARI-DEVI.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to state :-

QUESTION

1) Is there any proposal of the Government to start a hospital or a primary Health Centre in Dataram this year or next financial year ?

A N S W E R

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI SAMAR CHOWDHURY.

1) At present there is no such plan. But there is a Sub-centre at Dataram running in hired house. P. W. D. is taking steps for permanent construction. Necessary fund has already been placed.

Admitted Starrcd Question no. 286 askcd by

Shri Jawhar Shaha, M. L. A.

Q U E S T I O N S

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil

Supplies Department be pleased to state—

১। অমরপুর Food and Civil Supply Advisory Committee স্থানীয় বিধায়ককে অন্তর্ভুক্ত না করার কারন কি' এবং

২। উক্ত কমিটিতে স্থানীয় বিধায়ককে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

ANSWERS

Replied by tne Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department

১। স্থানীয় বিধায়ককে উক্ত কমিটিতে রাখা বাধ্যতামূলক নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred question No :297

Name of the M. L. A. : Sri Bhanu Lal Saha

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state

১। রাজ্যের কোন কোন রিজার্ভ ফরেষ্ট এরিয়াতে ঠিকাদার দ্বারা বনের কাঠ সংগ্রহ করা হয় এবং

২) সেই সব রিজার্ভ ফরেষ্ট এরিয়াতে কোন বিভাগীয় ডিপো আছে কিনা।

৩) যদি বিভাগীয় ডিপো থেকে থাকে তাহলে ঠিকাদার দ্বারা উক্ত কাঠ সংগ্রহ করা কবে নাগাদ বন্ধ করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪) যেই সব স্থানে বিভাগীয় ডিপো নেই সেই সব ফরেষ্ট এরিয়াতে কবে নাগাদ বিভাগীয় ডিপো স্থাপন করা হবে ?

-উত্তর-

Minister-in-charge of the Forest Department :-Sri A. Rahaman.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS AND ANSwERS)

১। কোন রিজার্ভ ফরেষ্টেই ঠিকাদারদের বনের কাঠ সংগ্রহ করতে দেওয়া হয় না।
২) অনেক এরিয়াতেই যেখানে ডিপার্টমেন্টাল অপারেশন হয়ে থাকে বিভাগীয় ডিপো রয়েছে ।
৩) ঠিকাদার দ্বারা কাঠ সংগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে ।
৪) যেসব স্থানে রাস্তাঘাট ও যান বাহনের সুযোগ রয়েছে, কাঠের যোগান আছে এবং কাঠের চাহিদাও আছে সেই সব স্থানে বিভাগীয় ডিপো গড়ে উঠেছে। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন স্থানে আরও ডিপো করা হবে। এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা বলা যাবে না ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 306

NAME OF M, L, A, SHRI MATILAL SAHA,

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to atate :-

QUESTION

১) ত্রিপুরা রাজ্যে হাসপাতাল ও প্রাইমারী হেলথ, সেন্টারের মোট সংখ্যা কত তার জিলা ভিত্তিক হিসাব,
২) চড়িলাম ডিসপেনসারীটিকে শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,
৩) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

A N S W E R

MINISTER-IN-CHAGE OF THE HEALTH & FAMILY wELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI SAMAR CHOWDHURY,

১) মোট ৫৩টি। তারমধ্যে হাসপাতাল ১২টি, গ্রামীন হাসপাতাল ৪টি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩৭টি। জিলা ভিত্তিক হিসাব নিচে দেয়া হইল :—

	HOSPITAL	RURAL HOSP.	PRIMARY HEALTH CENTRE
west District	5	3	12
South District	4	—	13
North District	3	1	12
	12	4	37

২) আপাততঃ নাই।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Qucstion No. 308 asked by shri Matilal Saha, M. L.A,

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food and Civil Supplics Department be pleased to state—

১) রাজ্যের সদর মহকুমা বা মফঃসল এলাকায় কিসের ভিত্তিতে জনসাধারনের নিকট সিমেন্ট কণ্টন করা হয়ে থাকে;

২) রাজ্যের আমদানীকৃত সিমেন্টের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনা;

৩) কম হলে রাজ্যে সিমেন্টের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সরকার কি কি ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন?

ANSWERS

Replied by the Mini ster-in-Charge of Food and Civil Supplies Department.

১) সদর মহকুমার পৌর এলাকায় সিমেন্ট ডিষ্টিবিউশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিমেন্ট বণ্টন করা হয়। পৌর এলাকা ব্যতীত সদর মহকুমা সহ অন্যান্য মহকুমায় সাপ্লাই এডভাইজারী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিমেন্ট বণ্টন করা হয়।

২। হ্যাঁ।

৩। ভারত সরকার এবং সিমেন্ট কারখানা হইতে আরও সিমেন্ট পাওয়ার জন্য যোগা-যোগ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 319

NAME OF M. L. A. — SRI RASHIRAM DEB BARMA.

QUESTION

will the Honourable Minister-in charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে সদরের জিরানিয়া, ব্লকের অন্তর্গত বোরাখা বাজার এলাকায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আজ অব্দি তা কার্যকরী করা হচ্ছে না,

২) সত্য হইলে কবে নাগাদ এই কেন্দ্রটি স্থাপন- এর কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI SAMAR CHOWDHURY.

১ ও ২) বোরাখা বাজার এলাকায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের জন্য স্থান

নির্বাচনের বিষয়ে বেশী সময় নেওয়ায় কিছু বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে স্থান নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে এবং পূর্ত দপ্তরের হাত অগ্রাধিকারের তালিকায় এই প্রতিষ্ঠানের গৃহ নির্মানের কার্য্য ন্যস্ত রয়েছে।

Admitted Starred Question No, 322

asked by Shri Sudhir Ranjan Majumder, M.L.A

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in -Charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় চাউল ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কি পরিমাণ সরকারী গুদামে মজুত আছে তার পৃথক পৃথক হিসাব এবং,

২। ঐ জিনিষগুলো দিয়ে ত্রিপুরার জন সাধারণের কত দিনের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department,

১। বর্তমানে চাউল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সরকারী গুদামে মজুত -এর পরিমাণ নিম্নরূপ

ক) চাউল—১২,৫৫১ মে: টন,
(খ) গম—৪৬৭ ”
(গ) লবন—৬,৪৭৭ ”
(ঘ) চিনি—১,২৮১ ,,

২। ঐ জিনিষগুলি দিয়ে আনুমানিক নিম্ন বর্নিত দিনের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে।

(ক) চাউল—১ মাস

(খ) গম—২৯ দিন
(গ) লবন—৪ মাস
(ঘ) চিনি—২৮ দিন

Admitted starred Quction No, 360

Name of Member :- Shri Rabindra Deb Barma.

QUESTION

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state-

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি ল্যাম্পস ও প্যাক্স আছে ;
২। ১৯৮৫-৮৬ ইং এর জন্য কয়টি ল্যাম্পস ও প্যাক্সের নির্বাচন হয়েছে, এবং
৩। উক্ত সময়ে যেসব ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের নির্বাচন হয় নাই সেগুলিতে কবে নাগাদ নির্বাচন হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in charge of the Co-operative Department.

১। সারা রাজ্যে মোট ৫৫টি ল্যাম্পস, এবং ২১২ টি প্যাক্স আছে।
২। ১৯৮৫-৮৬ইং সনে মোট ১৮টি ল্যাম্পস্ এবং ৮৯টি প্যাক্সে নির্বাচন হয়েছে।
৩। যেসব ল্যাম্পসে এবং প্যাক্সে নির্বাচন হয় নাই, সেগুলিতে ১৯৮৬-৮৭ সমবায় বৎসরের মধ্যেই নির্বাচন হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No.:-363.

Name of the M.L. A, :-Shri Rabindra DebBarma.

প্রশ্ন

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State :-

১। রাজ্যে কয়টি ব্লকে বি ডি, সি, এর নিয়মিত চেয়ারম্যান নেই,

২। যেসব ব্লকে বি, ডি, সি, চেয়ারম্যান নেই সেসব ব্লকে কবে নাগাদ বি, ডি, সি চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উওর

Minister-in-charge of the Rural Development Department :- Shri Dinesh DebBarma,

১। রাজ্যে একটি ব্লকে যথা ডম্বুরনগর ব্লকে বি. ডি. সি, নির্ব্বাচিত কোন চেয়ারম্যান নেই।

২। ডম্বুরনগর ব্লকে অতি সত্বরই বি, ডি. সি. এর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted starred question No, 375,

Name of member:- Shri Rashiram Deb Barma,

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state,

QUESTION

১) জে. সি. আই চলতি বৎসরে (১৯৮৬) ত্রিপুরাতে পাট ক্রয় করেছে বলে রাজ্য-সরকার অবগত আছেন কি এবং

২) থাকিলে কয়টি কেন্দ্র থেকে এই ক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department,

১) হ্যাঁ

২) ১০ (দশ) টি

ADMITTED STARRED QUESTIO No: 386

NAME OF M, L,A, SHRI SUDHRI RANJAN MAJUMDAR,

Will the Honourable Minister-in-charge of the health and family welfare Department be pleased to state:-

QUESTION

১) পুরাতন আগরতলায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the health & family welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Samar Chowdhury,

১) আপাতত নাই ।

২) প্রশ্ন আসে না ।

ANNEXUR—B

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 4

NAME OF Membe :- Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be Pleased to state

QUESION

১) এখন পর্য্যন্ত রাজ্যের কয়টি ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের নিজস্ব গো ডাউন নির্মান করা হয়েছে; (বিভাগ ভিত্তিক নাম)

২) ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর বেলিং ইউনিট সহ গোডাউন নির্ম্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা.

৩) থাকিলে কোথায় কোথায় তা করা হবে ?

A N S W E R S

Minister in-Charge of the Co-operative Department.

১) এখন পর্যন্ত রাজ্যের যে সকল ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স নিজস্ব গো-ডাউন নির্মান করিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

মহকুমার নাম	প্যাক্সের সংখ্যা	ল্যাম্পসের সংখ্যা	মোট
সদর —	২	১০	১২
খোয়াই—	২	৩	৫
সোনামুড়া—	৬	১	৭
ধর্মনগর—	৪	৫	৯
কৈলাসহর—	৫	৪	৯
কমলপুর—	১	২	৩
উদয়পুর —	৩	১	৪
অমরপুর—	—	৪	৪
বিলোণীয়া—	৩	৫	৮
সাব্রুম—	৩	৩	৬
	২৯	৩৮	৬৭

২) হ্যাঁ আছে,

৩) চুড়ান্ত ভাবে এখনও ঠিক হয় নাই। তবে যে সকল জায়গায় জুট বেলিং ইউনিট সহ গো-ডাউন নির্মান করা হইয়াছে এবং নির্মান কার্য্য চলিতেছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ -

মহকুমা	প্যাক্স	ল্যাম্পস	অন্যান্য সমিতি (বিপনন সমিতি)	মোট
সদর—	—	—	৪	৪
খোয়াই—		—	১	১
সোনামুড়া—	—	--	১	১
ধর্মনগর—	—	২	১	৩
কৈলাশহর—	—	২	১	৩
কমলপুর—	—	১	১	২
উদয়পুর—	১	১	১	৩
অমরপুর—	—	৩	—	৩
বিলোণীয়া		১	১	২
সাব্রুম—	—	--	১	১
	১	১০	১২	২৩

Admitted Unstarred Question No. :-13

Name of Member:- Shri Narayan Das, M. L. A.

will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন :

-১। ১৯৮০ ইং জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ ইং ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত আই-আর-ডি-পি লোনের দ্বারা রাজ্যের কতজন লোক উপকৃত হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব),

উত্তর : -

১৯৮৩ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত আই-আর-ডি পি স্কীমে ঋণ প্রাপ্ত উপকৃত পরিবারের সংখ্যা নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক দেওয়া হইল।

	মহকুমার নাম	উপকৃত পরিবারের সংখ্যা
১।	সদর	১৬১৭২
২।	খোয়াই	৫৬৪১
৩।	সোনামুড়া	৩২৩২
৪।	উদয়পুর	৬৮৭৬
৫।	অমরপুর	৩১৩৬
৬।	বিলোণীয়া	৮৬৬১
৭।	সাব্রুম	২৮৫৯
৮।	কমলপুর	৪৬৭৯
৯।	কৈলাশহর	১১৮৫৪
১০।	ধর্মনগর	৮৩৫৩
	মোট	৭১৩৬৩

প্রশ্ন :-

২। তাদের মধ্যে Schedule Castes এবং Sch. Tribes Community ভুক্ত লোকের সংখ্যা কত ? (আলাদা হিসাব)

উত্তর :-

মোট ৭১৩৬৩টি আই-আর-ডি-পি ঋন প্রাপ্ত উপকৃত পরিবারের মধ্যে ১৫৭৪১ টি পরিবার Schedule Castes এবং ২১২৯৪টি পরিবার Schedule Tribe এর অন্তর্গত ।

FAPES LAID ON TABLE
(Questions And Answers)

ADMITTEDUN-STARRED OUESINS NO: 16

NAME OF M.L.A. SHRI NAKUL DAS

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Famaly Welfare Department be pleased to state :-

১) রাজ্যের হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির জন্য কোন্ কোন্ ধরনের প্রতি বৎসর কি পরিমানের ঔষধের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা.

৩) যদি যথেষ্ট না হয় তবে প্রয়োজনানুসারে ঔষধ সরবরাহের জন্য কি কি উদ্যোগ সরকার গ্রহন করেছেন ?

A N S W E R

MINISTER-IN CHARCE oF THE HEALTH FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) SHRI [illegible]AR CHOWDHURY.)

১) রাজ্যের হাসপাতাল ও চিকিৎসা চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে সাধারণত Anti-d[illegible]err-ial, Anti Dysentry. Antibi[illegible] এবং fluid জাতিয় ঔষধ ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ইনডেন্ট অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। এছাড়া আরও অনেক ঔষধ ও জীবনদায়ী ঔষধ সব সময় সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

২) ত্রিপুরায় বৎসরে মোট ইনডোর রোগীর সংখ্যা ৮.৫ লক্ষ এবং আউটডোর রোগীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। সকলের জন্য সাধারন ঔষধে প্রয়োজন মোট ২৫ কোটি টাকার প্রয়োজন। স্বাস্থ্য দপ্তরের বাজেট ঔষধের জন্য নির্দিষ্ট কোন বরাদ্দ নেই। বর্তমানে যে ঔষধ দেয়া হয় তাতে মোট ১ কোটি টাকার মত খরচ হয়।

৩) প্রয়োজনানুসারে ঔষধ সরবরাহ মূলত বাজেট বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি না হইলে প্রয়োজনানুযায়ী ঔষধ সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

Admitted Un-Starred Question No. 1[illegible]

Name of Member : Shri Nakul Das, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমান আর্থিকল বর্ষে, কোন ব্লকে এন. আর. ই পি. খাতে মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব ;

২) ঐ টাকা মধ্যে কোন ব্লকে এখন পর্যন্ত কত টাকা খরচ কায়ছে এবং কোন কোন ব্লক টাকা খরচ করচ কনতে পারে নি ;

৩) ঐ টাকায় ব্লকগুলি কি কি কাজ সম্পূর্ন করেছে বা করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

উত্তর

Name of Minister : Shri Dinesh Deb Barma.

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

বর্তমান আর্থিক বৎসরে এন. আর. ই. পি খাতে ব্লকগুলিতে টাকা বরাদ্ধ ও খরচ প্রভৃতির হিসাব (অক্টোবর ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত)
নিম্নে দেখান হইল -

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	টাকা দেওয়া হইয়াছে	টাকা খরচ করা হইয়াছে	টাকা খরচ করা হয় নাই
১।	বিশালগড়	৩,৫৫,৮০০.০০	২ ০৯,২৭১.০০	১,৪৬ ৫২৯.০০
২।	টাকারজলা জম্পুইজলা	৭,৪১,৫৭৭.০০	৫.৩৮,০০০,০০	২,০৩৫৭৭,০০

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	টাকা দেওয়া হইয়াছে	টাকা খরচ করা হইয়াছে	টাকা খরচ করা হয় নাই
৩।	মোহনপুর	৫ ৯৩,৪৬৬.০০	২,০১,৩৮৭.০০	৩ ৯২.০ ৯ ০০
৪।	জিরানিয়া	৬,৪৭.৭২২.০০	৪.২১.১৮৫.০০	২.২৬.৫ ৭,০০
৫।	খোয়াই	১.৯৬ ১৫০,০০	১.৫৬,৯১৮,০০	৩৯ ২ ২,০০
৬।	তেলিয়ামুড়া	২,২৫,৪০০.০০	১ ৯২.১৭২,০০	৩৩,২২৮.০০
৭।	মেলাঘর	৬ ৬৯ ৪৮০.০০	৬,৩২,৭৫০,০০	৩৬ ৭৩০,০০
৮।	মাতাবাড়ী	৫ ৩৭.২৯৬ ০০	১ ২০ ৫৯০,০০	৪,১৬,৭৬০০,
৯।	ডম্বুরনগর	১,২৩ ৪১৫,০০	২৯.৪৩৭,০০	৯৩,৯৭৮,০০
১০।	সাতচাঁদ	৩,৭১,১৬১,০০	৮৫ . ৪ ০০	২,৮৫.৯ ৭,০০
১১।	বগাফা	৩,২৯,৭৪০০	১.৬৬ ১৬ ০০	১,৬৪, ৩৮,০০
১২।	রাজনগর	৩,১৯,৮০৪,০০	১ ৬৫ ৫৬ ০০	১,৬৪,০৪৮.০০
১৩।	অমরপুর	৩৬৭.৯৫৮,০০	৯৭১ ১৫,০০	১.৯৬ ৮০ ৩,৯০
১৪।	পানিসাগর	৬,৩০.৮,০০	৩,৮৩ , ২৪০০	২ ৪৭ ৫৭৬,০০
১৫।	কাঞ্চনপুর	৪.৫০,০০০ ০০	৩ ৬৫ ১২ ০০	৮৫ ৩৫,০০
১৬।	কুমারঘাট	৬ ৩০ ০০০ ০০.	৩.৭৫ ৮৯,০০	২,৫৪ ৯১১,০০
১৭।	ছামনু	৪.১৩,৭০০,০০	১ ৮৯. ৯ ০০	২,২৪ ১১১,০০
১৮।	সালেমা	৬ ০০ ৫৪০,০০	১ ৬৬ ২৮,০০	৩,৩৪,২৭২,০০

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ঐ টাকা দিয়ে সামাজিক বনায়ণ. রাস্তা. পঞ্চায়েত ঘর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ; উইডিং সেড স্কুল ঘর, উপজাতি ও তপশী জাতিভুক্ত পরিবারের জন্য ঘর তৈরী অঙ্গনাদি ঘর পাণনীয় জলের গ্রাম্য পুকুর খনন প্রভৃতি করা হয়েছে এবং আরও তৈয়ার করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Unstarred Question No, 19

Name of Member ; Shri Nakul Das. :—

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

QUESTION

১। রাজ্যে বর্তমান অর্থ-বর্ষে মোট কতটি মার্ক-টু গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে কতটি বসানো হয়েছে এবং কতটি বসানো হয়নি ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ মার্ক-টু টিউব ওয়েলগুলি বসানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন বা করবেন ?

REPLY

Minister-In-Charge of the Rural Development Department

Shri Dinesh Deb Barma

১। বর্তমান অর্থবর্ষ পর্যন্ত মার্ক-টু গভীর নলকূপের ব্লক ভিত্তিক হিসাব

পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	মোট আর্থিক বর্ষ পর্য্যন্ত বসানোর পরিকল্পনা	মোট কতটি এ পর্যন্ত বসানো হয়েছে	মোট কতটি বসানো হয়নি
বিশালগড়	১৭৫	৭০	১০৫
জম্পুইজলা	৫৫	২৫	৩০
জিরানিয়া	১৩৪	৬৭	৬৭
মোহনপুর	১৩৮	৫৮	৮০
মেলাঘর	১৩২	৪৩	৮৯
তেলিয়ামুড়া	১২৩	৩১	৯২
খোয়াই	১২১	৬৩	৫৮

দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	মোট আর্থিক বর্ষ পর্যান্ত বসানোর পরিকল্পনা	মোট কতটি পর্যন্ত বসানো হয়েছে	মোধ কতটি বসানো হয়নি
ডম্বুরনগর	৮	—	৮
অমরপুর	২৫	—	২৫
মাতারবাড়ী	৪২	—	৪২
বগাফা	৪৫	-	৪৫
রাজনগর	৩৭		৩৭
সাঁতচান	৪৫	—	৪৫
রির্জার্ভ	৫	—	৫
উত্তর ত্রিপুরা			
পানিসাগর	১৪১	৭৭	৬৪
কাঞ্চনপুর	১০	১	[illegible]
কুমারঘাট	১২৪	১১২	১২
ছামনু	৩৪	২০	১৪
সালেমা	১০৬	৬২	৪৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

মার্ক-টু টিউব ওয়েল বসানোর এবং ইহার দ্রুত রূপায়ণের জন্য সরকার সভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন। ১টি রিগ মেশিন কিনিবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং অকেজো মার্ক টু টিউব ওয়েলগুলি সারানোর কাজে একটি মোবাইল টিম গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No 20,

Name of Member :- Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operation Department be pleased to state

১) রাজ্যে মোট কয়টি সমবায় ব্যাংক কাজ করছে ; এবং

২) ঐ ব্যাংকগুলির মধ্যে ১৯৭৯-৮০ সমবায় বর্ষ থেকে বর্তমান সমবায় বর্ষ পর্যন্ত কোন ব্যাংক কত টাকা লগ্নী করেছে এবং কোন ব্যাংক উক্ত লগ্নীর কত টাকা আদায় করেছেন (বছর ভিত্তিক হিসাব) ;

৩) ঐ ব্যাংকগুলির কয়টি লাভে চলছে এবং কয়টি লোকসানে চলছে : এবং

৪) যদি লোকসানে চলে থাকে তবে তার কারণগুলি কি কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Co-operation Department.

১) রাজ্যে মোট ৩টি সমবায় ব্যাংক কাজ করছে।

২) ১৯৭৯-৮০ সমবায় বর্ষ থেকে বর্তমানে সমবায় বর্ষ পর্যন্ত যে পরিমান টাকা লগ্নী এবং আদায় করেছে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল

সন	ব্যাংকের নাম	লগ্নী [লক্ষ টাকা]	আদায় [লক্ষ টাকা]
১৯৭৯-৮০	ত্রিপুরাষ্টেট কো-আপারেটিভ ব্যাংক লিঃ	১৮৫,৪৪	১৮৪,৩৪
১৯৮০-৮১	ঐ	৪৯৩.৩৭	৩৫৫.৮০
১৯৮১-৮২	ঐ	৬৯৯.২৪	৩৫,৯৬
১৯৮২-৮৩	ঐ	৭৩৪.৯১	২.৭৮
১৯৮৩-৮৪	ঐ	৭৭৬ ৬০	৫৭.১৯
১৯৮৪-৮৫	ঐ	৬৫৪,৬৫	৯,৪২
১৯৮৫-৮৬	ঐ	১৯১৯.৭৫	১৮৬.০৭
১৯৭৯-৮০	ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট	২২ ৪৮	৩.৩৯
১৯৮০-৮১	ঐ	৫৮.৪১	৩.৯৩
১৯৮১-৮২	ঐ	৩৫.১৩	৭.৮২
১৯৮২-৮৩	ঐ	৭,০২	১২,৫৬
১৯৮৩-৮৪	ঐ	১০,৬৫	১২,৫৪

সন	ব্যাংকের নাম	লগ্নী [লক্ষটাকা]	আদায় [লক্ষ টাকা]
	ত্রিপুরা ষ্টেট কো অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক লি :		
১৯৮৪-৮৫	ঐ	১২.৪২	৯,৬৭
১৯৮৫-৮৬	ঐ	১৬,০৮	১৫,০৮
১৯৭৯-৮০	আগরতলা কোঅপারেটিভ আরবান ব্যাংক লি:	৬ ০৫	৩,০৩
১৯৮০-৮১	ঐ	৮,৫১	৪.৯৩
১৯৮১-৮২	ঐ	৬,৭৯	৫.৯৭
১৯৮২ ৮৩	ঐ	৫.৪৮	৪.৬৫
১৯৮৩-৮৪	"	৭.৩১	৬,৫০
১৯৮৪ ৮৫	"	৭,৩৯	৭,১১
১৯৮৫-৮৬	"	২৮,৭৪	১৯,৪২

৩] উক্ত ৩টি ব্যাংকের মধ্যে ২টি লাভে এবং ১টি লোকসানে চলছে।

৪] ১টি লোকসানে চলার কারণ হল ঋণ আদায়ের তুলনায় পরিচালন গত ব্যয় বাহুল্য।

Admitted Unstarred Question No. :-23

asked by Shri Tarani Mohan Sinha, M,L. A,

QUESTION

will the Hon'ble Minister in-charge of Food & Civil Supplies Department, be pleased to state.

১ ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্য মজুদ রাখার জন্য রাজ্য সরকারের কয়টি ও কেন্দ্রীয় সরকারের কয়টি গোডাউন আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

২ কোন বিভাগে কোন কোন গোডাউনে কত পরিমনে চাউল রাখার ব্যাবস্থা আছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১ ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্যে সরকারের গুদামের (godown sheds) বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :-

	বিভাগ	সাখ্যা
১)	সোনামুড়া	৫ ,,
২)	সদর (আগরতলা)	১৪ ,,
৩)	উদয়পুর	২ ,,
৪)	অমরপুর	৭ ,,
৫)	বিলোনিয়া	৬ ,,
	সাব্রুম	৫ ,,
৭	কমলপুর	৫ ,,
৮	কৈলাশহর	৭ ,,
৯	ধর্মনগর	১৪ ,,
১০)	খোয়াই	৩ ,,

মোট ৬৮টি

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমজুত রাখার জন্য নিজস্ব কোন গুদাম ত্রিপুরা রাজ্যে নাই ।

২) কেবলমাত্র চাল রাখার জন্য বিভাগ ভিত্তিক গুদামের ধারণ ক্ষমতা (Capacity) ঃ

বিভাগ		গুদামের নাম	ধারণক্ষমতা (in. M. T)
ধর্মনগর	(১)	চন্দ্রপুর	২১৪
	(২)	ট্রানজিত	৭৪২০

বিভাগ	গুদামের নাম	ধারন ক্ষমতা
	(৩) ধামছড়া	২১৪
	(৪) কাঞ্চনপুর	৩০০
	(৫) গঙ্গানগর	৫০০
	(৬) মংসুই	৪০
কৈলাশহর	(১) গৌরনগর	৪২০
	(২) কুমারঘাট	১১২৫
	(৩) মনুক্রেসিং	৫০০
	(৪) চামনু	১৪
কমলপুর	(১) কমলপুর	৪২০
	(২) আমবাসা	১০০০
	(৩) হালাহালি	৩০০
	(৪) গঙ্গানগর	১১৫
খোয়াই	(১) খোয়াই	৬৭০
	(২) তেলিয়ামুড়া	১০০০
সদর (আগরতলা)	(১) সেণ্ট্রালষ্টোরস (A.D.Nagar	৫৮০০
	(২) গকুলনগর	১০০
	(২) বিশালগড়	২৫০
	(৩) মোহনপুর	১৫০
সোনামুড়া	১) মেলাঘর	১০০০
	২) বকস্‌নগর	২৭০

বিভাগ	গুদামের নাম	ধারন ক্ষমতা
	৩) কাঠলিয়া	২১৪
উদয়পুর	১) উদয়পুরে	১০০০
অমরপুর	১) অমরপুর	১০০০
	২) রইস্তাবাড়ী	৫০০
	৩) গণ্ডাছড়া	৫৫০
	৪) যতনবাড়ী	২০০
	৫) অম্পিনগর	১১৫
বিলোনিয়া	১) বনকর	১০০০
	২) বগাফা	১০০০
	৩) রাজনগর	২১৪
	৪) ঋষ্যমুখ	২৬৯
সাব্রুম	১) সাব্রুম	৮০০
	২) মনুবাজার	৩৫০
	৩) শিলাছড়ি	২৫০

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO : 25

NAME OF M.L,A, SHRI TARANI MOHAN SINHA

Will the Honourable Minister-in-harge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১] ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৬ ইং জুন মাস পর্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর হার কত, [বছর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব]

২] উক্ত সময়ের মধ্যে কতজনকে জন্ম নিয়ন্ত্রনের আওতায় আনা হয়েছে, এবং

৩] জন্মের হার কমানোর জন্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the health & family welfare department

(Name of the Minister) : SHRI SAMAR CHOWDHURY.

১] উক্ত সময়ের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর বছর ও মহকুমা ভিত্তিক তালিকা সঙ্গে দেয়া হল।

২] উক্ত সময়ের মধ্যে ২৫,৮০৫ জনকে জন্ম নিয়ন্ত্রনের স্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে নির্বিজী-করন ও বন্ধ্যাকরন করা হয় এবং ৪, ৩৯৫ জন, ৬, ৬২০ জন ও ৯,৯১৩ জনকে যথাক্রমে কপারটি/ লুপ, খাইবার বড়ি এবং নিরোধ অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি হিসাবে দেয়া হয়।

৩] জন্ম হার কমানোর জন্য সরকার কতগুলো স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে পুরুষদের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে নিরোধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। স্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে নির্বীজকরন অপারেশন করা হয়। তারজন্য প্রতি পুরুষকে ১৪০ টাকা দেয়া হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে অস্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে অরেল পিল ও আই, ইউ, ডি এবং স্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে টিউবেকটমি অপারেশন করা হয়। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য প্রতি মহিলাকে ১৭০ টাকা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাগুলো প্রতিটি সদর হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাওয়া যায়।

Admitted Unstarred Question No, 25

TOTAL BIRTH

Name of Sub-Division	1982	1983	1984	1985	Upto June 1986
Agartala Munici-pality area	6063	6143	7741	6557	3077
Sadar	1401	1589	1249	5597	4000
Khowai	1688	2402	1731	2983	711
Sonamura	403	450	174	711	199
Udaipur	1407	1660	1681	641	590
Amarpur	2	514	423	926	306
Belonia	637	869	1103	1672	641
Sabroom	237	168	137	221	84
Kamalpur	1636	2086	2450	2934	2314
Kailashar	1338	1007	1398	1975	927
Dharmanagar	4647	4743	5047	2314	2775
Total	19751	21631	23134	26531	15624

GRAND TOTAL— 1,06,671

TOTAL DEATH

Name of Sub-Division	1982	1983	1984	1985	Upto June 1986
Agartala Muni-cipality area	1147	1176	1453	1215	391
Sadar	141	151	140	537	556
Sonamura	55	250	26	86	20
Khowai	254	99	304	386	86

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Udaipur	265	223	220	95	40
Amarpur	87	66	115	194	74
Belonia	187	226	179	234	95
Sabroom	71	83	48	69	26
Kamalpur	203	206	251	276	100
Kailashar	414	206	495	206	65
Dharmanagar	732	741	854	100	278
TOTAL	3556	3327	4035	3398	153[illegible]

GRAND TOTAL --15,897

Admitted Unstarred : Question NO 26

Name of M. L. A. : Sri Tarani Mohan Sinha

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Forest Department be pleased to state :-

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কত হেক্টর ভূমিতে কফি চাষ হইতেছে (বিভাগ ভিত্তির হিসাব)

২) ত্রিপুরায় কফি উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয়েছে কিনা ;

৩) যদি আরম্ভ করা হয়ে থাকে তবে কবে থেকে এই উৎপাদনে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং ১৯৮৬ ইং সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রতি বছর পরিমান কফি উৎপাদন করা হয়েছে ? (বৎসর ও বিভাগ ভিত্তিক কফি উৎপাদনে হিসাব ।

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :-Sri A. Rahaman.

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বনবিভাগের অধীনে বর্ত্তমানে ৫৬৩,৬৫ হেক্টর ভূমিতে কফির চাষ হইতেছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

১) কান্চনপুর ডিভিশন ৪,৫০ হেক্টর

২) ট্রেনিং ডিভিশন—২৪,০০ ,,

৩) মনু ডিভিশন—১৩৭.৫০ ,,

৪) বগাফা ডিভিশন—৩০,০০ ,,

৫) সদর ডিভিশন- ১০৭.১০ হেঃ

৬) আমবাসা ডিভিশন—৬০,৫০ হেঃ

৭) উদয়পুর ডিভিশন ১০.৪০ হেঃ

৮) তেলিয়ামুড়া ডিভিশন—১৮৯.৬৫ হেঃ

মোট ৫৬৩.৬৫ হেঃ

২) পাকা চেরী কফি উৎপাদন শুরু হয়েছে তবে কফি তৈরীর কাজ এখানে হয়না কারন প্রচলিত আইন অনুসারে উৎপাদিত সমস্ত পাকা চেরী কফি বীজ, কফি বোর্ডের কাছে বিক্রয় করিতে হয়।

৩) ১৯৮০-৮১ ইং সন থেকে চেরী কফি উৎপাদন শুরু হয়েছে। উক্ত সন থেকে ১৯৮৬-৮৭ ইং সনের অকটোবর মাস পর্যন্ত মোট ২৫, ৩৫০. ৯০০ কে জি চেরী কফি উৎপন্ন হয়েছে যার বৎসর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question and Anwers)

বৎসর ভিত্তিক ও বিভাগভিত্তিক কফি উৎপাদনের পরিমান কিলোগ্রাম হিসাবে।

ডিভিশনের নাম	১৯৮০-৮৯ সন	১৯৮১-৮২ সন	১৯৮২.৮৩ সন	১৯৮৩.৮৪ সন	১৯৮৪.৮৫ সন	১৯৮৫.৮৬ সন	১৯৮৬ ৮৭ নভেম্বর পর্যন্ত
মনু	—	১২	৪৪৬	২১৩৮	৭৯৫	১২০৪০	৩২০
ট্রেনিং	—	—	—	—	—	২০	—
বগাফা	—	—	—	—	—	৭	৯০
আমবাসা					৮.৫০০	১০.৪০০	৭০
উদয়পুর	—	৮	৫	৫২	৪১	৪৫	
তেলিয়মুড়া	৮০	৬০	১০০	২৯৮০	৪৪০	৭০০	৪৮৮৪
	৮০	৮০	৫৫১	৫১৭০	১২৮৬,৫০০	১২৮২২-৪০০	৫৩৬৪

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO: 30

NAME OF M, L, A, :- Sh Gopal Ch, Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be Pleased to state -

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বন বিভাগের দখলী কৃত সংরক্ষিত বন ভূমিতে ব্যাক্তিগত মালিকানায় কেউ কেউ রাবার বাগান গড়ে তুলেছে।

২) সত্য হলে রাজ্যের কোন কোন এলাকায় সংরক্ষিত বনভূমিতে কি পরিমান জমিতে কোন কোন মালিকের অধীনে রাবার বাগান গড়ে উঠেছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department - Shi A, Rahaman

১) ইহা সত্য নয়। তবে ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্লান্টেশান কর্পোরেশানের অধীনে কোন কোন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে রাবার বাগান করা হয়েছিল যা পরবর্তী সময়ে জুমিয়াদের পুর্ণবাসনের জন্য তাদের মধ্যে ঐ সমস্ত রাবার বাগানের মালিকানা দিয়ে; রাবায় বাগান বন্টন করে দেওয়া হয়েছে।

২) ত্রিপুরা ফরেষ্টডেভেলা পমেন্ট এণ্ড প্লেন্টেশন কর্পোরেশন লিঃ এর অধীনে নিম্নলিখি রাবার বাগানগুলি পাথালিয়া রিজার্ভ ফরেষ্টের ওয়ারেং বাড়ীতে করা হয়েছে। এই এই বাগানগুলি উপজাতি জুমিয়া পরিবারের পুর্নবাসনের জন্য সেন্ট্রাল স্পনসো রড্ স্কীম অব সিফটিং কালটিভেসন এবং সরকারের পুর্নবাসন স্কীমে করা হয়েছে।

বৎসর	বাগানের পরিমান
১৯৭৬	২০.০ হেঃ
১৯৭৭	৩০.০ হেঃ
১৯৭৯	৫৮.০ হেঃ
	১০৮.০হেঃ
১৯৮০	২,৬
১৯৮১	৭২,৩
	১৮২,৯

এই বাগানগুলির মধ্যে ১০৮.০ হেঃ বাগান ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্য্যন্ত ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকারের সেণ্টালী স্পনসোরড স্কীমে করা হয়েছে এবং রক্ষনা বেক্ষনের কাজ উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের টাকায় করা হয়েছে। সরকারের ১৪৮.০ হেঃ রাবার বাগান ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০০টি উপজাতি জুমিয়া পরি- পরিবারের মধ্যে বণ্টন করেছেন। তাছাড়া ৭৪.৯ হেক্টর বাগান যা জুমিয়া পুর্নবাসন স্কীমে করা হয়েচে তাও ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

নিচের রাবার বাগানগুলি ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন কলকলিয়াতে হরিডনগর রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর ও বাহিরে, তপশিলি জাতির পরিবারকে পুর্ণবাসন

দেওয়ার জন্য স্পেসাল কম্পোনেন্টপ্লেনে গড়ে তুলেছে।

বৎসর	বাগানের পরিমান	মন্তব্য
১৯৮২	৩০.৫০ হেঃ	আংশিক রিজার্ভ ফরেষ্ট
১৯৮৩	২০.০০হেঃ	রিজার্ভ ফরেষ্টের
	৫০,৫০হেঃ	বাহির

এই বাগানগুলি ভূমিহীন তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের মধ্যে বন্টনের জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত রাবার বাগানগুলি ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন সরকারের রিসেটেলমেন্ট স্কীমে রিজার্ভ ফরেষ্টের বাহিরে গড়ে তুলেছে।

সেন্টারের নাম	বৎসর	বাগানের পরিমান
করিলছড়া	১৯৮০ ৮৬	২৬৩.৫০ হেঃ
পদ্মনগর	১৯৮২-৮৬	১২১,২৫ হেঃ
বনবাজার	০৯৮৫-৮৬	৪৩,৯৬ হেঃ

সংরক্ষিত বনভূমিতে ব্যক্তিগন মালিকানায় কাহাকেও রাবার বাগান গড়ে তুলতে দেওয়া হয় না। বিশদ বিবরন ২নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

ADMITTEDUN-STARRED QUESTION NO: 34

NAME OF M.L.A. SHRI JAWHAR SAHA.

Will the Hononrable Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state,

১। ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৭-৯-৮৬ পর্যন্ত বিভিন্ন ল্যাম্পস্ এবং

প্যাকস্ থেকে মোট কতজন ব্যক্তিকে মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এদের মধ্যে কতজন সাধারণ সম্প্রদায় ভূক্ত কত জন তপশীলি জাতি এবং কত জন তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায় ভূক্ত,

৩। উক্ত ঋণের মধ্যে এ পর্যন্ত কতজনের নিকট থেকে পুরো টাকা ফেরৎ পাওয়া গিয়েছে এবং কত জনের নিকট থেকে আংশিক হারে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া গিয়াছে তার হিসাব ?

ANSWER

Minister-In-Charge of the Co-operation Department.

১।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন

৩।

Admitted Unstarred Question No. :-37

(NAME OF THE MEMBER :—) SHRI JAWHAR SAHA,

2) Shri Kashiram Reang,

will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department. be pleased to state :-

১) ১৯৭৮ ইং সালের ১ জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এ চুরি, ডাকাতি ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে [বৎসর ভিত্তিক হিসাব] ; এবং

২) উক্ত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের কতজন কর্মীকে জড়িত থাকার অভিযোগ এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ;

৩) উক্ত ঘটনায় নগদ টাকা ও মালামাল ক্ষতির পরিমান [বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Co-operative Department

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.:- 42.

Name of the M. L. A. :- Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Rural Development Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট কত কিলোমিটার গ্রামীন রাস্তা রয়েছে

২) এর মধ্যে ১৯৭৭ ইং সনের পূর্বে কত কিলোমিটার ছিল এবং ১৯৭৮ ইং সনের পর আজ পর্য্যন্ত কত কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে ব্লক ভিত্তিক হিসাব

উত্তর

Minister-in-charge of the Rural Development Department :- Shri Dinesh DebBarma,

১নং এবং ২নং

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Apmitted Unstarred Question No. 69

Name of Members :- 1) Shri Bhanu Lal Saha,

2) Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ সনে রাজ্যে এস. আর. ই, পি, ও আর এল, ই, জি, পি,-তে মোট কত অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং কত শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছিল (আলাদা আলাদা হিসাব);

২) ১৯৮৬-৮৭ সনে নভেম্বর পর্যন্ত ঐ খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং সৃষ্ট শ্রম দিবস কত (আলাদাআলাদা হিসাব);

৩) মাথা পিছু ১৩৩ শ্রম দিবস করতে বৎসরে মোট কত অর্থ প্রয়োজন ;

৪) কেন্দ্রীয় সরকার অনুরূপ অর্থ এ বছর মঞ্জুর করার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

Name of Minister : Shri Dinesh Deb Barma.

১) ১০৮৫-৮৬ ইং সনে

	অর্থ ব্যয় হয়েছে	শ্রম দিবস সৃষ্ট হয়েছে
এস, আর, ই, পি,	টাঃ ৪৪৩,৫৩৮ লক্ষ	৪১,৮৫২ লক্ষ
এন, আর, ই, পি,	টাঃ ১৫৯,০৬৩ লক্ষ	৭,০৭০ লক্ষ
আর, এল, ই, জি, পি,	টাঃ ১৮৩,৫৮২ লক্ষ	১২,০৯৩

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

২নং প্রশ্নের উত্তর

	অর্থ ব্যয় হয়েছে (নভেম্বর পর্যান্ত)	শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে (নভেম্বর পর্যান্ত)
এস. আর, ই, পি,	টাঃ ১৬৬ ৯৪৬ লক্ষ	১৫,৩৯,৪৮৫
এন, আর, ই, পি,	টাঃ ৭৬ ১৬৪ লক্ষ	৩,৯২৪ লক্ষ
আর, এল, ই, জি, পি,	টাঃ ৭৬ ১৬৪ লক্ষ	২,৭০৭ লক্ষ

৩) অত্যন্ত গরীব লোক যাহাদের মধ্যে লক্ষ সেবার কাড দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে মাথা পিছু ১০০ শ্রম দিবস কাজ দিতে বৎসরে আনুমানিক ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকা মুজুরি হিসাবে লাগিবে।

৪) না।

A Limited Un-starred Question NO 70
Name of Member — Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state,

QUESTION

১) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কোন কোন সমবায় সমিতির মাধ্যমে কত পরিমান পাট ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করেছেন তাহার হিসাব।

২) উক্ত সময়ে পাট চাষীদের নিকট থেকে কতটি সমবায় সমিতিকে ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ;

৩) ইহা কি সত্য সমবায় সমিতিগুলি সময় মতো পাট চাষীর নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে পাট না কেনায় অনেক গরীব পাট চাষী নামমাত্র মূল্যে ফড়িয়াদের কাছে পাট

বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ও বর্তমানে ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN CHARGE OF THE CO-OPERATIVE DEPARTMENT

১) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি সংশ্লিষ্ট তালিকায় উল্লেখিত সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৩০,২২৬.২০ কুইন্টাল পাট/মেস্তা ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করেছে।

২) উক্ত সময়ে ১১৪টি সমবায় সমিতেকে ১৫৮টি ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পাট চাষীদের নিকট থেকে পাট ক্রয় করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩) এমন কোন তথ্য জানা নেই।

সমিতির তালিকা :—

১। খোয়াই প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ পাইভেট লি :
২। গয়াপ্রসাদপুর প্যাক্স লি :
৩। তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৪। জনকল্যাণ প্যাক্স. চেবরী।
৫। দক্ষিণ পদ্মবিল ল্যাম্পস।
৬। অগ্রগতি ল্যাম্পস,
৭। জনকল্যাণ প্যাক্স আশারামবাড়ী।
৮। উপজাতি কল্যাণ ল্যামপ্স।
৯। প্রমোদনগর ল্যামপ্স।
১০। মহারাণীপুর প্যাক্স।
১১। বিশালগড় প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিভ লি :
১২। চম্পাকাঞ্চন প্যাক্স লি :।

১৩। মোহনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি
১৪। জম্পুইজলা ল্যামপ্স্ লি ঃ
১৫। মোহনপুর নোয়াগাও প্যাকস্ লি ঃ
১৬। জিরানীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি
১৭। টাকারজলা ল্যাম্পস লি ঃ
১৮। গাবদি ল্যাম্পস লি ঃ
১৯। চম্পকনগর ল্যাম্পস লি ঃ
২০। বড় কাঠাল ল্যাম্পস লি ঃ
২১। সিমনা প্যাক্স লি ঃ
২২। দলদলি ল্যাম্পস লি ঃ
২৩। গ্রামবিকাশ ল্যামপ্স লি ঃ
২৪। পাটনি পাড়া ল্যামপ্স লি ঃ।
২৫। ফটিকছড়া গাওসভা প্যাক্স লি ঃ।
২৬। নরনিংগড় প্যাক্স্ লি ঃ
২৭। কোবরা খামার ল্যামপ্স লি ঃ
২৮। বিজয়নগর এণ্ড কলাছড়া প্যাক্স লি ঃ
২৯। গৌরচাঁদ ল্যামপ্স্ লি ঃ
৩০। মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটি সোসাইটি লি ঃ
৩১। মোহনভোগ প্যাক্স লি :
৩২। সোনামুড়া বিভাগীয় ল্যামপ্স লি :
৩৩। পল্লীমঙ্গল প্যাক্স লি ঃ
৩৪। নেতাজী প্যাক্স লি ঃ মনুবাজার।
৩৫। বনফুল ল্যামপ্স লি :
৩৬। ভুরাতলী ল্যামপ্স লি ঃ
৩৭। প্রগতি প্যাক্স লি ঃ হরিনা,

৩৮। বিবেকানন্দ প্যাক্স লি ঃ জলেফা।
৩৯। বিলোণীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি ঃ
৪০। পূর্ব বগাফা প্যাক্স লি ঃ বগাফা,
৪১। বাইখোরা প্যাক্স লি ঃ।
৪২। দেবদাক ল্যামপ্স লি ঃ।
৪৩। মুহুরীপুর প্যাক্স লি ঃ।
৪৪। ধনঞ্জয় ল্যামপ্স লি ঃ।
৪৫। বীরচন্দ্রনগর এণ্ড পতিছড়ি গাওসভা ল্যামপ্স, লি ঃ।
৪৬। বড় পাহারী প্যাক্স লি ঃ।
৪৭। অমরপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি ঃ।
৪৮। চেলাগাং ল্যামপ্স লি ঃ।
৪৯। নতুন বাজার ল্যামপ্স লি ঃ।
৫০। করবুক ল্যামপ্স লি ঃ।
৫১। মালবাসা ল্যামপ্স লি ঃ।
৫২ উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: ;
৫৩ বাগমা প্যাক্স লি: ।
৫৪ মাতাবাড়ী কার্মাস সার্বিস দোপা সোসাইটি
৫৫ শালগড়া প্যাক্স লি:
৫৬ কিল্লা ল্যাম্প লিঃ।
৫৭ গর্জি ল্যাম্পস লিঃ।
৫৮ উপেন্দ্রনগর প্যাক্স লি: ।
৫৮ উপেন্দ্রনগর প্যাক্স লি. ।
৫৯ জামজুড়ি প্যাক্স লি: ।
৬০ তুলামূড়া প্যাক্স লি: ।
৬১ কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।
৬২ কুলাই প্যাক্স লি: ।
৬৩ কমলপুর প্যাক্স লি:

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Anwers)

৬৪। মহারানী ল্যাম্পস লিঃ।
৬৫। পূর্ব্ব মানিক ভাণ্ডার প্যাক্স লিঃ।
৬৭। গঙ্গানগর ল্যাম্পস লিঃ।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO: 72

NAME OF Member:- Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be Pleased to state -

QUESTION

১ ১৯৮৪-৮৫ হইতে ১৯৮৫-৮৬ইং বছরে সমবায়ের মাধ্যমে রাজ্যে কত টাকার ফুলঝাড়ু কেনা হয়েছে,

২ এবং এই ফুলঝাড়ু ক্রয় করার জন্য রাজ্যে কয়টি ল্যাম্পস ও প্যাকসে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল ? (ল্যাম্পস্ ও প্যাকসের নাম সহ আলাদা আলাদা হিসাব)

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operation Department,

১) ১৯৮৪—৮৫ সনে ফুলঝাড়ু কেনা হয় নাই। ১৯৮৫—৮৬ সনে মোট—৯,৮৩, ৮৭৭—৬০ টাকার ফুলঝাড়ু কেনা হয়েছে।

২) ফুলঝাড়ু কেনার জন্য মোট ২৬টি ল্যাম্পস্, ৮টি প্যাকস, ২টি মার্কেটিং সোসাইটি এবং ১টি উপজাতি ভূমিহীন সেবা সমবায় সমিতিকে মোট ৮,০২,০০০ '০০ টাকা-ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্ত্তৃক দেওয়া হয়েছে। সমিতি গুলির নাম সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেওয়া গেল।

সমিতির তালিকা

১। গোমতী ল্যাম্পস্ লিঃ
২। তৈছু ল্যাম্পস্ লিঃ
৩। কর বুক ল্যাম্পস্ লিঃ
৪। নূতন বাজার ল্যাম্পস্ লিঃ
৫। বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো অপাঃ সোসাইটি লিঃ
৬। বীরচন্দ্র নগর এবং পতিছরী গাঁও সভা ল্যাম্পস্ লিঃ
৭। ধনঞ্জয় ল্যাম্পস্ লিঃ
৮। সমাজ কল্যান প্যাকস্ লিঃ
৯। বৈষ্ণবপুর ল্যাম্পস্ লিঃ
১০। ভুরাতলী ল্যাম্পস্ লিঃ
১১। বনকুল ল্যাম্পস্ লিঃ
১২। প্রমোদনগর ল্যাম্পস্ লিঃ
১৩। মুঙ্গীয়া বাড়ী ল্যাম্পস্ লিঃ
১৪। কুলাই প্যাকস্ লিঃ
১৫। গাঁঙ্গানগর ল্যাম্পস্ লিঃ
১৬। আমবাসা ল্যাম্পস্ লিঃ
১৭। আমবাসা প্যাকস্ লিঃ
১৮। কচুছড়া আর্দশ প্যাকস্ লিঃ
১৯। মহারানী প্যাকস্ লিঃ
২০। কাচুছড়া তপশীল বেকার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
২১। কাটালুতমা প্যাকস্ লিঃ
২২। কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
২৩। মাছমারা ল্যাম্পস্ লিঃ
২৪। পেচারথল ল্যাম্পস্ লিঃ
২৫। কৃষক মঙ্গল ল্যাম্পস্ লিঃ
২৬। দামছড়া ল্যাম্পস্ লিঃ

২৭। জন কল্যান ল্যাম্পস্ লি: দশদা)

২৮। কৃষক কল্যান ল্যাম্পস্ লিঃ

২৯। জম্পুই ল্যাম্পস্ লি:

৩০। ছামনু ল্যাম্পস্ লি:

৩১। ছৈলেংটা ল্যাম্পস্ লি:

৩২। করমছড়া ল্যাম্পস্ লি:

৩৩। ধুমাছড়া ল্যাম্পস্ লি:

৩৪। বেলকুম ল্যাম্পস্ লিঃ

৩৫। রাজকান্দি ল্যাম্পস্ লিঃ

৩৬। রাধানগর প্যাক্স্ লি:

৩৭। দারচৈ প্যাক্স্ লি:

Admitted Unstarred Question No. 73

Name of the M.L.A. Shri Rabindra Deb Barma

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the For : Department be pleased to state,

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে রাজ্যে কত হেক্টর বন সম্প্রসারিত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department. Shri A.Rehaman.

১) মোট ৬৭৪৫১,০০ হেকটর ভূমির উপর বন সম্প্রসারিত হয়েছে। বনবিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

ক) তেলিয়া মুড়া বনবিভাগ -১০৯৫২,০০ হেঃ

খ) উত্তর বনবিভাগ কৈলা-

সহর - ৮৪৭৭,০০হেঃ

গ) গোমতী বনবিভাগ

যতনবাড়ী - ৫৪০০,০০ হেঃ

ঘ) উদয়পুর বনবিভাগ - ২৯৬৫,০০ হেঃ

ঙ) আমবাসা বনবিভাগ - ৭৩৩৭,০০ হেঃ

চ) বনপ্রশিক্ষন বিভাগ
সিপাহীজলা - ২,০০ হেঃ

ছ) সদর বনবিভাগ -৬০৮৩,০০হেঃ

জ) মনু বনবিভাগ - ৬৩৮০,০০ হেঃ

ঝ) বন গবেষনা বিভাগ- ২৮,০০ হেঃ

ঞ দক্ষিন বনবিভাগ - ৭৬৬৯,০০
বগাফা

ট) কাঞ্চনপুর বনবিভাগ ৬৩৫৬,০০ হেঃ

ঠ) রিসেটেলমেন্ট্র বিভাগ

মনু ৪০৩৯,০০ হেঃ

ড)" যতনবাড়ী ১৭৬৩,০০ হেঃ

৬৭৪৫১,০০ হেঃ

ঠ) এবং ড) এ উল্লেখিত বিভাগগুলি বিগত ১.৪.৮৬ ইং তারিখ হইতে বনবিভাগের আওতায় নেই। বর্ত্তমানে এই দুইটি ডিভিসন, নতুন নামাকরনে ট্রাইবেল রিহেবিলিটেশান ইন প্ল্যানটেশন এণ্ড প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রোগ্রাম এর ডাইরেকটরের অধীনে আছে।

PAPERS LAID ON TH. TABLE

(Questio..s an I swers)

Admitted unstarre I q No :— 75

Name of the M.L.A. Sri Tarani Moh n Sinha

প্রশ্ন

Will the Hon'ble M nister in-Charge of the Fo t Department be pleased to State :—

১। ১৯৮২ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বন দপ্তর বিভিন্ন প্রব া বনজ সম্পদ থেকে কত টাকার রাজস্ব আদায় করেছেন বৎসর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :— Shri \ Rahaman.

১। মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১০, ০ ১০. ৮১০.২২ পয়সা দশ কোটি দুই লক্ষ দশ হাজার আটশত দশ টাকা বাইশ পয়সা পয়সা মাত্র।

১৯৮২-৮৩ ইং সন থেকে ১৯৮৬ ইং সনের ন ম্বর প ন্ত বিভিন্ন ফ ডিভিসনে বনজ সম্পদ থেকে যত টাকার রা স্ব আদায় হয়ে । তা বিভাগ ভিত্তি হিসাব অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

ফরেষ্ট ডিভিশনের নাম	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩ ৮৪	বৎসর ১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫ ৮৬	১৯৮৬-৮৭ (নভেম্বর পর্যান্ত)	
১) রিসার্চ ডিভিশন	৯২ ৯০৭.৩৪	৬১ ৯০৯,৫৯	৪৪, ৪০৯.৫৪	৬৫.২২৪ ৭৩	৫.৯৯৭.৫০	২ ৬৮,৪৪৮,৭০ টা
২) সদর ডিভিশন	১৬ ২৮,৩০৬ ০৫	১৮,৬৩৬.৪৬	১৭.৫০ ৬৭৯ ৩৭	২৫,২৩,২৬২ ৮৩	১৭.৫৬ ৬৬৪.২১	৯৪,৯৬,৫৪৮.৯২ „
৩) আমবাসা ডিভিশন	৬ ০৭ ৮০৩ ১৩	৮.২০.৮০৮.৩৪	৮.০৭ ৪৬০ ৩৯	২১ ৬৮ ৬২৩ ৬৪	১৩,৪৯,২৪৯ ৫০	৫৭,৫৩.৯২৭ ০০ „
৪) বগাফা ডিভিশন	২৫,০৭ ৩২৩,৭৮	২৭ ৬৬,২১৯.৯১	৪০ ৫৯ ৭১৪ ০৯	৫৮:৮৫,২৯৯.৬৯	২২,৩৩ ৯৪৬ ৪২	১,৭৪,৫২,৫০৩.৮৮
৫) গোমতী ডিভিসন	৮,০৩,৩৪০,০৩	৯.০৮ ৮০১ ০২	১১,৩৪,৮৭৮ ৬০	১১.৬২ ৪৪৫ ৯৬	৮ ৫৭৮৫১ ৬০	৪৮,৬৭,৩১৮ ২১ „
৬) কৈলাসহর ডিভিসন	১৭ ৮৯.৬১৪ ৮৮	১৫ ৩৭ ৮১৯,৮৭	১৫ ৮৬,৮৯৮ ৫৮	৩৯ ১৫ ৯১৫ ৯৫	১৩ ১৬ ১৯৯.৫০	৯৯.৪৬ ৪৪৮,৭৮ „
৭) উদয়পুর ডিভিসন	৩৯ ৪৯.৮২১.০৫	৪৩ ৪৬,১৯২ ৪৭	৫৮,৫০.০১০,২৩	৬৩ ৪১ ৫৩২.৩০	৩৮ ৬২ ১১৩ ৪৫	২.৪৩ ৪৯.৬৬৯.৫০
৮) মনু ডিভিসন	৫.৯৩ ২৬২.৫৯	৬ ৩৬ ৫১৩.৪৭	৮ ৪১ ৪২২.০৬	১৬ ৩৪ ৭০৬ ৯৬	১৪ ১৭ ১২১.১৮	৫১.২০,০২৭.০৬ „
৯) তেলিয়ামুড়া ডিভিসন	১২,১৮ ৪৫৪.৩৬	২২ ২২ ৬৮৫ ৭৩	৫৫,৭৭ ৭৬৫,৭৮	৫৯,৬৫ ২১৫ ৭১	৬৯ ৬৭ ৪৪৪ ৯৬	১,৭৯,১১.৫৯৬ ৪৫
১০) কাঞ্চনপুর ডিভিসন	৪ ৩৬ ৬০৪ ০৪	৪,৯০,৭০০ ৯৯	৪ ৫৫ ১৪৮ ৯৩	১৯ ৫৬ ৪৫৭ ৮৬	১৬,৯৯.৩০৯ ৮০	৫০.৩৭,৩২১ ৬২ „
	১.৩৬,১৭ ৪৩৮ ২৫	১,৫৪ ৪০,২৮৭ ৮৫	২,০১.১০৪৮৭,৫৭	৩,১৫৯৮.৬৭৫.৬৩	১ ৯৪.৪৩,৯২০,৯২	১০,০২.১০৮১০২২,

২) উপরোক্ত সময়ে বনদপ্তর কি কি প্রকারের ও কত টাকার বনজসম্পদ ত্রিপুরার বাহিরে রপ্তানী করেছেন ?	২) উপরোক্ত সময়ে বনদপ্তর কোন প্রকার বনজসম্পদ ত্রিপুরার বাহিরে রপ্তানী করেনি।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO : 76

Name of the M. L. A. :- Shri Rabindra DebBarma

will the Hon'ble Minister in charge of the Rural Development Department. be pleased ta state :-

প্রশ্ন — :

১) ১৯৮৬ ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ডম্বুরগয় ব্লক এলাকার ভগীরথ দলপতি ও রতননগর গাঁও পঞ্চায়েতে এস, আর,ই, পি ও এন, আর, ই; পি এর মাধ্যমে কি কি উন্নয়ণমূলক কাজ করা হয়েছে এবং

২) উক্ত সময়ে ঐ পঞ্চায়েত গুলিতে কত টাকা এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

উত্তর

Minister-in-charge of the Rural Development Department :- Shri Dinesh DebBarma,

১) ফিল্ড লেভেলিং (মাঠ সমান করা) রাস্তা উন্নয়ণ ও জমি লেভেলিং ইত্যাদি উন্নয়মযণমূলক কাজ এস. আর, ই, পির মাধ্যমে করা হয়েছে। এন আর, ই, পিতে কোন কাজ হয় নাই।

১) এস, আর, ই, পিতে ২৮৩,৫৪১,৫০ টাকা বরাদ্দ ও খরচ করা হয়েছিল।

NNEXURE—'C''

Postonea Admitted Un-starred Question No 225.

Name of M, L, A, : Sr. Rasik Lal Roy

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Education Department be Pleased to atate,

১) ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত এন. সি. ইনষ্টিটিউশানের শিক্ষক পরিমল কান্তি বর্মণ স্নাতক না হয়েও স্নাতক মানের বেতন ক্রম পাচ্ছেন।

২) যদি সত্য হয় তবে এই ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি? এবং

৩) যদি তিনি স্নাতক হয়ে থাকেন তাহলে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন বৎসরে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন এইরূপ কোন প্রমাণ পত্র শিক্ষা দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে কি?

৪) যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রমাণ পত্রের তথ্যগুলি কি কি?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI D.DEB

১) বিস্তারিত তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট সংস্থা হইতে এখনোও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সত্যাসত্য সম্বন্ধে বর্তমানে কিছুই বলা সম্ভব নহে।

২) ঐ

৩) ১৯৫৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রি করিয়াছেন বলিয়া ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট জমা দিয়াছেন।

৪) ঐ

PAPERSLAID O'' THE TABLE
(Questions a.. A.. wers)

ADMITTED STARRED .UES' ON NO: ? '4 (Postponed)

Name of Mem' r Shri D!! 'ian.. Hrangkhawl,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য. ১৯৮৩ ৮৪ আর্থি
বৎসরে কৈলাশহর শহর এবং পার্শ্ব.. স্থানে
এমবাং কমেন্ট এর—কাজে নিযুক্ত
ঠিকাদারগণ এখনও—তাহাদের কৃত
ওয়ার্ক এর সম্পূর্ণ পেমেন্ট পান নাই।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে
তার কারণ কি কি, এবং উক্ত কাজে
কতজন ঠিকাদারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ?

উত্তর

১) কৃত ওয়ার্ক এর পরিমান সম্বন্ধে
সন্দেহের অবকাশ থাকায় এবং আদৌ
কোনও প্রাপ্য আছে কিনা,—
ব্যাপারটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্য্যায়ে আছে।

২) কৃত কার্য্যের, পরিমান সম্বন্ধে সন্দেহের
অবকাশ থাকায় এখনই কিছু বলা
সম্ভব নয়।

Postponed starred Question No, 472 asked by shri shyama charan Tripura, M, L, A,

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food and civli supplies Department be pleased to state.

১। রাজ্যে খরা পরিস্থিতির কারণে আউস এবং আমন চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য খাদ্য শস্যের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি ?

২। সম্ভাবনা থাকলে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,

ANSWER

Replied by the Food and civil supplics,

১। হ্যাঁ,

২। ভারতীয় খাদ্য নিগম থেকে বর্দ্ধিত হারে চালের বরাদ্দ এনে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা হয়েছে।

Admitted UnStarred Question No.:- 50. (Postpondd)

Name of M,L,A, Shri Monoranjan Majumder,

QUESTION

Will theHon'ble Minister-incharge of the Education Department bepleased to State :-

১। ১৯৮৩ ৮৪, ১৯৮৪-৮৫ ও ১৯৮৫-৮৬ বর্ত্তমান বর্ষে রাজ্যের মোট কত সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীকে Book Bank হইতে বই দেওয়া হইয়াছে ;

২। তম্মধ্যে এস, সি এবং এস, টি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এবং)

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে Book Bank এর টাকা দিয়ে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া সিলেবাস বহির্ভূক্ত অন্য কোন বই কেনা হয়েছে কিনা,

৪। কেনা হয়ে থাকলে কতটাকার অন্যান্য বই কেনা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge : SHRI D.DEB,

১।

১৯৮৩ ৮৪	=	২৩,৯৪৩ জন
১৯৮৪-৮৫	=	২৯ ৪১৪ "
১৯৮৫-৮৬	=	৩৯,১৩৮ "
মোট		৯২,৪৯৫ জন

২। উত্তর সঙ্গীয় "ক" তালিকায় দেওয়া হইল
৩। না।
৪। প্রশ্ন উঠে না।

"ক" তালিকা

এস, সি এবং এস, টি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :-

মহকুমার নাম	১৯৮৩-৮৪		১৯৮৪-৮৫		১৯৮৫ ৮৬	
	এস, সি	এস.টি	এস, সি	এস টি	এস,সি	এস টি
১। উদয়পুর	১৩৮৪	৪০৪	১৪৭৮	৬১৪	১৪৫২	৮০৬
২। বিলোণীয়া	৪৬০	২৯৮	৪৭৭	৪১৮	৫৬৩	৫০৭
৩। সাব্রুম	৪৭৫	৬০৩	৫২০	৬১৯	৫৩৯	৬৬৮

৪।	অমরপুর	৩৮৯	৮৬৮	৩৪৮	৭৫৩	২২৩	৮৩৩
৫।	সদর	৮৩১	৪২০৭	১৩৩১	৫২০৮	১৮৩১	৭৪৭৮
৬।	সোনামুড়া	৯৫৬	১৩৭০	১৭৫৬	১৯৮৮	২২৮৮	২৮৫৬
৭।	খোয়াই	৩৫২	৩৯০৫	৯৪৮	৪১৮৭	১০৫৪	৬৩৩৭
৮।	কৈলাসহর	৬৩৩	৬০১	৭২১	৭৬৬	৬৯২	৭৭৩
৯।	কমলপুর	৬৮৪	৮৩৮	৫৯৪	৯৩১	১০৪৫	৯১০
১০।	ধর্মনগর	৫২৭	১০১৯	৬৪৪	৯৫৯	১০২৩	১২০২

ADMITTED UN-STARRED QUESTION, NO. 51(POSTPOND)

NAME OF M. L A.:-Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the TransPort DePartment be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে মোট কতটি বে-সরকারী জীপ, বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি ভাড়া করতে হয়েছিল এবং ঐ বে-সরকারী গাড়ীর ভাড়া বাবত বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক মোট কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব,

২) ১৯৮৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৫ই জুন পর্যন্ত উপরোক্ত কারণে বিভিন্ন দপ্তর বক ভিত্তিক হিসাব,

৩) উপরোক্ত বৎসর গুলিতে বেসরকারী গাড়ীর মালিকেরা বিভিন্ন দপ্তরের নিকট বকেয়া গাড়ী ভাড়া বাবত মোট কত টাকা পাওনা আছেন তার বৎসর ভিত্তিক এবং দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিবহন মন্ত্রী

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে মোট কতটি বে-সরকারী জীপ, বাস, ট্রাক ট্যাক্সী ভাড়া করতে হয়েছিল এব ঐ বে-সরকারী গাড়ী ভাড়া বাবদ বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক মোট কত টাকা ব্যায়হয়েছিল তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাবের তালিকা সাথে দেওয়া গেল।

২। দপ্তর ও বৎসর ভিত্তিক হিসাবের

৩। তালিকা সাথে দেওয়া হলো

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF DIFFERENT CATECOR IES OF PRIVATE VEHICLES HIRED BY DIFFERENT DUES OUT STANING THEREOF.

Name of Deptt/ Offices	Total No of vehicles hired and expenditure in curred during 1984-85					Total No. of vehicles hired and expenditure incurred during 1985-86					Expenditure incurred from 1.4,86 to 1.6:86					Out standing Dues 1984-85 1985-86 1.4.86 to 15 to 15.6.86
	Bus	Jeep	Truck	Taxi	Total	Bus	Jeep	Truck	Taxi	Total	Bus	Jeep	Truck	Taxi	Total	
1 | 2	3 | 4	5 | 6	7	8 9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
1. Asstt, Transrut Commissioner.						1	2217.90									
2. Dte. of Statistics				1			1275.00									
3, Dte, of Labour						1	195.09				2		7280.65			
4. Tribal Rehab				1			1500.00									
5. Rajya Sainik Boar																
6. Civil Defarc						1	1966 20									
7. I.G. Prison				NIL			NIL				NIL					
8 State Planning Machinery					—					—			—			
9. Dte. of Small Savings.					—					—			—			
10. Contrrller weights & Measures.				—	—					—			—			
11. Dte, of Fire Service.				—						—			—			
12. Apptt. Services				—						—			—			
13. L. S. G. Deptt.				—						—			—			
14, Dte. of Panchayat				—						—			—			
15. Dte. of Employment				—						—			—			
16. Vigilanve Orgn.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	30
17,	T.P.S.C.							—				—					—		
18,	Planning & Coordination (Planning)							—				—					—		
19.	Dist. Tribal Welfare (South)							—				—					—		
20.	Horticulture & Soil Couservatiou.							—				—					—		
21.	Dist & Session Judge. (North)							—				—					—		
22,	—do— (South)							—				—					—		
23	Dist. Tribal welfar (North)							—				—					—		
24.	Dte. of Research							—				—					—		
25.	Dollector of Exclse (wett)							—				—					—		
26.	Dist. & Session Judge (West)							—				—					—		
27.	Chief Inspector of							—				—					—		
28.	Commissioner of Taxes							—				—					—		
29.	Register, Co-operative.							—				—					—		
30.	Dist, Register (West)							—				—					—		
31,	Rural Engineering Divission							—				—					—		
32,	Prisons Dte,							—				—					—		
33,	Law Deptt,							—				—					—		
34,	Dte, of Employment							—				—					—		
35,	Town & Country Planner,							—				—					—		
36	E,E, Northem lavn,							—				—					—		
37	Dte, of Higher Edh,							—				—					—		
38	Plrliamentry Affairs,							—				—					—		

39. Dte. of Welfare Forestry.		32			48,696,00				87,344'00
40. Dte. of Health Services.		2			2,87,654'00	1		—	
41. A. R. Deptt.				—					
42. M. B. B. College					1,240'00			6	
43. Engineering College				4 2 11	5,150,00			1	353·52
44. Dte. of Food & Civil Supplies.									
45. Dte. of Fisheries.				2	1637.70				3,372.90
46. Dte. Publicity		8			5,900,00	5			
47. Dte. Land Records & Settlement								—	
48. D.M. North			31,200'00	11	19.999,10				
49. D. M. North. (Including galls. D.O's & B.D.G's) of North Dist)	10 13								19,7,61,50
50. D.M. South (Including all S.D,O's) & B.D.O's of South Dist.)	33 106 1 12		83.756.21	19 102 9	2.77,930,31	1			
51. Dte. of Animal Husbanday.	1		550,00						
52. I. G. of Police.	132 105		43,25,993,49	5 74 56	52.97,571,20		1		87,816,15
53. C. C. F.	1		300,00	8 1	4,215,00		9 16		15,720,00
54. Dte. of Social Edh.	26								
55. Dist. Rural Development Agency (South) (R. D. Dptt)	1		19,420,70		175,00				
			4118,00	1	3980,00		1		500,00

56.	C. E. (Flood	3	1		70,391.00	10			1,4,031,00	9		54,85	4,850,
57	Control)												
58.	Tribal Rehab. in Plant ation			—	—	—			—	—		—	—
59	E.E. Rural Engincer i Dive. (R. D. Deptt. (N)			—	—	—			—	—		—	—
60.	R.D. Dap:t. (Monitoring Cell)												
61.	S. A. Deptt.			34	21,924,C0			89	53,827,70			1,506,00	1,506,02
62.	Dte. School Edh.					258	10	2	3,76,060.10			36,570,80	450,80
63.	Registrar Cooperative			—							—	—	
64	C, E. P. W. D. (Roads)	10	9	55,8850,00		6	8	2	1,76,991,00			30,638,00	
65	C. E. (Electrical)	1 31	26	125,C0,120,44		41	31	1	32,15,494,65			7,55,768,63	
66.	Dte. cf Agriculture.						2	1	18,225,05				
67.	Dte. of Industries.			11,002,76	1 1				3,994,25	—		5,290 00	
68	Dte. Printing & Stationery.	394 897	9	125 21,90,761;05								5,033,90	
69.	Chief Electrol Officer.												
70.	Dat. West.												
71.	Transport Deptt	1	170	2,11,821,40								1095,00	
Total		459	1191	333 17779,	45,208, 05	68 520	109	121	98, 69, 908,	16 9 21 17 9		8,67,093,952	16,230,

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 26th December, 1986, at 11-00 A.M.

P R E S E N T

Shri Amarendra Sarma, Hon'ble speaker in the Chair, the Chief Minsiter, the Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 10 (Ten) Ministers and 29 (Twenty-nine) Members.

CONDOLENCE MOTION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ গত ২ দিনে সাব্রুম এবং কমলপুর মহকুমায় বেশ কয়েকজন নিরীহ নাগরিক নিহত হয়েছেন টি, এন, ভি, দের হাতে যার ফলে আমি প্রশ্নোত্তর-পর্ব ইত্যাদি বাদ দিয়ে প্রথমে একটা শোক প্রস্তাব আমি আনতে যাচ্ছি। আশা করি হাউজের সম্মতি আছে সে সম্মতি নিয়ে আমি করছি।

"গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত ২৪ শে ডিসেম্বর রাত্রিবেলা সাব্রুম মহকুমার সোনাই চাতকছড়িতে ৪জন এবং গত ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রিবেলা কমলপুর মহকুমার কচুছড়াতে ৮জন নারী শিশু নির্বিশেষে নিরীহ নাগরিক উগ্রপন্থী টি, এন, ভি, আক্রমণে নিহত হয়েছেন। কয়েকজন গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন।

উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের এসব মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য আক্রমণ প্রতিহত করতে ত্রিপুরার সর্ব্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে ত্রিপুরা বিধানসভা আহ্বান জানাচ্ছে।

নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করতে সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি।"

[মাননীয় সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট মৌন পালন করেন]

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ এটা বড় মর্মান্তিক ঘটনা ফলে আই এম নট টেকিং অব দ্যা বিজনেস অব্ দ্যা ডে, দি হাউজ স্ট্যাণ্ডস্ এডজোর্ন সানি-ডাই।



Printed by

Secretary,

ALL TRIPURA SMALL PRESS OWNERS' ASSOCIATION

Office : PAUL PRINTING HOUSE, AGARTALA